চতুর্বর্ণ বিভাগ।

জাতিভেদ, শূলের পুজ্জা ও বেদাধিকার, জল চল ও খাদ্যাখাদ্য বিচার, প্রেমাবতার গ্রীষ্মোৎপাদ, বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ, দেবী পূজার জীববলি গ্রন্থভূতি।

প্রণীত ও প্রকাশক—

শ্রীদিগন্দনারায়ণ ভট্টাচার্য প্রণীত।

(প্রথম সংস্করণ)

সিরাজগঞ্জ "দরিয়াবাঙ্কর ছবিকলন" হইতে
শ্রীরতীভদ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
ও
শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
কর্তৃক প্রকাশিত।

সীমাবদ্ধ স্বরূপ।
কলিকাতা

২৮ রাধাপ্রসাদ লেন ( স্কুল হাই স্ট্রিট ) মণিকা প্রেসে
শ্রীহরিচরণ দে দ্বারা প্রকাশিত।
উৎসর্গঃ

শ্রীশ্রীরামচরণে কালাচার
সেবানীতি নিতান্ত গত
পরমাণু ও পরম পূজনীয় পণ্ডিতশ্রোত্র
শ্রীশ্রীরামচরণ যাদবচন্দ্র শিরোমণি
পিতৃদেবের শ্রীচরণ উদ্দেশে
পিতৃবিরহ সত্ত্বণ্ড, সেবাধিকার বক্ষিত
অকৃতি অধম সন্তানের ভক্তির
দীন পুষ্পাঞ্চলি সরূপ

“চতুর্বর্ণ বিভাগ”

অর্পিত হইল ।

শোকার্থ পুত্র—দিগিন্দ ।
নিবেদন

পিতৃ পরিচয় বক্তি, হে জাতুংগল বলিয়া স্থানিত, সমাজ লাঘিত,—অবজ্ঞাত খণ্ড বংশধরগণের নূতন পরিচয়,—নব আশা-বারী লইয়া “চতুর্বর্ণ বিভাগ” প্রকাশিত হইল। অত্য-চারী, অভিজ্ঞাত্যগর্ভিত, উচ্চ কূল-গৌরব-গর্ভাবিভিন্ন, পরম পণ্ডিত, ‘সমাজতান্ত্রিকর’ যে ইহা পাঠ করিবেন, সে আশা অনন্তই; আলোচনা ও আন্দোলন করা ত দূরের কথা। তবে নিম্নের জন্য ইহা প্রকাশিত করিবাম—তাহারা পাঠ করিলেই আমার শ্রম সার্থক ও পরিপূর্ণ। জাতিতে বা চতুর্বর্ণ বিভাগ যে শৃঙ্খলার্থসারার্থ,—মানন্দেরই স্তুতি,—সবুর্দুটি ভগবান যে কাহারও বড় বা কাহারও ছোট করেন নাই, মানুষ আপন আপন শৃঙ্খলা-কর্মানুসারে—তাছাদের শূন্য হইয়াছে মাত্র—এই ধারণা লজ্জালক্ষ্য কোট কোটি লোকের হাতে দুঃখভাবে অক্ষিত করিয়া দিবার জন্যই ইহার প্রধান ও প্রচার। মানুষ মাত্রই যে ভগবানের অংশ, সৃষ্টি—তাহার চক্ষুতে অগ্নির দ্বারা দেখাইয়াই এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। এই নব যুগের প্রখ্যাত কাব্যাসই হইতেছে যে, নিম্ন শ্রেণী যাহারা তাহারা বুঝিয়ে যে তাহারা মানুষ, তাহারা উচ্চ জাতীয় লোক অপেক্ষা তিন মাত্র নূন নাই। তাহাদের প্রাণ নব আশা লইয়া জাগিত হউক, তাহারা চতুর্বর্ণ বিভাগ সম্প্রচার যথার্থ কর্তা লাভ করক। তাহারা বুঝিয়ে যে, তাহারা ও উচ্চ জাতি—এ উভয়ের মধ্যে এমন কোনও অপক্ষী ভগবান নির্দেশ করিয়া দেন নাই। বর্ষায়োণ যে ব্যবধান দেখা গাইতেছে তাহা কৃত্তিত্ব, তাহা স্বার্থ প্রণোদিত। তাহা কুটিল প্রকৃতিয়ের কোষ্ঠ জাল মাত্র। জাতিব্যত্যয়ের আলোকে তাহা তাহাতে পারিবে না। এ নব যুগের অমুখ্যত্ব অর্থে নিম্ন শ্রেণীর
সিংহর বা মহুয়াত্ত লাভ। স্থতারাঙ্গ আশা করা যায় এই পুনর্তাকালীন অভিযাত্রী আলোক বর্ষকার কার্য করিতে পারিবে। চতুর্দিকের উত্পত্তি ও বিস্তৃতি সম্পর্কে শাস্ত্রে যাহাই লিখিত হইয়াছে—তাহা ও তাহার উদেশ্য ভুলিয়া—লোকের মনে যে অন্ত ধারণা, কুসংস্কার ও নিজেদের প্রতি লীন ধারণা, লীন রুমি অনিষ্ঠিত, তাহা দূর করিয়া যথার্থ মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে সাহসী করা হইয়াছে।

অবজ্ঞাত জনসাধারণের পক্ষে শাশ্রিষ্ট আলোড়ন করিয়া রস্তা উদ্ধার সেবির নয়,—এ এই পাঠে অনায়ারে তাহারা শাস্ত্রের মর্যাদা উপলব্ধি করিয়া সংহবলে বলিয়া বলিয়া িহুক—ইহাই আমার অভিলাষ। বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রে যে সকলের সমুদ্রেই উদ্যুক,—তাহাতে যে সকলেরই তুল্যরূপে অধিকার,—ব্যাপ্ত শূলের কোন পার্থক্য নাই, কোন জাতিবিশেষের জন্তু কোন গণ্ধী বা কোন বেকার গতির নাই—সকলের জন্যই সর্ব কর্মের দ্বার উন্মুক্ত—এই ধারণা দুর্দৃষ্টিতে হদসে অক্ষত করিয়া দিবার জন্যই আমার কৃত্ত চেষ্টা। ফল—শীঘ্রির হইল।

কাগজের মূল্য প্রায় তিনগুণ বাড়িয়াছে। কিন্তু যাহাদের জন্য এই পুনঃকর্ম লিখিত হইয়াছে তাহারা প্রায় সকলেই দরিদ্র—কাগজেরই মূল্য ফতদুর সাথু সংলগ্ন করা হইল।

আমার পুনর্তাকালীন পাঠক মাত্রের সকল অমি পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি। এজন্ত তাহারা পত্র বহ্সার করিলে ক্ষুদ্র হইব। কিন্তু পুনর্তাকালীন পাঠক মাত্রের সকল অমি পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি।

পোং সিয়াজগঞ্জ ;
কাওয়ালা ; শ্রীবিংশী-
বদন কালাটাদের শ্রীকবি।
শ্রীদিগিত্তাধিরাণন ভট্টাচার্য্য।
অষ্টাদ্ধ—২০২৪।
চতুর্দশ বিষণ্ণ

অবতরণিকা।

ভারতীয় চতুর্দশের প্রথম অধ্যায়ের অন্তত কি তাঙ্কার চর্চার হল কিছু! পরিষদের মধ্য হইতে প্রেম, প্রীতি, নেহ, মমতা, অঞ্চল, তুফন, প্রণয়, ভালবাসা ফেলি চর্চালের জন্য বিদায় দান করিয়াছে। সে তুলিতে বৃদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল, যে দেশে শক্র-রামান্ধ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যে দেশে মহাপ্রভু প্রীতিরূপ দেব প্রেমের বন্ধ। প্রকাশিত করিয়াছিলেন, নানক, কবির, তুলসীদাস, দাসরামান্ধ, বিশ্বাসার্থ, তালিখ-শ্রমী জনগণের করিয়া পরিত্যক্ত পদরেখে যে দেশের ধূলিকণ। পর্যায়ের পরিত্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণেন্দ্র, কেশবচন্দ্র, দেবেশ্বরনাথ, দরাজানন্দ, 
বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি যুগাচার্য্যগণ প্রতি তুলিতে সত্য, প্রেম, তুফন এবং সর্বজনীন ভালবাসা। প্রভৃতি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই দেশে—সেই পৃথিবীতে ভারতের আজ জাতিতেলের কি ভয়া-বহ রাজস্ত্য মাত্র মাত্র প্রেম নাই, তাই তাই তাই প্রীতি নাই, সত্যের নাই, পিতামহের অন্তরাগ নাই, প্রতিবাসীগণের প্রতি ভাল- বাসা নাই। প্রেম ভালবাসা যেন একটা উপকথার মধ্যে দাড়াইয়াছে। 
সকলেই নিজেদের সম্বন্ধ গুরুতর মধ্যে বাস ও দিবারাত্র অন্তর নিদ্রা, অন্তের দোষ ঘোষণা করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছে। এই 
রূপ যে সমাজের অবস্থা, তাহার আর অধোগতি হইবে না কেন?
চতুর্থকর্ণ বিভাগ।

জগতের সকল জ্যৌতি জীবন-সংগ্রামে শনৈং শনৈং অগ্রসর হইতেছে, সকলেই শিক্ষা-দীক্ষায় প্রাণপূর্ণ লাগিয়াছে—আর আমাদের হতভাগ্য সমাজ, কে শুঁট, কে বৈশ্য, কে ব্রাহ্মণ, কে চৈতন্ত্য, কে উচ্চ, কে নীচ, কে অধম, কে উত্তম, কার জন্ম পবিত্র, কার জন্ম অপবিত্র—এই জন্য বিচার লাই আদেশের উমাত হইয়াছে; আর দিনে দিনে অবন্তির কাল-গতে ধীরে ধীরে ভূবিয়া যাইতেছে। নিমেষশারীর হিন্দু ব্রাহ্মণের উপর উচ্চশারীর কি ঘণ্য, কি বিশেষ, কি হিংসা! ঘণ্য ঘণ্যায় নিমেষশারীর হতভাগ্য হিন্দু সমাজ, তাহারা যে মানুষ, একথা প্রায় তাহারা ভূবিয়া গিয়াছে। তাহারা জানে, জলতোলা, কাঠ কােটা, তার বাহন করাই তাহাদের জীবনের একমাত্র কাজ, তাহাদের আর অন্য কিছু করিবার নাই, অন্য কিছু ভাবিবার নাই। দেশ সমাজের উন্নতি—ইহী একটা কাঠার কথা, উহ। উচ্চশারীরের জন্য। তাহারাও যে মাত্রভূমির চির আদেশের সমাজ, তাহারাও যে এই বিড়াল হিন্দু-সমাজের অন্তর্ভুত, তাহারাও যে সমাজ-অঞ্চলের এক একটা অংশ, অন্য, ইহী তাহারা জানে না, বোঝে না, রুখিবার উপায় নাই। শত শত শতাধিক নিরাশার মধ্যে, শত শত শতাধিক ঘণ্য-অবজ্ঞার মধ্যে, শত শত শতাধিক নির্যাতন-নিপীড়নের মধ্যে তাহাদের জন্ম। উৎসাহের স্বস্ত মার্ক্স-হিল্টেল তাহাদের কর্মব্রুত কর্মায়ে কলের কথনও স্পর্শ করে নাই। হংক-হংদিনে, অত্যাচার-অবিচারের সময়, তাহার সেহবাঙ্গক একটি ‘আহা’ শব্দ পার নাই, তাহাদের হইয়া কেহ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে একটা কথা বলে নাই। ঈহার পরিপৌঁছে হাতে হাতেই দেখিতে পাইতেছে। মৃদুস্পট সংগ্রা-রক দেশ দেশ বলিয়া, ভারত ভারত বলিয়া। উচ্চকাঠে আর্তনাদ
চতুর্দশ বিভাগ।

করিতেছেন, কিন্তু সমাজ, দেশ যেমন নিশ্চল-নিধর, তেমনই নিশ্চল-নিধরই ধাক্কা বাইতেছে। মার কোটা কোটা সমাজ অনারে, অভাবারে, পীড়ন, লাভনায় দিনাটিপাত করিতেছে। তোমরা, সমাজপতিত্ব, অভিজাতবর্গ নির্জীর। হুই পা দিয়া তাহার কথা দিয়া তাহার কথা দিয়া। তোমরা নিজের নিজের ভাইয়ের রক্ত পান করিতেছে। কিন্তু ভাগবাদ, তোমাদের অভ্যাচারের যুগ অবসান-এই। ইংরেজ রাজ্যে, অবাধ বিদ্যাপ্রচার তোমাদের জারিচুরি আর টিকিতেছে না। সমাজপতিত্ব! একটুকু দেশের দেশের দিকে লুকিতে কর, একটুকু দেশ দেশের কথা, সমাজের কথা মরণ কর। কি ছিলে আর কি হইয়াছ! হিন্দুসমাজ মরণোদ্যুম্ন, আর হিংসা-বিদ্যায়ের বহিভিষিক্ত আঁলাইও না, আর অল্প অমৃত্যু পঞ্জাত্ত্বি দিও না। হিন্দু-সমাজের রূদ্ধশার কথা একবার চিহ্ন কর। তোমাই কত শত শত ভাই, কত সহস্র সহস্র ভাই, কত লক্ষ লক্ষ কোটা কোটা ভাই তোমাই প্রদত্ত শাসনরূপ অভ্যাচারে জর্জরিত হইয়া। তোমার হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিয়া অপর সমাজের অঙ্গ পরিপূর্ণ, মাংসল ও বিলাস করিতেছে এবং করিতেছে। পার যদি তবে যেগ দাও—আর বিয়নগ দিও না—আর অন্য ব্যায় বাড়াইয়া নিঃশব্দ হইও না। সমাজের বাহার নিম্প্রভে অজ্ঞাতের দূর্ভূতে পরিশিষ্ঠ হাবদূরু করিয়া মরিতেছে, কাজবিলষ না করিয়া তাহারিদিকে উত্তোলন কর। ব্রাহ্মণ গৃহীত ব্রাহ্মণের কাজ্যে কর, সমাজপতি গৃহীত সমাজপতির কর্ম্যা সম্পাদন কর। ত্যাগে বীরবত্ন নাই, এহেকেই বীরবত। অধিকতার দাও,—
চতুর্দশর্থ বিষয়ক ।

অধিকার দাও, যত শীর্ষ পার অধিকার দাও, উহাদের কান্দন-কর্ণাত করণপাত কর, ভগবান তোমার কৃশন অবশ্যই উনিশেন। অধিকার দিতে প্রস্তুত নও, অধিকার চাহিতে যাও কেন মুখে? অধিকার দিবে না, অধিকার পাইবে? হায় নির্বোধগণ! তোমাদের আকাঙ্ক্ষাকে ধাবিবাদ! চুই দিন অগ্নি পণ্ডঞ্চ, ভগবান নিম্নশ্রেণীকে তুলিবেনই তুলিবেন, তাহার প্রমাণ কিছু কিছু সকলেই পাই-রাছ। শ্রীভগবান তুলিবার জন্য, উঠাইবার জন্য যাহাদিগের হাত ধরিয়াছেন, তুমি নির্বোধ তাহার বিরুদ্ধে দঝায়মান হইয়া বাধা দিতে রুখাই অগ্নিস হইযাছ। কালের গতি অপ্রতিষ্ঠত। কেহই এনেগল্সে সময়ের নেই। রুখা উদর পরিত্যাগ কর, বরং আশ্চর্য করা ও শাস্তি উদরাণ পূর্বক নিম্নশ্রেণীকে তুলিবার জন্য চুই বাহ প্রসন্নিত কর—রক্তে দূষিত ব্যক্তি উঠুক—মর্য সত্যরূপ আবি- রূপ হউক!

হিন্দু সমাজের চারিদিকেই অভাব, চতুর্দিকেই আবাজনে। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই অন্ধকার, সেই দিকেই কুসংস্কারের দূঃখের প্রচীরে পরিবর্তিত। সমাজহিতৈষী মনীষীরুদ্ধ ভাবিয়া আকুল, কিন্তু সমাজপতি শুঙ্ক-পুরোহিতকলের এদিকে বিরূপাত্র দৃষ্টি নাই, হিন্দুসমাজের সমক্ষে তাহাদিগের যে কিছু কর্তব্য আছে, ইহা তাহারা ভেবেও মনোমধ্যে চিন্ত। করিবার অবসর পান না। যে সমাজের অবস্থায় ইহারা পরিপূর্ণ, তাহার ভাবনা ভাবিয়া শরীর ও মন্ত্র নষ্ঠ করিতে ইহাদের আদে প্রুতি নাই। পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত স্বস্ত জ্ঞাতিগণের সহিত তুলনা করিলে আমাদের বুঝিতে পারি, আমরা কোথায় আছি। ঝগড়ের যাত্রীয় সত্ত্বা, স্বাধীন জ্ঞাতি এ জাতিকে যে কিছু অপবার্ষ, হীন
চতুর্বর্ণ বিভাগ।

ও আধম মনে করে, তাহা সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রেই আলাদিত বিদিত আছেন। ২৪টি ভির প্রায় সমূহ পাশ্চাত্য জাতি এবং এনন কি জাপানীগণ পর্যন্ত হিন্দু জাতিকে অতি অবজ্ঞার সৃষ্টি অব-লোকন করিয়া থাকে। আর আমরা কুদ্র কুপমলার মত নিজে-দের পাদোদক নিজের মহানশ্বে পান করিতেছি এবং পূর্বপুরুম ঋষিগণের গৌরব কীর্তন করিয়া আমলাবাদ অনুভব করিতেছি। ঐ সকল নায়ে মায়ে পাশ্চাত্যজাতির কেজি, জড়পুরব, অনাড়া, অধ্যায় প্রভৃতি মুন্যরোচক গালি দ্বারা অভিনন্দিত করিয়া আনন্দে অবৈর হইতেছি। হয়! হিন্দু-মাজ! হোসাব কি অথ্যপতন, কি অথ্যপতন না হইতেছে! তোমরা যে কোন মুখে তোমাদের পিতৃপুরুষ আর্য্যদের নাম উল্লেখ কর, ভাবিয়া পাই না, পিতৃপুরুষ-দের তোমরা রাখিয়াছ কি? প্রাচীন আর্য্যগণের তোমরা কোনু গণের অধিকারী হইয়া, কোনু চির, কোনু নিধারণে বজ্রায় রাখি-য়াছে ও গণের অধিকারী না হইয়া অন্যতম গণতিতন করিয়া লাভ কি? কোনু কালে যে ভার খাইয়াছে, এখন আর সে হাত চাটরা ফল কি? শিক্ষার সাধনায়, তাতে বিদ্যায়, সাধারণ তপাস্বর, বিশ্বে সৌজন্য, পালনে রক্ষণে, কোনু গণ লইয়া আর্য্যগণের দাবী করিতেছে? তোমরা পূর্বপুরুষের রাখিয়াছ কি? খের অনাধিকারে তামলিকতায় দুরিয়া গিয়াছ। সামাজিক দুই চারিটি ঠাকার লোভে, সামাজিক সামাজিক কুদ্র কুপুর বারের মায়ের ভাইএর বুকে ভাই হইয়া তীর্থ বিপুলকালিন্তির বিদ্যমান কাতর ও কৃত্তিত হইতেছে না। গ্রীক প্রলোচনায় মার্গের দেবী মাতা-নর্থিনাই গুরু হইতে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেছ। শত সহস্র লেখার জিহ্বা বিস্তার করিয়া ভাইএর শোণিত মহানদী পান করিতেছে,
চটুঁকোর বিভাগ।

রাজসী-তৃষা নিরূপিত করিতেছেন। জমিদার হইয়া খাজনার দারে পত্তা-নলা, দীনহীন, বিশ্বস্বীকৃত প্রাঙ্গণের ভিত্তামাটি উৎসর্গ করিয়া তোমার সাধের অনুদানে হইতে খেদাইয়া—তড়াইয়া দিতেছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গুরুগুরোহিত জমিদার মহাজনরূপে জনসাধারণের প্রকৃতপ্রকার ধনরক্ষা প্রতিপালন ও ভরণ পোষণের আহরণ করিয়া নিজেরা ঐশ্বর্যশালী হইতেছেন। তোমার আরার আর্য্য-বংশধর বলিয়া পরিচয় দাও, অভিমান কর। শ্রীযুগিনির তালুক্তি লক্ষী লক্ষী বলহি তোমাদের হাদয়কোটের আচরণ করিয়া দিবানিশি দাউ দাউ করিয়া অবিভক্ত হইতেছেন, তোমাদের বিস্ময়। আর্য্য-পরস্তর কালিয়া-রোমা-সম্পাতে দিন দি কি মলিন ভাবেই নাধারণ করিতেছেন। সত্য, ধর্ষ, ভাষা, চরম, পরাপরকার, দৈন, সাধ্যসিদ্ধ গ্রীতি-তালবাসা, ভারতীয় আত্মীয় মানবোচিত গুণাবলী তোমাদের হাদয় হইতে ঘ্রণার দৃঢ়তে শ্রীকর্মণ হইয়া পলায়ন করিয়াছে। সমাজ এখন দৈত্যদানার আধিপত্যে—পিশাচের তাপ্তিক মূৰ্ত্তি অধ্যুষিত। কেবল ধ্বংসপর, কেবল হিন্দীবিদ্যা, কেবল ঘ্রণাভ্রংকর ভরাকুহরাজত। মানুষ নাই, এই চারি জন বাদে আর মানুষ নাই। দেশের নেবার, সমাজের অধিনায়ক, জনসাধারণের সংগৃহীত অর্থ অবলীলা-ক্রমে কুকুরের ব্যাপত্তি করিয়া দিতে বিচুঁড়াই কৃষ্ণু। বোধ করেন না। কত রাজ্যরাজীর ঘটনা জানি, যেখানে শক্ত নিরীহ দৌন দরিদ্রের মটুই বর্ধক রাখিয়া কালিয়াপুরার চাঁদ। তুলিরা দলপতিপদ আনায়ে অকৃষ্টচিত্তে থেমিত, বাইনাই অতৃপ্ত অবস্থা আমাদের শত শত টাকা বয় করিয়া দিতেছেন। মদের জন্য কত অর্থ চালিতেছেন! অথচ এ টাকা নিজেদের নয়, দরিদ্রের
চতুর্কর্ণ বিভাগ।

কঠোরপার্ক্ষিত হস্তয়-রক্ষ, পুজিয়ে নামে সংহতি। কত বড় বড় নেতা ইন্সিওর কোম্পানীর নামে দরিদ্রের বুকের রক্ত স্বরূপ টাকা কড়ি আত্মসাং করিতেছেন। নেতৃত্বের এই-রূপ ব্যবহার একটি নয়, দুইটি নয়, তুরি তুরি। তাহাদের হস্তয়-হীনতার কথা, পশ্চিমের কথা লিখিতে গেলে, লেখনী কলঙ্কিত হয়, ক্ষোভ হংসে হস্তয় অবসম্ম হইয়া পড়ে। নেতারা মনে করেন, তাহাদের প্রতারণা বোধ হয় কেহ তরে পায় না। নির্বোধগণ জানেন না, যে “পাপ আর পারা কখন হস্তম হইবার নহে।” এক-দিন না একদিন ফুটায় বাহির হইবেই হইবে, অদা বা শতাব্দাবো না। প্রতারণা, প্রস্নান, শাস্তা, জালিয়া-তি সমাজ-শরীরের আচ্ছাদক করিয়া ফেলিয়াছে। রংসর বৎসর সহ শত শত সহস্র সহস্র ভারতীয় যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করেন—উপাধিমিত হন, তাহ দেখিয়া আমাদের কত আনন্দ! কত আহ্লাদ! মনে হয় ইহা দিগকে অবলম্বন করিয়া এইবার বৃহৎ সমাজ জাগিরিয়া উঠিবে। কিন্তু তার পর যেই দুই দশ দিন উত্তীর্ণ হইয়া গেল—তখন দেখিয়ে পাই, ও বাবা, বনে যে আসে সেই বনমার্গ হয়। তাহারা শিক্ষিত, কাজেই তাহাদের প্রতারণার কোষ্ঠল আরও অস্ত্র, আরও সাংঘাতিক, আরও জীবণ। তখন মনে হয়, “কাকে নিন্ধি, কাকে বন্ধি, হইপ পালন ভারী।” এই ত আমাদের চতুর্কর্ণসম্মিলন হিন্দুসমাজ। কেবল মুখে মুখে ভীরী নিনাদ করিয়া সহস্র জয়চাক বাজায়া। লাভ কি? উহাতে যে কেবলই মিথ্যার এশ্বর্য দেওয়া হয়, প্রতারণা অকাশ পায়। ওদিকে ভারত-জননীর কোটা কোটা খেজে স্থান, মূর্ততার অতল সাগরে নিমজ্জিত; দেশ, সমাজ, উন্নতি কাহাকে ভেন, তাহা তাহার জানে না, থেরের কাগজ ‘বঙ্গবামু’র কথা,
চতুর্ভূজ বিভাগ।

অন্ধকার আলোচনার কথা বাবুদের মুখে মাঝে মাঝে শোনে মাত্র।
তাহাদের বাহিরে অভাব অভিযোগ অত্যাচার নির্ধারনের যেমন হাহাকার, ভিতরেও তেমনি অবিদায় ও অজ্ঞতার হাহাকার।
ভারতের কোটি কোটি সন্তান মহষ্ঠাকারে পড়ে নানার জীবন বাপন করিতেছে, তাহাদিগকে তুলিবার জন্য, উঠাইবার জন্য কয়লা মন-ব্যায় প্রাণ কাটিয়া উঠিয়াছে? তাহাদের দেবতার কান্দিয়াছে, সমাজের নিকট উংসাহ পাওয়া ত দূরের কথা, তাহারা সমাজপতিতগণ কর্কুর উন্নত, ধর্মবর্গী বালকৃতিয়া অভিহিত উপহারিত এবং এমন কি নির্ধারিত।
মানুষ হঁটা মনের প্রতি গোন নাই, অকাও হইয়া ভাইকের প্রতি ভলবাসা নাই, সহায়তা নাই।
তুলিবার জন্য, উঠাইবার জন্য চেষ্টা নাই, পরস্পর দাখাইয়া রাখবার জন্য কত চেষ্টা, কত আঘাত, কত স্বত্বাধিকার, কত সত্য সম্মিলিত স্বপ্ন এবং সর্বত্র পরিস শান্তির নামে কত কোষেল-জাল বিষ্ঠার।
ভাবাবাশ কবে এ পাতিত্য জাতির পঞ্চিল হদর প্রেম-পরিত্যাগের পূর্ত গঠনায় বিশেষ করিয়া দিবেন, কবে তাহাদিগের মন হইতে হিংসা-বিবেদনের বহিশিক্ষা নির্ধারিত হইবে! পাপ-প্রলোভন, বিলাস-লসায় দেশের যুক্তিগুলা প্রশিক্ষণ। স্থরা রোগ দেখে তাহার বংশ চলিয়াছে, গুরু প্রভাবিত পর্যন্ত এ বিষে জ্ঞানিত।
কোটি কোটি টাকা অনধিকার জলের মত বায় হইয়া যাইতেছে— অপর পক্ষে অনাহারে অনধিকারে, কুখ্যায় অনাহারে কোটি কোটি অধিবাসী! প্রতি বৎসর বিবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শমন-ভবনে যাত্রা করিতেছে।
তামাক, গাছা, আকিং, চরস, চন্ডু, সিরিকি, চুরুট, সিগারেট অনবরত চলিয়েছে, ইচ্ছার জন্য কত কোটি কোটি টাকা প্রতি বৎসর অপরূপ হইতেছে। নাচে, গানে, বাইরে মেঘটায়, আমোদে, প্রোচনে,
চতুর্ভুজে বিভাগ ।

বিলাসে, বাসনে কোটি কোটি টাকা বায় হইনা যাইতেছে। কিন্তু তুমি যদি একটি টাকা একটি পঠারী ছাড়ের পুটকের সাহায্য-বাধ যাহা কর, দেখিবে কত বড় লোক, কত ধনাত্মক জমিদার, কত বিশ্ব বিদ্যালয়ের অনুষদগলন্ত তোমাকে কটু কথায় প্রত্যাখ্যান করিয়া দিতে বিদ্বেষত্ব কুষ্ঠিত হইবে না। “ছোট লোকের” ছেলের। বিশ্বাসিত্ব করে, জ্ঞানোপার্জন করে, ইহা যে তাহাদের অসহ! মুখে গায় সকলেরই এক বুলি— “ছোট লোকের” ছেলের আমার লেখা পড়া? আমাদের কাজকর্ম করিবে কে? সদাশিয় ইংরেজ জাতি যদি এ দেশের রাজা না হইতেন,—এইরূপ-ভাবে অচলগুলোর মধ্যে শিক্ষার পথ মূলক করিয়া না দিতেন—তবে উচ্চবর্গের অভিজাতবর্গের অত্যাচারে, পীড়নে নিম্নশ্রেণীর “ছোট লোকদের” যে কি দশা ঘটিত, তাহা চিন্তা করিলে শরীর শিক্ষিত। উঠে! যে দেশের ব্রাহ্মণ অনাচারণীয় শূন্যপর্ষ জ্ঞান করিয়া শুন হন, ( ইহা করিত কথা নহে, ইহা আমার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ঘটনা ), যে দেশের ব্রাহ্মণ নিম্নশ্রেণীর শূন্য সাধারণকে কুকুর শুভ অপেক্ষাও হেজাঙ্গান করেন, যে দেশের সমাজপতি পশ্চিম উচ্চ বৈজ্ঞানিক্যাত্মক দ্বারা সমর্থন করেন, যে দেশের ব্রাহ্মণ শূন্যপর্ষকে সবুজকর্ম অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া, আপনাদিগকে অতি বুদ্ধিমান মনে করিয়া থাকেন, হায়! যে দেশের উদাহরণ-উপায়, আকাশ-কুন্দমের গ্রাম হাতে বিশ্বনামবলন—কতই মূল্যবিহীন—কি হতাশাময় ! যে দেশের অভিজাতবর্গ আভিজাত গর্বে ক্ষীণ হইয়া—মামল্লকে মামল্লের মধ্যে গণ্য করিতেছে না, শূন্য ভাতা-সাধারণকে আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিতেছে না, প্রতিদিন নানা অহিলার—নানা প্রকার প্রবৃত্ত কারণ দশাংশ্বিত্ব—তাহা—
চতুর্থবর্ষণ বিষয়।

দিগকে চৌই পা দিয়া দলন করিতেছে, ছলে বলে কোষলে যেন-তেন প্রকারে তাহাদের আহ্মতি ব্যক্তি অপহরণ করিতেছে, তাহাদের হৃদয়-রুধির মনের আনন্দে পান করিতেছে—সে দেশের, সে সমাজের উন্নতি কি নিতাপ্তই শ্রদ্ধুপরাহত, বিভূষন-জনক নহে?

চতুর্দিন না বঙ্গের সংস্থান আপন হৃদয় প্রেমানলে দ্বীপভূত করিয়া সমাজের অগ্রের নর-নারী, বালক-বালিকা, যুব-রুদ্ধ, জাতিবর্ণ নির্ভিক্ষেষ এবং এমন কি আচরণের জন্য ঢালিয়া না দিয়ে, চতুর্দিন সমাজের বল্যাণ—দেশের বল্যাণ নাই। যেদিন পরস্পরের পরস্পরের হস্ত ধারণ করিবে, যেদিন ললন্ত জাতি-ভিন্ন বিস্তর্ণ দিয়া—চঙ্গলছ আলিঙ্গন দিতে ছুটিয়া যাইবে যেদিন একের ছিলে সকলের প্রাণে ঋষিয়া দিয়া উঠিবে, যেদিন এক জনের অপমানে, এক জনের লাঞ্ছনায় সকলে সম্ভাবনা অপমানিত লাঞ্ছিত মনে করিবে, সেই দিন দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি। দেশের এই সকল অবস্থান নিম্নশ্রেণীর লোকানগরের উন্নতি ভিন্ন দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি অস্তত। যাহারা সমাজের সর্বে সর্বে, সেই নিম্নশ্রেণীর কথা কন্ধন ভাবিয়া থাকেন? যাহাদিগের হাতেঢাকা পরিত্যাগে ধনবানের পেটের আন, বিলাসের সামগ্রী, উন্নত মেঘশ্ৰী মাস্টর প্রাগাদ, পরিধিশ বসন্তুষ্ণ, নানাবিধ আভারণ, যাহাদিগের বিদুর বিদুর হৃদয় রুধির দায়। বড় লোকের বিশাল অর্থালিকার এক একখানি ইটপাথর গাঢ়া হইয়াছে, তাহাদের সংবাদ কন্ধন রাখেন, কন্ধন এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন? অক্ষার সম্মুখী কি ভয়াবহ! আমরা। আতার উন্নত বলিয়া বুক, ফুলাইয়া গল্প করিয়া থাকি। আমাদের এ একার
চতুর্ভুজ বিভাগ।

উত্তরি—ভারত মহাসাগরের জলে দুই খাঁকি—চাই না আমার।
একম পাশবিক উত্তরি! যে শিক্ষায় প্রকৃত মন্ত্র্যাত্ম জন্মে না, যে
শিক্ষায় দেশবাসীর প্রতি, সমাজের প্রতি শ্রীতি-অহুবাগ সঞ্চার
হয় না, যে শিক্ষায় মানুষের প্রতি, ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা জমে
না, সকলকে আপনার জন্ম বলিয়া মনে হয় না, সে শিক্ষায় কি
এরোজন? আমেরিকার কথা শুনিয়াছি; সে দেশের নিয়মেরকে
তুলিবার জন্ত তথাকার বড়লোকদের কি আগেই! কি যত! নিয়ম-
শ্রেণীর শিক্ষার জন্ম ধনবানগণ মূলহৃদয়ে কোটি কোটি টাকার দান
করিতেছেন, কত বিশালত, কত নৈশ শিক্ষায়, কত শিশু-বিশ মনাগার
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও দিন দিন হইতেছে। সে দেশের
মূলনয়নের অভিসন্ধি শিক্ষা দাও; আর আমরা, আমাদের নিয়মের
শ্রেণীকে আমরা নিজেরা দে তুলিবাই না, বরং তাহারা সাধারণার
চেষ্টা যত করিয়া একটি মাগা তুলিবার, একটি উন্নত হইবার চেষ্টা
করিলে, আমরা অমনি শাস্ত্রের চকচক যদবলপ্রায়ে তাহাদিগকে
দাবাইয়া দিতেছি। আমরা কি আবার মারাত্মক? আমরা কি আর্থ-
যোগস্থান? আমরা ঘোর অনায়ার্থ হইয়া ফাঁসিরাইয়াছি, আমাদের নৈয়-
কোস্মল্টা, মায়া-মায়া, প্রম-ভালবাসা, কথার কথা মাত্র। বলীর
সমাজপতিতগণ! করেছে বলি, তোমাদের পায় ধরিয়া বলি, আম
কোথা থাকিও না—আর অতাচার করিও না, আর নিয়মের কে
একম করিয়া পণ্ডত মন্ত দাবাইয়া রাখিও না। অধিকার দাও—
অধিকার দাও, যত সব পায় অধিকার দাও। আবার হিন্দু-
সমাজ-গণে—উত্তরির লুঠ-হর্ষ সমৃদ্ধি হইতে—লুঠ উঠানরের
নিয়মের হুকুম নিয়মের বদনমণ্ডল শান্তোৎফুল কুটির মলিকার
মন হাসিরু উঠুক—আবার তাহাদের গাঢ় তমসাচ্ছন্ন হলম-
চতুর্দশ বিভাগ।

আকাশে আন্দোলনের পূর্ণ শশর ফুটির। উঠুক—সর্বত্র শান্তির মন্দ-শ্বাস নিন্দিত হউক—দিকে দিকে কল্যাণ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠুক। ব্রাহ্মণগণ! নিজেরা প্রকৃত ব্রাহ্মণ হও, প্রত্যেককে ব্রাহ্মণ করিবার জন্য সাহায্য কর। নিয়মশীলির উপর সদাশয় গভীর-মেন্টের রূপাঙ্কিত পড়িয়াছে—তাহারা প্রায় অর্থনৈতিক বিধানযুগ স্থাপন করিবার আয়োজন করিতেছেন—তোমরা তাহাদের যথাসাধ্য সাহায্য কর। নিয়মশীলি তুলিবার জন্য ভগবান আসিয়াছেন, তাহার কুণ্ড-কিরণরাশি উহাদের উপর পড়িয়াছে, তিনি উহাদের হাত ধরিয়াছেন, তোমরা জগত ও শান্তি উচ্চারণ পুর্বক উহাদিগকে বরণ করিয়া লও—বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ শৃঙ্খল হউক।

সূচনা।

তুভুন-বেরেণ্য হিন্দুজাতির ফি শোচনীয় অধঃপতন। সে পরম্পর শ্রীতি-মমতা, সে একাত্মতাবাদ, সে পূজো ভালবাসা আজি অস্তিত্ব। হিন্দুর সে জাতীয় ভাব দুরে প্ৰসিদ্ধ। সমাজ হইতে বিস্তার, জ্ঞান, বিবেক, বৈদেহিক, চক্ষু, গুণমণি কলিত ধ্বংসতে অগ্রসর হইতে থাকিযা গিয়াছে। সত্যযুগের এক বর্ণ আজি শত সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়া তাই ভাইরের রক্ষণাবেক্ষনে উন্মত্ত, জোটি কনিষ্ঠের সহিত সংঘর্ষের ব্রাহ্মণ তুলিয়া নাহি। তাহাদের হীন, অপমার্জন ইত্যাদিযে পরমাঙ্গ করিতে সচরাচর। আজি ব্রাহ্মণ কাষ্ঠের তুলিরা গিয়াছেন, কুশে বাণিজ্যনিরত বৈদেহিক ও সেবাপ্রাপ্ত শুধুগণ অত্যন্ত সহজে নহে—তাহাদেরই ভাই, তাহাদেরই কাতি বাছব। কালের এমনই প্রভাব ও হিংসা বিশেষে এমনই মহিম।
চতুর্ভর্ণ বিভাগ ।

যে, সেই জাতি বাসবর্গ, আত্মীয় সংস্থাগণ আজ পাল্লি নির্ধারিত, কলম্পের অধিকারী! আনান্দিতা ও আনুশোচনার প্রতিক্রিয়ায় সমাজ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আর্য্য সংস্তানগণ শাস্ত্রী ভূলিয়া, ভগবদ্গীতা বিস্মরণ হইয়া আজ হীন দেশাচার, লোকাচার এবং গ্রী-অপ্রেরণের অন্ধকার ও লক্ষ্য তৈরি হইয়া পড়িয়াছেন। কুসংস্কার ও দেশাচার তাহাদিগকে একেবারে অন্ধ ও বধির করিয়া ফেলিয়াছে। শাস্ত্র যুক্তি এমন কিছুই তাহারা মানিতে প্রত্যক্ষ নাহেন। অথচ শাস্ত্র শাস্ত্র করিয়া চাঁদকার করিতেও কেহ ক্ষুদ্র হইতেছেন না।

লোক-পিতামহ বক্ষাই যে সকল নরনারী, সকল জাতি সম্প্রদায়ের আদি জনক, এই মৌটা কথাত আমরা ভূলিয়া গিয়াছি। ভগবান্ সর্বজ্ঞমধ্যে কিছু নানা জাতির স্থান করেন নাই। স্থান করিতে তিনি একজাতি এক রকম নরনারীই স্থান করিয়াছিলেন। স্থলের আদিতে পুরুষজ্ঞের কৃতকর্ম বা প্রাক্তন কর্ম অল্পসার্থী বিভিন্ন রূপ গুণমাত্রার মুখ্য নিয়ন্ত্রক মানবের স্থান হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।—কাজেই ভগবান সকল নরনারীকে একই রূপ গুণাঙ্কম মণ্ডল—রূপ সৌন্দর্যমাণে স্থূলচিত্র—একই জাতীয় করিয়া স্থান করিয়াছিলেন। স্থান বিশেষে বিনোদন ইত্যাদি বিশেষ—উচ্চ নীচ বা বড় ছোট করেন নাই। পরে সেই সকল স্থান মানব- গণের চর্চায় গুণকর্ম অল্পসার্থী পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ে (জাতিতে নাহে) পরিণত ও পরিচিত হন। এ সমস্তে শাস্ত্রে যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

অর্থি পুরাকালে ভূমিগুলি একমাত্র জাতি ছিল। সেই একমাত্র হইতে গুণকর্ম অনুসারে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস ও অবস্থান অর্থ বিভিন্ন জাতির স্থান হইয়াছে।

২
চতুর্থবর্ণ বিভাগ।

শ্রীমতাগবতে উক্ত হইয়াছে—
এক এব পুরাবেদঃ প্রণবঃ সর্ববাসরঃ।
দেবনারায়ণোক্তি একাহিনিপঞ্চ এব চ।।

ভা, পু, ১—১৪—৪৮

“পুর্বে এক বেদ, সর্ববাসর এক প্রণব, এক নারায়ণ দেবতা।
এক অগ্নি ও ( হুঃ নামক ) একাহিনি বর্ণ ( জাতি ) ছিল।”

পঞ্চপুরাণ স্তম্ভগুলো ২৫ অধ্যায়ে আছে—

ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্বঃ ব্রহ্মময়ঃ জগঃ।
ব্রহ্মণা পুর্বস্তুৎ হি কর্ষণাঃ বর্ণাং গতমূ।

পঞ্চ বেদ মহাভারত পাণিপূর্ণ ১৮৮ অধ্যায়ে আছে—

ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্বঃ ব্রহ্মনিদঃ জগঃ।
ব্রহ্মণা পুর্বস্তুৎ হি কর্ষণভর্ণাং গতমূ।

বস্ত্রঃ ইহলোকে বর্ণের ইতি বিশেষ নাই। সমুদ্র জগতেই
ব্রাহ্মণ, ( অথবা সমস্ত জগতে এক ব্রাহ্মণ মাত্র, ব্রাহ্মণীকর্তৃক স্তুষ্ট
হইয়াছিলেন ) মানবগণ ব্রহ্ম হইতে স্তুষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য
ধ্বন্ত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে।

রূপদার্য্যক উপনিষৎ বলেন—

ব্রহ্ম বা ইহস্মৃত্তে আসিতে একজন, তদেব সত্তাতস্তত তত্ত্ব।
তত্ত্বে সৌরস্ক অত্যন্ত ক্ষত্রে।

“অগ্নি একাহিনি ব্রাহ্মণ জাতিই ছিল। ঐ জাতি একাকী বৃদ্ধি:
প্রাপ্ত হইল নু, স্তত্রাং সেই প্রেতবর্ণ ( ব্রাহ্মণ ) ক্ষত্র করিলেন।”
চতুর্বর্ণ বিভাগঃ

মহাভারতে পুনঃ{
বাক্য সংখ্যকালে হি তত্ত বর্গপদার্থ দেব দেবতা ব্রাহ্মণঃ।
প্রথমঃ প্রাচুর্য্য ব্রাহ্মণেভাবং শেষ বর্ণঃ প্রাচুর্য্যঃ ॥ ২১}
(শাস্তিপুর্কঃ ৩৪২ অধ্যাযঃ)

“সর্ববর্ণস্তা শোকের হিতকারী বর্গাদি ব্রাহ্মণগণ, নারায়ণের
বাক্য সংখ্যকালে, মুখ হইতে প্রাচুর্য্য হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ হইতে
অহা সমুদয় বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে।”
সর্ববর্ণ ব্রাহ্মণাদো সম্ভাদো চ চতুর্বর্ণঃ।
সর্ববর্ণঃ পৃথক পশ্চাত তেষাং বংশে জগতঃ॥
(উৎকোল খণ্ড, ৩৮ অধ্যাযঃ, ৪৪ প্লাক্ক)

“প্রস্নঃ, হৃষ্টির প্রারম্ভে অত্র ব্রাহ্মণাদেরই স্থান করিয়া
ছিলেন। তৎপরে পৃথক পৃথক সমস্ত বর্ণ তাহাদিগেরই বংশে
উৎপন্ন হইয়াছে।”
স্বতরাং—
তথাৎ বর্ণশীর্ষে জাতিবর্ণঃ সংস্ক্রেতে তথ্য বিকার এব।
এবং সাম যজ্ঞোরুপে মুগেবা বিভিন্নেকো নিষ্কো নেবু হৃষ্টঃ॥
(মহাভারত, শাস্তিপুর্ক, ৬০ অধ্যাযঃ, ৪৭ প্লাক্ক)

যখন কৃত্তির প্রতূতি বর্ণান্ত ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে,
তখন ঐ তিন বর্ণ, ব্রাহ্মণের জাতিবর্ণ। তত্ত নিঃস্ত করিতে হইলে
ঙ্কু, ঙ্ঙু ও সামবেদের প্রচার নিমিত্ত, প্রথমে ব্রাহ্মণেরই হৃষ্ট
হইয়াছে।

একবর্ণমিশ্র পূর্বক বিভ্রাস্তী যুধিষ্ঠিরো।
কর্মক্রিয়া বিশেষে চ চতুর্বর্ণ প্রতিষ্ঠিতঃ॥

“হে যুধিষ্ঠির ! পূর্বে এই জগৎ কেন বর্ণ বা জাতিভেদ ছিল
চতুর্ভুজ বিভাগঃ

না। সকলে এক জাতীয় ছিল। পরে কর্ষ ও শূণ্যের বিশেষ নিবন্ধন একই মানব প্রাক্তন, ক্ষেত্র, বৈষ্ণব ও শুদ্ধ, এই বর্ণ চতুষ্টঙ্গে বিভক্ত হয়েন।

আদেশ কৃত্যগুলো বর্ণে নৃতাঙ্গ হংস ইতি শ্রবণ।

কৃত্যক্রমঃ এক্ষণে জাত্যা তথ্যাৎ কৃত যুগে বিচ্ছ।

"পূর্বে সত্যযুগে কোন বর্ণ বা জাতিভেদ ছিল না, সকল মানবই 'হংস' বলিয়া প্রথমান্ত ছিলেন। মানব জাতি দ্বারা যে কৃত্যতা হইত, তাই উদ্ধ যুগের নাম কৃত্যবৃত্তি ছিল।

এই জগতে বোধ হয় শ্রেষ্ঠ মানবগণের পদবী হইয়াছিল পয়মাণে।

বায়ুপূর্ণ বলিতেছেন,—

নির্ধিষ্ঠেষ্টঃ কৃতে সর্বকারুপায়ঃ শীল চতুষ্টৈতঃ।
অব্যহতি পূর্বকঃ রূপি প্রাকনাং জায়তে সত্যমূ।
অপরূপতি কৃত্যগুলি কর্মণো গুঁত পাপরোঃ।
বর্ণাত্মক ব্যবস্থায় ন তদারসনূ ন সংসমূ।
অনিচ্ছালভূতাঃ কৃত্যস্তঃ পরম্পরে।
তুল্যকর্মায় সর্বাঃ অধ্যেতাম সর্বজ্ঞতা॥
বর্ণান্ত প্রথিতাঙ্গ্যামাং সঙ্গোবক্তি। (৮ অঃ)

"সত্যযুগে লোকের রূপ, শুণ্য, পরস্পরে ও চেটা এক ছিল।
কেহই রুদ্ধি খাটাইয়া কিছু করিতে পারিতেন না। সকলেই যুদ্ধলজ্জ ফল মূল ও আম মাংসাদি খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন।
পাপ ও পুণ্যকার্য কাহাকে বল তাহা তীহারা জানিতেন না।
তখন বর্ণ বা জাতি বা বর্ষাপঞ্চক কথাও অজাত ছিল। কেহ ইচ্ছা
করিয়া না মতবাদী অটিয়া কোন কার্যা করিতেন না। পরম্পরেব
চতুর্ভুর্ণ বিভাগ।

মধ্যে হিংসা দেখা ছিল না। সকলেরই রূপ ও আয়ু সমান ছিল। এ ছোট, এ বড়, একে কোন ভেদাভেদ ছিল না। পরে ভেতায়গে ( পরবর্তী সময়ে,) শুরু ও কষ্টের বিভক্তশতং চতুর্ভুর্ণ প্রতি স্থাপিত হয়।” তাহাতেই একই মানব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্ত্রীর প্রথম অবস্থায় যখন মানবব্য সংখ্যায় অতি অল্প, যখন জীবিকার জন্ম হইত তখন স্ত্রী ছিল না, হিংসা দেখা লোভ যখন মানবকে সংস্কার করিতে পারে নাই, যখন সত্যসারী সরল মানব কেবল স্বভাবজাত ফল মূলাহারে পরিপূর্ণ হইত, মানবের সেই স্থায় শাস্তির যুগে সমাজ বন্ধনের কোনও প্রয়োজন হয় নাই। স্তরাঙ্গ তাহাদের মধ্যে উচ্চ নীচ ক্রমে শ্রেণী বা বর্ধিতভাগের তাক্ষণ ছিল না। যখন প্রথম আর্য্যগণ হিমালয়ের ভূষার শিঘর পরিপূর্ণ করিয়া ভারতের সমানতাতে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাদের ( ব্রাহ্মণ ও বিজ্ঞ কথিত একজাতীয় আর্য্যগণের ) মধ্যে যাহারা রাজ্যসৌরব্য হইয়া রাজা বিশ্বার, বলবীর্য সঞ্চার ও সাম্ভিক বেদন্ততাগণের রক্ষা বিধানে অগ্রসর হইলেন, তাহারাই শেষে “ক্ষত্রিয়” উপাধি লাভ করিলেন। এবং বা বীর্যাঙ্গ রক্ষা পরিপূর্ণ। তাহি পূর্ণে ক্ষত্রিয়ের রক্ষা নির্দিষ্ট হইয়াছে। বাহ্য কার্যাঙ্গ ক্ষত্রিয়ের মূখ্য কার্য্য, তাহী ক্ষত্রিয় বা রাজকুমার বিরুদ্ধে প্রতি সুরক্ষার বাহ্য বা বাহ্য বলিয়া কলিত হইয়াছেন।” যথা—

কামভূত প্রিয়তীক্ষাং ক্রোধনাং প্রিয় সাহসাং।
ত্যক্ত স্বর্দ্ধুরাক্ষনে দ্বিজাং ক্ষত্রিয়া গতাং।

( মহাভারত, শাস্ত্রিকর্মণ, ৬৮ পুঃখায় )
চতুর্দশ বিভাগ।

“যে সমুদ্র ছিল বা ব্রহ্মণ রঙ্গোং প্রভাবে কামকাঙ্কে শ্রেষ্ঠ, ক্রোধ-পরাক্য, সাহসী ও বিকাঙ্ক্ষী হইয়া স্বধর্ষ ভাগ করিয়াছিলেন, তাহারই সত্ত্ব ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন।”

অন্তর্গত ধ্রুবম সংগ্রামে সর্বসমুদ্রে।
আরম্ভে নিক্ষিত হেন স বিপ্লবে ক্ষত্রিয় উচ্চত। 368

(অত্রিসংহিত)।

“যিনি সন্ত্রস্তম সর্বসমুদ্রে আরম্ভ সন্ত্রস্তম ধ্রুবিদিগকে অন্তর্গত অহত ও পরাজিত করেন, সেই ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় সংগ্রামে।”

শৌর্য্য বীর্য ধৃতি ভ্রাত্রাজ্ঞ ক্ষত্রিয় মন্ত্র মন্ত্র।
গ্রন্থিত্ব প্রাপ্ত সত্ত্বে ক্ষত্রিয় লক্ষ্যে।

(শ্রীমদ্ভগবত)

ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি হইতেছে৷—

শৌর্য্য জ্ঞেয়ে ধৃতি ক্ষত্রিয় যুদ্ধেচাপ্তাপপালায়নন।
দানমীল্ল ভাবন ক্ষত্রিয় কর্ম স্বভাববাজ।
প্রজানাং রক্ষণ দানমজ্জ্যাধ্যায়ন মেবচ।
বিষয়স্ত প্রস্তু চ ক্ষত্রিয় সমাসতঃ॥

(মহুসংহিত)।

(ষ্টম্ভ ভগবান) ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে প্রজাপালন, দান, অধ্যায়ন,
যজ্ঞ, মালাচ্ছন্ন, স্বাতন্ত্র, এই কয়েকটি নির্দিষ্ট করিলেন।
ক্ষত্রিয়ের সেবক কর্ম বেদাধ্যায়ন সঙ্গতঃ।
দানদান রতিবক্তি সং চ ক্ষত্রিয় উক্তত।

(শহাবতর, শাস্তিপর্ব)।

“যিনি প্রাঙ্কাঙ্কাণাপ কার্যা করেন, বেদাধ্যায়ন করেন, ধনদান ও
কর্ম প্রাঙ্গণ, রক্ষণ, তাহাকে ক্ষত্রিয় বলা যায়।”
চতুর্কর্ণ বিভাগ।

তাহার পর বৈষ্ণ। “ঈর্ষিয়ের ব্রাহ্মণ গাঠে স্পষ্ট বোধ হইবে, যাহার ক্ষুদ্র, গোরক্ষ, সজ্জল ধন ও ধাতের উপায় সর্বনা চিহ্নিত, তাহারাই বৈষ্ণ বলিয়া পরিগণিত হইল।” ফলতঃ ব্রাহ্মণ, কৃত্রিম ও শূণ্যগণের হৃদ শাস্তির জন্ম যাহারা কৃত্রিমার শশ্বার্থে উৎপন্ন করিতেন, পরাক্রান্ত পালন করিতেন, ধন দ্বারা রাজার অভাবের পুরনে চেষ্টা করিতেন, তাহারা তাহাদের স্মতি সম্পর্কেই বৈষ্ণ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

শ্রুতিপুরাণের পূর্বভাগে ৮ম অধ্যায় বৈষ্ণবর্ণের স্বরূপ এইরূপ লিখিত হইয়াছে ;-—

“যাহারা কৃত্রিমগণের আশ্রয়ে নির্ভরশীল হইয়া কেবলমাত্র স্বর্গভুতেরা ব্রহ্ম বিদ্যমান, এইরূপ চিহ্নিত দিনপাত করিতেন, তাহার ব্রাহ্মণ; তাহাদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত হর্ষবল, বৈষ্ণব কর্ষে নিযুক্ত, রূপকরূপে যাহারা অনিশ্চিত উৎপাদন (?) করিত এবং তুমি সহস্রে যাহারা কার্যকারী হইয়াছিল, তাহারাই বৃত্তি সাধ্য ক্ষুদ্র বৈষ্ণ। বৈষ্ণব রঞ্জ ও তথাবুহুর একত্র সংযোগ অর্থাৎ কৃত্রিম ও শূণ্য উভয়ের ভাব বিদ্যমান। বৈষ্ণবের আদান অবলম্বন কৃষি। শত পরিপক্ষ হইলেই তাহদের শীঘ্রাভিঃ ও কামনা পূর্ণ হয়। এইরূপ পরিপক্ষ শতের রূপ পীতবর্ণই হিন্দুশাস্ত্রে বৈষ্ণব লক্ষণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রুতিপুরাণে দেখা যায়—গুণকর্ণামুদারে ব্রাহ্মণের মধ্যে হইতেই বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হয়। বৈষ্ণব জীবিকার হেতু রূপি আদি, উরুই তাহাদের আদান অবলম্বন, সেই অন্তর্গত বৈষ্ণব বিরুদ্ধ-পুরনের উদ্দেশ্যাত এইরূপ কল্পিত হইয়াছিল।”

, ।
চতুর্ভর্ণ বিভাগ।

স্থানঃ—
গোভোরুদ্ধিণ্ড সমাকালে পীতাম কৃষিগীরবিশ্ব।
স্বরমুলাত্মকতা তে বিভাগ বৈশ্বলতা গতাম।

(মহাভারত, শান্তিপুর, ১৮৮ অধ্যায় )

“ব্রাহ্মণ সাধারণ নামধারী যে অর্থগুণ গোপালনরূপী অবলম্বন
করিয়াছিলেন, কৃষিজীবী হইয়া স্বরমুল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,
তাহারাই পীতবর্ণ বৈশ্ব হইয়াছিলেন।”

কৃষিকর্মরতো যশ গতায় প্রতিতপলকঃ।
বাণিজ্য ব্যবসায়শ্র স বিপ্রো বৈশ্ব উচ্চতে॥ ৩৬৯

(অত্রসংহিতা)।

“যে বিপ্র কৃষিকার্য্য-রত্ন, গো-প্রতিমালক, বাণিজ্য ও বাবসা
তঃপর, তিনি বৈশ্ব বলিয়া উক্ত হন।”

বৈশ্বের লক্ষণ হইতেছেনঃ—
দেবগুর্ভস্তেত অক্কাতিবর্গ পরিপূর্ণঃ।
আত্মিকা যুদ্ধমোচিতাং ননুপাত বৈশ্বলক্ষণঃ॥

( শ্রীমদ্বদ্বারবত )

রুক্তিঃ—
কৃষি গোরক্ষ বাণিজ্য বৈশ্বকর্ম শুভাভাবন।

(শ্রীমদ্বদ্বাবদ্বতীতা )

“কৃষিজীবী, গোপালক ও বাণিজ্য ব্যবসায়ী অর্থা সম্পদায়
বৈশ্ব বলিয়া উক্ত হইয়াছে।”

পশুনাং রক্ষও দাসমিজ্বাহিয়ন মেব চ।
বাণিকপথং কৃষিদান্ত্ব বৈশ্বলত কৃষিলেব চ। ৯০

(মহুসংহিতা, প্রথম অধ্যায়)।
চতুর্ভর্ণ বিভাগ।

“বৈশ্বণের পক্ষে পণ্ডিতানন্দ, দান, যজ্ঞ, অধ্যায়ন, বাণিজ্য, কৃষিকর্ম, কৃষ্ণিয়াধ্যায়ন—এই কয়েকটি কার্য নির্দেশিত।”
বিশ্বতাত পণ্ডিতানন্দ কৃষ্ণাদান রতি: শুচিঃ।
বেদাধ্যায়ন সম্পন্ন: স বৈশ্ব ইতি সঙ্কিতঃ॥ ২৬
( শান্তিপর্ক, মহাভারত )

“বেদ অধ্যায়ন, পণ্ডিতানন্দ, কৃষ্ণ ধনোপাধ্যায়, শোচনাচার সম্পন্ন হওয়া বৈশ্বের লক্ষণ।”

বৈশ্বের করিণীর আরও কন্ধিপদ বিধি উদ্ধৃত হইতেছেঃ—
শ্রাঙ্গণে তপস্যানাং তপঃ ক্ষত্র রক্ষণঃ।
বৈশ্ব তু তপস্বার্থী তপঃ শুদ্ধস্য সৈবনা॥ ৩২৬ ৮
( মহা, ১১ অধ্যায় )

“শ্রাঙ্গণের তপস্যা জ্ঞান, কৃত্যায়ের তপস্যা প্রজাপালন, বৈশ্বের তপস্যা কৃষ্ণ-বাণিজ্য এবং শূদ্রের তপস্যা পরিষ্কার।”

বৈশ্বেদ কৃত-সংক্রাম কৃষ্ণাবর পরিগ্রহঃ।
বার্তায়ান্তি নিত্যেয়ুক্তঃ স্তাং পশুনাঙ্খিল রক্ষণ।॥ ৩২৬
( গী, ৯ অধ্যায় )

“বৈশ্বেদ উপলব্ধি হইয়া দ্বারা পরিগ্রহ করতঃ কৃষ্ণকার্য সম্পাদনের্নার্থে পণ্ডিতানন্দ নিযুক্ত থাকিবেন।”

ন চ বৈশ্বায় কামঃ স্তান্স রক্ষণঃ পশুনিতি।
বৈশ্বে চেচ্চিতি নাভেন রক্ষিতব্যঃ কথঞ্চ॥ ৩২৮
( গী, ৯ অধ্যায় )

“বৈশ্বেরা কখনও পণ্ডিতানন্দ হেয় কর্ম বিচেচনা করিয়ে না, যেহেতু সমর্থবান্ন বৈশ্ব থাকিতে পণ্ডিতানন্দ অন্যের অধিকার

নাই।”
চতুর্দশ বিভাগ।

শিশুমুখ প্রবালান্ত লোহাণ তাহীত চ।
গৌরাঙ্গ রামান্ত চিন্তাদর্শ বলাবল। ৩২৯
(মহু, ৯ অধ্যায়)

“বৈচিত্র, মণি, মুক্তা, প্রবাল, লোহাণ, বসন্ত, গৌরীর্দ্য, লবণাদির মূলক নির্ণয় করিয়া দিবে।”

বীজনাযুক্ত বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে গৌরী চ।
মানবোম জানীরাত্তা লা যোগাংশ সর্বণ্ড। ৩৩০
(ঐ, ৯ অধ্যায়)

“উহারা বীজ ও ক্ষেত্রে দোষগুণন্ত এবং পরিমাপক হইবে, তুলামুখ পরিমাণ ইহাদিতেও অভিজ্ঞ হইবে।”

সারাসারিশ ভাঙ্গান্ত দেশান্ত গৌরীগুণ।
লাভান্তরঃ প্যাকাং পশুনাগ পরিবর্তন। ৩৩১
(ঐ, ৯ অধ্যায়)

“বস্ত্র গৌরীগুণ, দেশের গৌরীগুণ, পল্লী জ্যোতির লাভান্ত এবং কি প্রকারে গৌরীন করিলে পত্ত রুদ্ধি হয়, এ সমস্ত বিষয়েও অভিজ্ঞ হইবে।”

ভূত্যান্তরঃ ভূতিভিন্ন বিদ্যাভাঙ্গ বিবিধা নৃপ।
ধর্মান্ত হৃদয় যোগাংশ ক্রম বিক্রম মেশেচ। ৩৩২
(ঐ, ৯ অধ্যায়)

“দেশকল বিবেচনায় ভূতান্তরের হৃদয় নির্ণয়, বহুভাঙ্গ এবং কোন হৃদয়ে কোন হৃদয় রাথিতে হয় এবং কোথায় ক্রম বিক্রম করিলে অধিক লাভ হইবে, এ সকল বিদ্যাতে পার্থক হইবে।”

ধর্মেন্দ্র চ হৃদয় বৃত্তান্তিরেন বজ্র মুক্তম।
ধর্মেন্দ্র সর্বত্র তানমমেবাভিত্তি মুক্তন। ৩৩৩
(ঐ, ৯ অধ্যায়)
চতুর্বর্ণ বিভাগ ।

“যথাধর্ষ মতে রূপ্তি লইয়া ধন রাজ্য এবং সমক্ষ যারের সহিত সকল প্রাপ্ত ক্ষুণ্ণ শর্ষিদি দান হইতে উৎকৃষ্ট যে অর্পণান তাহা করিবে।”

অপিচ—

শস্ত্রামৃত্তিক ক্ষত্রত্ত বশিষ্কু পশ্চিম রূপদর্শন ॥ ৭৯

( মহী, ১০ অধ্যায় )

“ক্ষত্রিয়ের বৃত্তার্থে শাস্ত্র, অম্বু এবং পল্পালন, বৈশ্যের জীবিকা-কার্যে বাণিজ্য, পণ্ডিতালন এবং কূবিকার্য্য আর ধর্মার্থে অধ্যায়, যথ এবং দান, এই তিনটি জানিবে।”

বেদাভাসো ব্রাহ্মণস্ত ক্ষত্রিয়স্ত চ রক্ষণ ॥

বার্ষ। কর্ষিত বৈশ্নব বিশিষ্টানি স্বকর্ষণ ॥৮০

( এই, ১০ অধ্যায় )

“ব্রাহ্মণের প্রশস্ত কার্য্য বেদাভাস, ক্ষত্রিয়ের প্রজার্থ, বৈশ্যের বাণিজ্যাদি কার্য্যা জানিবে।”

এক্ষণে ব্রাহ্মণের কথা—

সন্ধ্যাং সং জ্ঞাং হোমং দেবতি নিতায়পূজনম ॥

অতিষ্ঠিং বৈশ্ব দেবঃ দেব ব্রাহ্মণ উচ্চাতে ॥ ৩৬৫

শাকে পাত্র ফলে মূলে বনবাসে সন্ধ্য রতঃ ॥

নিরতোহহরস্ত্রে রাখ্যে স বিগ্রো মুলিকচাটে ॥ ৩৬৬

বেদাভাস পাঠে নিতায় সর্বসঙ্গ পরিবারে ॥

সাধ্যা গবিবিচারস্ত্রে স বিগ্রো দ্বিজ উচ্চাতে ॥ ৩৬৭

( অতিষ্ঠিতা )

“ধিমি প্রতিদিন সন্ধ্যা, তপস্যাং, হোম, দেবপূজা, অতিষ্ঠিতা এবং বৈশ্ব করেন, তাহাতে “দেব” ব্রাহ্মণ কহে (এই সকল ধর্য-
চতুর্কর্ণ বিভাগ।

কর্তা ব্রাহ্মণ, দেব-সংক্ষেপ। শাক পত্র ফলমুলভোজী বনবাসী এবং নিতা-প্রাদ্ধরত হুমি। বলিয়া কীর্তিত হইলেন। বিশ্ব প্রতাহ বেদান্তালী, সর্বসঞ্জ তার্কী, সাংখ্য এবং বোধের তাংপর্যচ্ছানে তৎপর, সেই ব্রাহ্মণ “ব্রজ” নামে অভিহিত হইলেন।”

ব্রাহ্মণের লক্ষণ—

শমোদম্পত্তি শৌচ সন্তোষ কান্তিরাজ্যং।
ক্ষান্ত দয়াচূড়ায়ুক্ত সত্যং ব্রহ্মলক্ষণং ॥
(শ্রীমন্ত্বগবত)

শোচচ্ছাস্তমণ্ডলঃ শৌচ কান্তিরাজ্যবেদে চ।
ক্ষান্ত বিভাজন কান্তিকাঙ্গ ব্রহ্মচর্য শ্রবণং ॥
(শ্রীমন্ত্বগবলীত)

অধ্যায়নমধ্যযানং যজ্ঞঃ যাজ্ঞন্ত যথা।
দানং প্রতিশয়ঃ যজ্ঞন্ত নামকরণং ॥ ৮৮
(১ম অ, মন্ত্রসংহিতা)

জাতকর্ষ্যঃ দিতির্ভর্ণ সংকারৈঃ সংক্ষিপ্তো শুঁচি।
বেদাধ্যয়ন সম্পর্কঃ বৃহস্তকর্ষ্যবহৃত্তঃ ॥ ২২
শৌচচারতর্কতঃ সম্যগ্যাং বিষয়াশ্চ গুরুপ্রিযঃ।
নিত্যাতোতো সত্যায়ঃ স বে ব্রাহ্মণ উচ্চেত ॥ ২৩
সত্যং দানমথান্দ্রোহ মনুসংজ্ঞস্ত্রোপী যুগ।
তপস্ম দৃষ্টোতে যত স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥ ২৪
(শান্তিপুর্ব, মহাভারত, ভূগু-ভরত্রাজ সংবাদ)

“জাতকর্ষ্যঃ প্রভুতি সংকারী দায়া যে ব্যক্তি সংক্ষিপ্ত ও শুধু, বেদাধ্যয়ন সংক্ষালন, যষ্টি কর্ষ্যশালী (সন্ধ্যা বননা জপ হোম দেবপূজা অতিথি-সংকার এই ছয়টা অথবা যজ্ঞ-যাজ্ঞন অধ্যায়ন অধ্যায়ন
চতুর্ভর্ণ বিভাগ।

সংপাদিতে দান ও সংগ্রহের এই ছয়টি হটকর্ণ বলে শোচচারস্ত, দেবড়ি ভঙ্গী, গুল্পক্রিয়া, নিত্যব্রতপ্রণাল, সহানিষ্ঠা, সেই শ্বাস। সত্য, দান, অর্থোহ, অনুশংসটা, লজ্জা (কুকার্যে করিতে
লজ্জা ) ধৃতা ( নিদর্শীর কর্মে ধৃতা ) ও তপস্তা যাহাতে দেখিবে, 
তাহাকেই ব্রাহ্মণ জানিবে।”

সর্বশেষে শুদ্রের কথা—

ঈহারা সকলে শীতাত্বে মৃত্যুকুর দর্শন, শক্তিমান্যমূল্যহীন, 
ণুক্ষে অপার্গ ও অনির্ভুত, অর্থ উপার্জনে, ব্যবসা বাণিজ্যে অক্ষম।
ঈহার আর কি করিবে, উল্লিখিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ব নামধারী 
বিজাতি বলিয়া অভিহিত অর্থ্যগণের পরিচ্ছয্যা ও সেবকারী 
নিযুক্ত হইল। ঈহারের লক্ষণ এইরূপ লেখা হইয়াছেঃ—

হিংসানুর্গত প্রিয়োলজা সর্বকর্ষপচর্জীবিনঃ।
কুক্ষা: শোচ পরিলক্ষিতে দ্বিজাং শূদ্রতাঃ পাতং॥
( মহাভারত, শাস্তিপুরী, ভূষণ ভর্ত্তান্ত সংবাদ )

লাভানবসংশিবাসু কুমান্ত্র ক্ষীর সর্পিলান।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিগ্যঃ শূদ্র উচ্চতে॥ ৩৭০
( অতিসংহিতা )

ব্রাহ্মণ নামে সাধারণতঃ অভিহিত অর্থ্যগণের মধ্যে ধাহার।
তমোগণ প্রভাবে হিংসাপরত্ন, লজ্জ, সর্বকর্ষপচর্জীবি, কুক্ষণ, 
নিধানাদী ও শোচভঙ্ঝ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহারাই শূদ্র শাস্ত্র 
হইয়াছেন।

যে লাঞ্ছা, লবণ, কুম্ভক্ত, ছুড়, ঘৃত, মধু বা মাংস বিক্রয় 
করে, সেই ব্রাহ্মণ কথিত অর্থ্য শূদ্র বলিয়া নিদিষ্ট।

৩
চতুর্ভর্ণ বিভাগ।

সর্বভক্ষ্য রতিনির্মাণম সর্বকর্ম করোঁ কন্দিঞ।
তত্ত্ববোধন চায় স ত শুদ্ধ ইতি শুধু ম।

অর্থাৎ যিনি অপবিত্ত, ধারায় ধাতাধাতের বিচার নাই, জীবিকা
নির্বাহের ব্যবসায়েরও বিচার নাই, বেদ পরিত্যাগ করিয়াছেন,
এবং আচার্যবত্ত হইয়াছেন, তাহাতে শুদ্ধ বলা যায়।

পরিচাল্যামক কর্ম শুদ্ধতাপি সভাবজম।
( ভগবদগীতা )

শুদ্ধ তমঃগুণ প্রধান, অলস, নিরক্ষ্যাত এবং অঞ্জন, স্বতরাং
দাসের না ধারায় ধাতাধাতবিক কর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল। বিজ্ঞানের
পদদেশাই শুদ্ধের মূল্য ধর্ম, তাই শুদ্ধ বিদ্বান পুরুষের পাদজ বলিয়া
করিত হইয়াছে।

এই প্রকারে গুণকর্ম আচরণ চরিত্র ব্যবসায় অনর্গানে একই
আর্থিক ধীরে ধীরে ব্যাধিত করিয়া দৈহিক ও শুদ্ধ এই চারি শ্রেণীতে,
পরে চারি জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িল। ছিল এক জাতি, হইল
চারি জাতি।

ইত্যাদিতে কর্মভিবাদ্য বিজ্ঞায় বর্ণাশ্রম গতাং।
ধর্মসংক্ষেত ক্রিয়া তেষাং নিঃত্য ন প্রতিষেধে ইতি। ১৪
ইত্যাদিতে চতুর্দশ বর্ণ যেষাং ব্রাহ্মণ সরস্বতী।
বিখিতা ব্রাহ্মণ পূর্ণঃ লোভাতে জানতাং গতাং। ১৫
( মহা, শা, প, ১৮৮ অধ্যায় )

“ব্রাহ্মণের এই প্রকার কার্য দ্বারা পৃথক্কু পৃথক্কু বর্ণ লাভ
করিয়াছেন ; তথাপি সকল বর্ণেরই নিঃসরণ ও নিঃসরণ অধিকার
আছে। পূর্বে ব্রাহ্মণ ধাতাধাতে ক্ষেত্রপুর্বক বেদন্ত, ব্যাক্যে।
চতুর্ভুজন বিভাগ।

অধিকার দিয়াছিলেন, তাহারাই লোভ হেতু শূন্য গ্রাহ্য হইয়াছেন।"

এ সমস্তে শোকে জীবন মৃত্যু মুক্তির এমন এ পি আর এম কোন রাজ্যের অধুনা অধুনা এই রূপ লিখিয়াছেন:—

"কৃষ্ণ বলিয়াছেন—'আমি কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদে প্রথা প্রবর্তিত করি নাই। অর্থাৎ এমন কোন সময় হয় নাই, যখন আমি সমস্ত হিন্দুদেরকে একত্রিত করিয়া কতকগুলিকে ব্রাহ্মণ, কতকগুলিকে কুশ্চিঃ প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলাম। তবে আমি হিন্দুসমাজে যে শক্তি নিষিদ্ধ করিয়াছিলাম, সেই শক্তি প্রভাবেই, কালসহকারে সমাজ মধ্যে চারিটি বর্ণের জন্য হইয়াছিল। * * * কালসহকারে হিন্দুসমাজের কলেজে আরো জন্মদিন পরিকল্পিত হইলে হিন্দুগণ যাত্রাবিহীন নিয়ম বলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা অবলম্বন করিয়া। জীবনীবিহীন করিয়া লাগিলেন। কিন্তু ঐ সমস্ত ব্যবসার মধ্যে যে গুলি অর্থকর, অনেকেই সেই পথে যাইতে লাগিলেন। এইরূপে সমাজস্বরূপ ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা অবলম্বন করিয়া লাগিলেন। অর্থাৎ ততদিন কৃষ্ণকালে আর্যগণের হিয়া থাকে, ততদিন সকলেই স্বভাব হইল, আবার অধিক লোকে স্বভাব হইলে উভাতে লাভ অধিক থাকে না। তখন আবার কৃষ্ণকালের মধ্যে কতকগুলি লোক বাণিজ্যে ব্যবসা অবলম্বন করে। এইরূপে মুক্তিবর্জ্য সময় কৃষ্ণকালের বিনাশ হইলে কে কৃষ্ণকাল করিবে তাহার নিজস্ব হইয়া না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা শ্রেণীবদ্ধ না থাকাতে এইরূপ নানাবিধ অন্তর্বিধা ঘটে। * * * হিন্দুসমাজেও বোধ হয়, অনেকাং এই রূপে এক শ্রেণীর উন্নতি ও অপর শ্রেণীর অবনতি
চতুর্ভর্ণ বিভাগ।

হইয়াছিল। বহুবার এরূপে বহু প্রকার অঙ্কিত ভোগ করিয়া হিন্দুসমাজ দেখিল যে, শ্রীল ও জাতির স্পষ্ট নির্দেশ ও সীমানা থাকিলে, সকল শ্রীলেরই অবনতি ও অঙ্কিত হয়। এজন্য সকলের সম্পর্কে সর্বপ্রকার শ্রীর মধ্যে অঙ্কিত ও অঙ্কিতাঙ্ক অন্ত সমানরূপে বন্টন করিয়া দিয়া সমাজ মধ্যে চতুর্ভর্ণের প্রচার করা হইয়াছিল।

প্রথমে রাজ্য। ইহার অঙ্কিত কি কি? শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, সকলের নিকট পূজা ও সমাবেশী গ্রহণ; শাক্ত পাঠে অধিকার। ইহার অঙ্কিত কি কি? অহরহঃ মানসিক পরিশ্রম, দারিদ্র, সাংসারিক ও শারীরিক সকল প্রকার স্থায়িত্ব বিক্রিয়া; একবেলা ভোজন, পঞ্চাশের পর অর্ঘ্যবাস।

তাহার পর ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের অঙ্কিত কি কি? রাজাভোগ, ঐশ্বর্য্যা, বিলাস, শাক্তে অধিকার। ক্ষত্রিয়ের অঙ্কিত কি কি? সর্বনা আপনার আশঙ্কা, রাজকার্যের জন্য সর্বনা মর্যাদা পরিচালনা ও চিন্তা, পঞ্চাশের পর অর্ঘ্যবাস।

তাহার পর বৈশ্ব। বৈশ্বের অঙ্কিত কি কি? ঐশ্বর্য্য, বিলাস, শাক্তে অধিকার। ইহার অঙ্কিত কি কি? পরিবারব্যাপি ব্যক্তি হইতে সর্বনা দুরে অবস্থান, পঞ্চাশের পর অর্ঘ্যবাস।

শেষ শূদ্র। শূদ্রের অঙ্কিত কি কি? নির্ভরবান, আলাদা সম্পন্ন ভাবারাহিতা; চিরকাল গৃহস্থাশ্রমের অধিকার, মানসিক শ্রদ্ধা। ক্ষত্রিয়ে ও বৈশ্বের জীবনে নানা বিধি জ্ঞানন্বয়। সম্পত্তি। ক্ষত্রিয় যুদ্ধে পরাজিত হইতে পারেন, বৈশ্ব বালিকায় ক্ষতি প্রাপ্ত হইতে পারেন; কিন্তু শূদ্রের জীবনে এরূপ হুঙ্কাই একবেলেই অসম্ভব। শূদ্র চিরকাল পরিবারবর্গের মধ্যে অবস্থান করিতে
চতুর্ভূজ বিভাগ ।

পারেন। শুধুর অন্ত্রিধারা কি কি? দায়িত্ব, অত্যন্ত সেবা, শান্তিরিক পরিশ্রম।

** "কৃষ্ণ বলিতেছেন— 'মনুষ্যের মন্থহত্তঃ ত্রিশাখান্তক।
সেই তিনটি গুণের নাম সত্য রজঃ ও তমঃ। দয়া, মমতা,
পরাপকার প্রভূতি কার্য্য, সম্ভূগঠণ গুণ। পরম্বুচ, পরাপকার
প্রভূতি দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন, রজোগুণের ফল। হিংসা, লোভ,
ক্রোধ প্রভূতি কার্য্য তমোগুণের ফল। সত্যগুণ লোক সকল
পরাপকারের জন্য সর্বাধিক স্বাভাবিক বিভাজন করে। রজোগুণ
লোকসকল সত্যগুণ বা অসত্যগুণ দ্বারা আত্মারতির প্রয়াস পান।
তমোগুণে লোকসকল অসত্যগুণ দ্বারা আত্মারতির প্রয়াস পাইয়া
থাকেন। সত্যগুণের কার্য্যমালা পুণ্যময়। রজোগুণের কার্য্যমালা
কখনও পুণ্যময় কখনও পপদার। কলঙ্কিত। তমোগুণের
কার্য্যমালা পপদার। কলঙ্কিত। এই তিন গুণের মধ্যে সত্যগুণ ও
তমোগুণ একত্র অবস্থান করিতে পারে না। আলোক ও অলোক,
পপ ও পুণ্য, পরাপকার ও পরাপকার একত্র থাকিতে পারে না।
পুরোহিত তিনটি স্বাভাবিক গুণ সম্বন্ধে মনুষ্যদিগের প্রধানতঃ
নিম্নলিখিত কয়েকটি শেষীতে বিভক্ত কর। যাইতে পারে।

প্রথমতঃ,—বাহাদুরের মধ্যে সত্যগুণ প্রধান। ইহাদের রজঃ ও
তমঃ থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, বাহাদুরের মধ্যে রজঃ প্রধান। ইহাদের মধ্যে আবার ছইটি শেষী থাকিতে পারে, বাহাদুরের মনে রজোগুণ অধিক পরিমাণে ও সত্যগুণ অর্ধ
পরিমাণে কার্য্য করে এবং বাহাদুরের মনে রজোগুণ অধিক পরিমাণে
ও তমোগুণ অল্প পরিমাণে কার্য্য করে। এতদ্ভিন্ন অন্য কতকগুলি
লোক আছেন, বাহাদুরের মনে তমোগুণ প্রধান। ইহাদের মনে।
চতুর্ভুজন বিভাগ।

স্মৃত্ত ও রজোগুণ থাকিতে পারে না। এইজুপে মন্ত্রযাদিগকে ( শুধু হিন্দুজাতিকে নয় ) চারিটি এধান শেষীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা সত্ত্বগুণ, সত্ত্ব-রজোগুণ, রজস্ত্র্যগুণ ও তমঃ এধান। এই চারি প্রকারের লোকে স্বভাবতঃ চারি প্রকারের কার্য্য বা ব্যবসা অবলম্বন করিবে। সত্ত্বগুণে ব্যস্তগণ স্বভাবতঃ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষ, সমাধান, শ্রবণ প্রভৃতি গুণে বিমূঢ় হইয়া জন্ম, যাজ্ঞ, অধ্যায়ন, দান, গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যে আপনা দিগকে ব্যাপৃত করিবে। যাহারা সত্ত্বভঙ্গ এধান তাহারা সৌর্য্যাকারে বীর্য্যাকারে বিভূষিত হইয়া এণ্ডারকার, যজ্ঞ, দান, অধ্যায়ন প্রভৃতি কার্য্যে আপনাদিগকে নিয়ুক্ত রাখিবে। যাহারা রজস্ত্র্যভঙ্গ এধান, তাহারা বুদ্ধি, বিবেচনা, অধ্যায়ন, তীক্ষ্ণতার গুণে বিমূঢ় হইয়া কুঠি ব্যিঞ্জ্যাকারে কার্য্য অবলম্বন করিবে। আর যাহারা তমঃ এধান, তাহারা ক্রোধ, ত্বরা, লোভ প্রভৃতি স্বভাবের হীনতাবশতঃ অন্ধ সকল ব্যবসায় অবলম্বনে অসমর্থ হইয়া অন্ধের প্রভূতে থাকিবে। এইজুপে মন্ত্রযাগণ ভিন্ন ভিন্ন গুণ দ্বারা ভূগোলিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কর্মের অবলম্বন করিবে। এবং ভিন্ন ভিন্ন কর্মে নিয়ুক্ত থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে অন্তরনিবিষ্ট হইবে। যাহারা সত্ত্বগুণে প্রবাহ, তাহারা প্রাণায়ম বলিয়া খাত্ত হইবেন; যাহারা সত্ত্বভঙ্গ এধান তাহারা ক্ষত্রিয়, যাহারা রজস্ত্র্যগুণ এধান তাহারা বৈশ্বক, এবং যাহারা তমঃ এধান তাহারা শুদ্ধ হইবেন।”

( গীতাতরঙ্গ। )

ভাষা ভাষা স্ত্রীর চতুর্ভুজন বিভক্ত হওয়া সথতে অনেক শ্রদ্ধাপ্রদ আচার্য-প্রবর শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ, মহোদয় এইরূপ লিখিয়াছেন।—
চতুর্ভর্ণ বিভাগ।

"* * * এখন একবার কলনাতে তৎকালীন আর্থা সমাজের অবস্থার চিত্রিত করিবার চেষ্টা করল। একদিকে দেখুন, একদল দীর্ঘকালি, ঘোষণা, উপর নাসিকা বিশিষ্ট বিদেশী লোক আসিয়া পড়েনু উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন পূর্বক বাহবলে পরাজিত দেশে যে দেশ করিয়া আপনাদের আম জনপদ প্রভূতি নির্মাণ করিতেছেন, কুই বাণিজ্যের আয়োজন করিতেছেন, অর্থনৈতিক নিঃশেষ করিয়া মনোহর কৃষিক্ষেত্র নকল বিষ্ণুর করিতেছেন, উপনিবেশের অন্যতম অর্থনৈতিক সকলে মূল্যাঙ্গন পর্যালোচনা করিতেছেন এবং আপনাদের যজ্ঞাঞ্চল প্রকাশিত করিয়া তাহাতে কোমকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, আর একদিকে দেখুন, পরাজিত আদিবাসী অধিবাসিগণ পর্যালোচনা করিয়া নির্দেশ তাহাদের উপর উপদ্রব করিতেছে। আর্থেরা যাহাতে বিরক্ত হইতেন, এই সকল অস্বাভাবিক দশ্য তাহাই করিতেছে। আর্থেরা ইহাদিগকে আমামাসভোজী বলিয়া ঘৃণা করেন, স্বতরাং ইহারা হৃদয়ের করিয়া তাহাদের যজ্ঞাঞ্চলে আমামাস প্রত্যক্ষ বর্ষণ করিতেছে; হঠাৎ বনান্তস্তর হইতে নির্গত হইয়া তাহাদের রমণীধিগতে পথে পাইলে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। আপনারা প্রাচীন যে সকল পৌরাণিক কথাতে ঋষিদিগের উপর রাক্ষসদিগের উপদ্রবের বিবরণ শুনিতে পান, তাহাতে এই সকল উপদ্রবেরই শাস্ত্র প্রাপ্ত হওয়ায়। তাহা হইল, যখন প্রতিনিধিত্ব দশ্যাগণের উপদ্রব চলিতে লাগিল, এবং তাহাদের ভয়ে স্থা শান্তিতে শ্রমের অন্ন ভোগ করা। আর্থিকগণের পক্ষে হৃদয়া পড়িল, তখন আর্থিকগণের আমরকার্য্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করা। আকাশ হইল। তাহারা লোক বাণিজ্য আপনাদের গ্রাম ও জনপদ সকলের প্রাপ্ত-
চতুর্থবর্ণ বিভাগ।

তাগে স্থাপন করিলেন। ইহারা সশস্ত্র হইয়া দলে দলে সীর বিশিষ্ট মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ইহারাই ক্রমে ক্ষত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ক্ষত্র শব্দের অর্থ, যাহারা ক্ষত্র হইতে রক্ষা করে। এই অর্থের সহিত বর্ণিত ঘটনার চমৎকার সৌন্দৰ্য্য লক্ষিত হইতেছে। এই করণাগ আদিতে অবিভক্ত আর্য্যসমাজের অঙ্গীভূত ছিলেন; তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্র প্রাপ্তি প্রেরণ ছিল না। কন্ঠভেদ বশতঃ এই সকল প্রেরণ উৎপন্ন হইল। পূর্বে একমাত্র জাতি ছিল, তাহা হইতে ক্ষত্র প্রাপ্তি উৎপন্ন হইল।”

বেদান্ত বলিয়াছেন—

“রাক্ষ বা ইদমগুলো আসিং একমব, তোমাকে সৎ নুহেন্দ্র।
তত্ত্ব যোগাপন অত্যন্ত করত।” অগ্রে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিল। ঐ জাতি একাকী বৃদ্ধি পাইয়া হইল না—মহারাজ সেই শ্রেষ্ঠ (ব্রাহ্মণ) ক্ষত্রকে স্থান করিলেন। * * * এখন এই হইতে পারে, অবিভক্ত আর্য্যগণ কি করিতে লাগিলেন। তাহাদের মধ্যে কিন্তু লোক একটি গুরুতর কার্যে নিযুক্ত হইতে লাগিল।

সে কার্যটি কি? আপনারা প্রত্যেক রাত্রিতে যে, যে সময় বেদের প্রাচীন মন্ত সকল রচিত হইয়াছিল, এ সময় ঐ সকল মন্ত্র কণ্ঠস্থল রাধিতে হইত। আর্য্যেরা তখন ভারতবর্ষে অবস্থিত করেন, তাহার পূর্ববধুই তাহাদের মধ্যে সৌন্দর্য ও অমর উপাসনা প্রাপ্তি প্রচলিত ছিল। * * * অতি প্রাচীন কাল হইতে অধিক উপাসনায় নামিত ও তদর্থ রচিত মন্ত্র সকল দৃষ্টি গোচর হয়। আর্য্যেরা তখন অভ্যন্ত গিরিমণ্ডিত বহুমন্ত্রপূর্ণ এই উপাসনা প্রচলিত হইল। তখন এখানকার প্রকৃতির গদ্যাদি ও মনোহর ভাষা সকল সমাধান করিল। তাহাদের চিত্তে কবিতাশক্তির
চতুর্থবর্গ বিভাগ। 33

সমধিক আবির্ভাব হইতে লাগিল। যখন তাহারা উঠাকালে নবোদিত স্থায়ের তরল কিরণচূড়া ধরা আধুনিক নীলাকাশ দেখিতে লাগিলেন, যখন নিদাবরের প্রথম তাপের পর প্রতীক কালের নব মেঘমালার ঘন নীলিমা প্রতাপ করিলেন, যখন গিরিপৃষ্ঠ হইতে অবতরিত সমুম্বন্ধে কল্পনাবিশিষ্ট জলরাশী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন তাহাদের বৃদ্ধ-সাগরে অপূর্ব ভাব-তরঙ্গ সকল উত্থিত হইতে লাগিল এবং মনের পর মন্দসকল রচিত হইতে লাগিল। * * * যাহা হউক আর্য্যগণ পুণ্যারণ্য ভারত-ক্ষেত্রে যখন তাহাদের ধর্মাবলম্বনে ঐবৃহত্ত্ব হইলেন, তখন তাহাদের মন্ত্র সকলের সংখ্যা দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল। এই সময় বর্ণমালার স্তৃতি হয় নাই। সত্যরাত এক শ্রেণীর লোককে যথ সহকারে এই সকল মন্ত্র অভ্যাস করিয়া রাখিতে হইত। ঈহারা বালাকাল হইতে ঐ সকল মন্ত্র কঠিন করিতেন। যষ্ঠভাগে ঐ সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোমকার্যের সহায়তা করিতেন। বর্ধমান সময়ে আপনায় পল্লীগামে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহায়তা দেখিয়া থাকিবেন, ঈহারা বর্ণনাভিহিত, সংস্কৃত ভাষা বিন্দু-বিসর্গ জানেন না—অথচ ঈহারা দশকর্মাবিন্ধ, অর্থাৎ গৃহস্থের গৃহে যে সকল নিতা-নৈবিদ্যিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়—তাহার সমুদয় প্রক্রিয়া ঈহারা কঠিন করিয়া রাখিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া পিতৃশ্রেষ্ঠ কিরূপে করিতে হয়। ক্রমে ঈহারা শাস্ত্রের মন্ত্র সকল অনর্গল বলিয়া জানিবেন; ‘নধুরাত প্রভাতে’ প্রতুতি মন্ত্র সকল পাঠ করিতে আরস্ত করিবেন। শুধু হইক অন্তকার হউক, যেসম্ব শিখিয়াছেন, অবিকল আরস্ত করিতে পারিবেন। বর্ধমান হিন্দু-সমাজের ধর্মাবলম্বনের সাহায্যের জন্য যেমন এক শ্রেণীর দশ-কর্মাবিন্ধ লোক দৃষ্টি হয়,
চতুর্দশ বিভাগ।

প্রাচীন আর্থ-সমাজেও বেদ-মন্ত্র সকলের বক্তা ও শিক্ষার নিম্ন এক শ্রেণীর লোক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইহারাই উত্তর কালে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ব্রাহ্মণ শরঞ্জ বুঝতে পারিলে অর্থ—যিনি ব্রাহ্মণের জ্ঞান বা ধারণ করেন; অথবা বেদমন্ত্র ধারায় ধারণ করেন,——তাইহারাই ব্রাহ্মণ।

এইভাবে যখন প্রাচীন আর্থ-সমাজের একাক্ষ সমাজ হইয়া সমাজরক্ষা করে জীবন হইলেন——এবং অপরাগাম বেদমন্ত্র সকল শিক্ষা ও শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, তখন সমাজের অপর সকল লোক—ইহাদের সংখ্যা সুরক্ষাকে বেশী ছিল—কৃতি, বাণিজ্য প্রভৃতি নিযুক্ত হইয়া অর্থপ্রদানের রীতি হইলেন। অর্থ ইহারা বিশ শক্তি উত্তর হইয়াছেন। বর্তমান বাঙ্গালী ভাষাতে “সাধারণ” এই শব্দ ব্যবহার করিলে যেভাবে অর্থ বৃদ্ধি হয়, বেদমন্ত্র সকলে “বিশ” শব্দে সাধে পাকা অর্থ। বিশ অর্থ প্রাগাড় এই কারণে “বিশাপ্তি” শব্দের অর্থ রাখা, যিনি প্রজাদিগের প্রভু।

দেখা যায় যে কেবল অপরিহার্য কারণে আদিম আর্থ-সমাজ মধ্যে চারি প্রকার জাতির হস্তক্ষেপ হয়। প্রথম যখন ভীত ভীত শ্রেণী ভীত ভীত কার্যের তার গ্রহণ করিলেন, তখন জাতিতত্ত্বের বর্তমান চিহ্ননকল কিছুই বিদ্যমান ছিল না। অর্থাং বর্তমান সময়ে জাতিতত্ত্বের যে তিনটি প্রদান ব্যাপার দৃষ্ট হয়, যথা—( ১ম ) নিয়ম জাতীয়দিগের অধিকাংশ গ্রাহণ নিরোধ, ( ২য় ) ভিন ভিন বর্গের মধ্যে বিবাহ সম্পর্কিত নিরোধ, ( ৩য় ) জাতির প্রভো অনুমান ব্যাবসায়িক বিষয়ের ভিন্নতা; আদিম আর্থ-সমাজে এই সকল চিহ্নের কোনটিই লক্ষিত হয় না। এগুলি প্রবল দলালদিলি ও বৈর ভাবের ফলস্বরূপ, স্বতরাং এগুলি সামাজিক নিয়মের পরিনিঃসরিত হইতে অনেক
চতুর্দশ বিভাগ।

শতাব্দী লাগিয়া ছিল। বরং শাস্ত্রে এমন দুর্বি দুর্বি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, বর্তমান সময়ে জাতি যেমন জয়লভ, শুদ্ধ-কর্মজগত নয়, পূর্বে তাহা ছিল না। উৎকৃষ্ট বর্ণের হীন বর্ণের প্রাপ্তি এবং হীন বর্ণের উত্তম বর্ণের প্রাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। (১)

"এখন একটি কথা আপনারা শ্রবণ করুন। বর্তমান সময়ে সভাসমাজে সাধারণ শিক্ষায় যেমন রীতি দৃঢ় হয়, আদিম আর্য্যসমাজে তাহা কখনই ছিল না। অর্থাৎ এখন যেমন একটি বিদ্যালয়ে তুমি আমি দশ জন আপনার অন্যান্য শিক্ষক আমাদের সত্তাদিগকে প্রশ্ন করিতে পারি, দশ দিক হইতে শত শত বালক বালিকা আসিয়া রূপালির শিক্ষা করিতে পারে, পার্থিয়াল সমাজে এরূপ বিশাল ছিল না। তখন বিদ্যালয় দিগকে গুরুকুলে বাস করিতে হইত। গুরুদিগের প্রতিক কঠোর শাসন ছিল, তাহারা ভুতি বা বেতন প্রাপ্ত হইতে পারিতেন না, পরন্তু শিক্ষণকে অস্তর স্বাধীন করিতে হইত। শিক্ষণ গুরুদের বাস ও গুরুদের পরিচারের নিয়োগ হইয়া দিনাতিমক করিতেন। বিশেষ তখন বর্তমান সময়ের মত এখানে প্রাপ্ত হীন ছিল না; মুদ্রায় না থাকিতে অতি কষ্টে অনেক পরিশ্রম সহকারে বিদ্যালয় দিগকে শিখাইতে হইত; স্ত্রীরাং বৃত্তম গুরুর সংখ্যা অধিক হইত না। যে সকল বৃত্তম বাক্তি শাহিদবিশারদ বলিয়া প্রতিষ্ঠাবান হইতেন, ভবন্দুর হইতে শিক্ষণ আকৃষ্ট হইয়া সেখানে আসিয়া বাস করিত। এইরূপ অবস্থায় যাহার যে বিদ্যা ছিল, তাহার নিজ বংশীয় বালকদিগকে শৈশব অবস্থা হইতেই শিখিতেন।

(১) ইহার প্রাপ্তি, উদাহরন ও বিবরণ বিবরণ মনোনিত "আতিকের" অঙ্গের তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।
চতুর্দশ বিভাগ।

দেওয়াই আত্মসংগতি। মানুষ যে বিষয়ে প্রতিষ্ঠা বা গৌরব লাভ করে, তাহার নিজ বংশে রক্ষা করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও উদিত হয়। এই সকল কারণেই দেখিতে পাই, এদেশে সকল শাসন বিভাগে কৌশল হইয়া যায়। এখানে নৈতিকতার ছেলে নৈতিকতা, জ্ঞানের ছেলে জ্ঞান, দেওয়ানের ছেলে দেওয়ান, বৈদেহের ছেলে বৈদেহ। যিনি যখন যে বিষয়ে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনিই তাহার নিজ বংশধরদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

"আপনারা এই বিষয়টি জ্ঞান রাখিলেই, কি রূপে বর্তমান জাতিভেদের প্রাথমিক সৃষ্টি হইল, তাহার বুঝিতে পারিবেন। যাহারা সমস্ত হইয়া দেশ রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন, তাহারা যুদ্ধ বিষয়ে যে নিপুণতা লাভ করিলেন, তাহারা তাহাদের বংশগুলিরা থাকিল। যাহারা বেদনা সকল রক্ষা ও শিক্ষা করিতে লাগিলেন, সেই কার্য তাহাদের কৌশল কার্য হইল। যাহারা কৃতি ও বাণিজ্যাদিতে আলোচ্য হইলেন, তাহারা আপন আপন সত্যাদিগকে উত্তর বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এখন কি আপনাদিগকে দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, যে বিষয় এ প্রকার কৌশল হয়, লোকে সর্বদাই বাদ্যপূর্বক তাহাকে রক্ষা করিতে থাকে ও তত্ত্বপরিচয় অপেক্ষা সহজে অধিকার স্থাপন করিতে দেয় না? (১)

(১) বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ তিল, মানববিদ্যা, সাহায্য, সম্বন্ধিত তত্ত্ববিদ্যা বেশেন করিয়া, বিবিধতা, কৃতিত্ব ও শূন্যকে বিশিষ্ট করিতে পারিলে, আপনাদের বিপুল ঐতিহ্য, অতুলনা, যুদ্ধের উপর গীতায় যে বহু ব্যােক্তিতত্ত্ব আরোপ করিয়া, প্রেরণ করিয়া থাকেন, প্রাচীন ব্যাপ্তির বলে শাস্ত্রের পুরুষাঙ্গনের অধিক সকলকে বংশন করিয়া না দিয়া। বংশপুর্বক ভাবে আপনারাই সেগুলো
চতুর্বর্ণ বিভাগ।

আপনারাই সমাজস্বরূপ অতিদিন হাজার হাজার অকার প্রাণ প্রাপ্ত হইতেছেন, স্বতরাং এই কথার প্রমাণ দিবার জন্য আর ব্যতীত অপেক্ষাজন নাই। যখন বেদ-মন্ত্রকক্ষর আপনাদের কর্তন জন্য গৌরব ও স্পর্শ করিতে লাগিলেন এবং দেশরক্ষক ক্ষত্রিয় কাণ্ডের গৌরব ঘোষণা করিতে লাগিলেন, তখন অরে অরে প্রতিকূলিত ও বিদ্রোহ তাহার স্তূ হইল এবং ক্রমে ক্রমে বর্ধমান কাঠিন নিয়ম সকল দেখা দিল।”

বেদে ধিরাট পুরুষের মুখ বাণ হইতে ত্রাক্ষাদি
চতুর্বর্ণের উৎপত্তি বিবরণ।

“জগতের সমুদয় এগুহের মধ্যে আদিপ্রথে বেদ—ধৈর্ঘ্য তথ্যে আদিতনে। এই ধৈর্ঘ্য সমুদয় হই একটি কথা বলা অবশ্যক।
এই ধৈর্ঘ্য কতকগুলি মন্ত্রের সমষ্টি। এই মন্ত্রের অধিকাংশ এমন সময়ে রচিত হইয়াছিল, যখন বর্ণমালার জন্য হইল, এবং লিথিওর অথা প্রবর্তিত হয় নাই। তখন এই মন্ত্র মুখে

করিতে আসিতেছেন। এইরূপ কারণেই মূলেক বেদ বেলা অধি পায়তি পুজাজনা হইতে বক্তা করা হইতেছে। ধনবান্ধব, ধূম ও সাধারণগণের ক্ষতিয় যে মন্ত্র করিত্র ব্রাহ্মণেকা সৌর যুগ অধিকার ও ধন সম্পত্তি হইতে খোর কৰ্মপরের মত বক্ত করিতেছেন, ব্রাহ্মণগণও ঠিক তদ্বপূর্ব তাহাদিগকে আপনাদের একাধি সম্পত্ত বেদ-বিগ্রহ হইতে বক্ত করিয়াছেন। প্রতিশাহার পরাধী সাধৰণ মায়ের পক্ষ ইহা অজাজ্ঞায়িক নহে। অপরদিগের অধিকার বিদে যাহারা নারাজ, হাহারা অধিকার লাভের কিছুমাত্র যোগ না হই। বিদের চূড়ামণি অধিকার বিদে যাহারা সম্মত না হই, তাহারই আন্তঃ ব্রাহ্মণগণের অধিকার না দেওয়ার সত্তা দায়ী করিত্র করিয়াছেন। কি আহেলিক ই।
চতুর্ভর্ণ বিভাগ।

মুখে রচিত হইয়া মুখে মুখে শেখা হইত, এবং মুখে মুখে বিচরণ করিত। লোকে ইহার মুখে, উহার মুখে, তাহার মুখে মন্ত্রগুলি সর্বদা শ্রবণ করিত, এবং জ্ঞানপূর্বক স্বরণ করিয়া রাখিত।
এই জ্ঞান বেদের নাম, শাস্ত্রের নাম শ্রবণ শ্রুতি হইয়াছিল। তৎপরে বর্ণমালার স্থাপত পরে, সময়ে সময়ে এক একজন পণ্ডিত উদ্যোগী হইয়া শ্রুতি হইতে ও লোকমুখ হইতে সংগ্রহ পুর্বক বর্ণিত বিষয় অধ্যায় তাহাদিগকে মণ্ডল, অধ্যায়,শ্রুতি প্রভৃতিতে বিভাগ করিয়া একাকারে নিবেদন করিয়া গিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিত বেদব্যাস নামে উত্তর হইয়াছেন। এই ওহেদের কোন একটি স্তুতি পাঠ করিতে গেলেই শেখিতে পাই, সর্বাঙ্গেই অমুক ওয়ি, অমূল ছন্দ, অমূল (মন্ত্রের লক্ষীভূত আরাধ্য) দেবতা প্রভৃতি নিদেশ করা হইয়াছে। ইহার তাংপর্য এই, সংগ্রহকৃত সংগ্রহ করিবার সময় যে শ্রবণ যে মনের রচনিত। বলিয়া গণিতে হইতে, সেই মনের অর্থে সেই নাম নিদেশ করিয়া গিয়াছেন। ওহেদের স্তুতি সংখ্যা মোট ১০২৮ এবং থেকে সংখ্যা ১০৪২২ (মন্ত্রের ১০৪০২)।

বে স্তুতির মধ্যে জ্ঞাতিতের উপাধিতের কিছু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম পুরুষত্ত্ব। এই স্তুতিতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, দেবগণ এক আশ্চর্য প্রকৃতির ত্র্যত বলি দিয়াছিলেন।

তথ্য যজ্ঞ সর্বোচ্চঃ শ্রোত্সাহনি জ্ঞাতিতে। ছন্দাংশি জ্ঞাতিরে তথ্য যজ্ঞস্রাদজাত। তথ্যাদিষ্ক আচার্য যে কে চোরোধ-দত্ত। গানোঞ্জাতিরে তথ্যাঙ্জাতি অচার্য। * * *

অর্থ—"সর্বোচ্চ যজ্ঞ হইতে খাক সকল ও সামু সকল জ্ঞানগ্রহণ করিন। তাহা হইতে ছন্দ অর্থাৎ বেদ সকল ও জ্ঞানোদের উৎপত্তি।
চতুর্বর্ণ বিভাগ। । ৩৯

হইল। তাহা হইতে অথে সকল ও হই পাঠী দক্ষিণিত অপর সকল প্রাণী এবং গো, মেষ, অজ প্রভৃতি উৎপন্ন হইল। (১)

তথ যজ্ঞ বর্ধিষ পৌছন পূর্বং জাতমগ্রতঃ
তেন দেবা অরুণত সাধ্যা শচ ধ্বংসচ যে।
ধৎ পূর্বম বদধু কতিপা বাসিলন
মুখ্য সিদ্ধে কোন বাহু কা উপাদা উচ্চেতে॥

অর্থাৎ যিনি সকলের অগ্রে জনিয়াছিলেন, সেই পূর্বকে জন্মের পশ্চাতে সেই বিষ্ণুতে পূজা দেওয়া হইল। দেবতারা,
সাধারণ এবং খ্রিস্টি উহা দ্বারা যজ্ঞ করিলেন।

সেই জন্মের পূর্বকে খণ্ড খণ্ড করিয়া করিতে খণ্ডে বিভক্ত
করা হইয়াছিল। উহার মুখ কি হইল, হই হইল, হই উড়, হই
চরণ কি হইল।

উত্তর খ্রুপ বলা হইতেছে:—

“প্রকাশে হৃষেন গুরুমাতাত বাহু রাজস্ব রূপঃ।
উর তথা যথাশঃ পাদ্যাং শুদ্ধোং মায়াত।”

(অষ্টে ১২১০১৮)

১০ম মণ্ডল, ৯০ শ্রুতের ১২শ ধাক।

ইহার মুখ প্রকাশণ হইল, হই বাহু রাজস্ব হইল, বাহু উড় ছিল,
তাহা বৈশ্ব হইল, হই চরণ হইতে শুদ্ধ হইল। ইহাই প্রকাশণ
ধর্মের বা জাতিভেদের মূল ভিত্তি। এই কথার উপরই রেষ্ণগুলো
লোক দেহাই দিতেছেন। এক্ষেত্রে এই শ্রুতের একটি আলোচনা
করা গাওক। এই শ্রুতের ছায়া পরবর্তী সংহিতা ও পুরাণাদিতে
প্রতিফলিত হইয়াছে, এবং ক্রমে তাহা হইতেই “প্রাকাশ মুখ বাহু

(১) পাঠক স্বয়মে শিবনাথ শাস্ত্রী এন্ড, এ, অন্ত্য বক্তা “জাতিভেদে” ।
উকু পাদ হইতে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণে” উৎপত্তির ভাস্ত্ত ধারণার অলীক করলা লোকের মনে বদলমূল হইয়া গিয়াছে। যদি আমরা নানাবিধ যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে পারি যে, এই শ্রুতি ঋষিদের নহে, পরবর্তী সময়ে রচিত এবং ঋষিদে প্রক্ষিপ্ত, তাহা হইলে তাহার (এই প্রক্ষিপ্ত লোককে) অবলম্বন করিয়া পরবর্তীকালে যে সমস্ত পুরাণ ও সংহিতাভিত্তিক উচ্চতর বা রচিত হইয়াছে, সে পুলিং বিদ্যাকী ও অসার বলিয়া গৃহীত হইবে।

প্রশ্নমতঃ—দেখা যাইক যদি করিলেন কাহারা? লেখা আছে—

ধিকিন যজ্ঞ করিলেন। এই ধিকিন অসিলেন কোথা হইতে? ব্রাহ্মণ ধিকিন তখন জয়গঠনই করেন নাই—পরে মুখ হইতে জন্মগঠন করিলেন মাত্র।

পঞ্চমতঃ—“বিশ্বনিয়ন্ত্র ভগবানকেই বলিহার করার অনুগত ঐ স্থান ভিনি ঋষিদের অন্তর কোথাও নাই। ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের অহ্যভ। যুক্তি সাহেব লিখিয়াছেন:—“বলি-প্রথাতে অতিশয় বিস্তৃতি লাভ করিলেই বর্তমান করলা সত্য হয়, নতুন নহে। এই বলি-প্রথার অনুমোদক ক্রিয়াকলাপ সম্ভব যাহার সম্পূর্ণ অতিক্রম ঋষি ভক্তি বিখ্যাত আছে, যিনি এই প্রথার পবিত্রতা এবং সমুদ্র বিখ্যাতি খাঁকেন, শুধু সেইক্ল পুরোহিত করিতে করলা করিতে পারেন যে, পরমপূর্ব পরের খ্যাতিকেও বর্তমান দেখা যাইতে পারে। অন্তরের পক্ষে এরূপ করলা ধর্ম-বিগতিত।” (১)

চতুর্থ তত্ত্বঃ—খাদ্যে ক্ষুদ্র প্রথার প্রথম তথায় বিশেষ তাবে লিখিত রহিয়াছে।

(১) অন্যান্য মুইর’s Sanskrit Texts—Vol. V.
চতুর্দশটি বিভাগ । 81

আর্থিক আচার, নীতি, ব্যবহার, বিখ্যাত অভ্যস্ততার ছাত্র ভূতি বর্ণনা আছে। প্রাচীন আর্থিক আচার নীতি, ব্রাহ্মণদের পরামর্শ, বিবাহ পরামর্শ, ক্ষতিদু ধর্মাচার, জ্যোতিষ, আর্থিক অভ্যস্ততা শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, অনার্থ কর্মাচারের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ, ক্ষেত্রে লাঞ্চল দেওয়ার কথা, সোমরাজ প্রস্তুতের উপায় অভ্যাস্ত যাবতীয় বিষয়ের বিষয়কে বর্ণনা রহিয়াছে। কিন্তু এই জাতিভেদের কথাই তুমি ভাবে সিদ্ধিত হয় নাই—ইহাও কি সত্য? একটি ঐক মাত্র অভি সামান্য করেক কথায় উহার উল্লেখ দূঃখ হয় মাত্র।

চতুর্দশঃ—"পরবর্তী সংস্কৃত ভাষায় যে বর্ণ শব্দ জন্মগ্রহণ জাতি অর্থ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহ। ধর্মনির্দেশ আর্থিক ও অন্যান্যের (গৌর ও রক্ষণ) বিভিন্ন শারীরিক বর্ণ (রং) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।" (১)

পঞ্চমঃ—"ধর্মনির্দেশ রচনাকারের অনেক পার্থে এই অংশ রচিত হইয়া ধর্মনির্দেশের ভিতর প্রকৃত হইয়াছে, ধর্মনির্দেশ অন্য কোন অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষতিগৃহ, বৈষ্ণব, শূদ্র, এই চারিজাতির উল্লেখ নাই। অন্যান্য পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ধর্মনির্দেশের ভাষার আধুনিক সংস্কৃত উত্তর প্রাচীন ভাষা দেখিলে নহে উহার আধুনিক সংস্কৃত। ধর্মনির্দেশের অভ্যাস মঞ্জুলির ভাষা আধুনিক সংস্কৃতের মত নহে। তাহা অভিলাষ কথার এবং তাহার ব্যাখ্যায় ব্যক্তি; স্বধূ ব্যাখ্যায় ব্যক্তি নহে, ছন্দ ও আবার অভ্যাসু।" (২)

ভাষা ও শব্দসমূহ বিভিন্ন জাতির পরম্পর সমান্তরাল নির্দ্বন্ধ হইয়া থাকে। এই ভাষার সাহায্যেই ইউরোপীয় সভা জাতিগণের সহিত স্বপ্রাচীন আর্থিক জাতিগণের সম্বন্ধ অনুমিত হইতেছে।

(১) ধর্মনির্দেশ ভাষায় সম্পাদিত ধর্মনির্দেশ—সংস্কৃত ।
(২) ধর্মনির্দেশ ভাষায় সম্পাদিত ধর্মনির্দেশ—সংস্কৃত।
চতুর্ভর্ণ বিভাগ।

প্রবণ করন—হাতদের প্রথম হস্তের সর্বপ্রথম ধাক্কা—অথিনসিলে পুরোহিত যজ্ঞস্ত দেবমৃদ্ধিঃ।
হেতারুৎ রজ্জাতমম।

আধুনিক সংস্কার গণিতের পক্ষে টীকাকারের সাহায্য বাতাতে এই মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করা। অতিশয় দৃঢ়হ। এইরূপ সমুদয় বৈদিক মন্ত্রের অর্থ গ্রহণই দৃঢ়হ। কি সন্দ্যামন্ত, কি গায়ত্রীমন্ত, কি মণ্ডল্যাদির মন্ত, সব মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করিতে এবং তাহার ভাষা, ছন্দের প্রভূতিতে গৃহস্থ। "বাণ্ডগোত্ত" গোলকের সহিত উহাদের তুলনা একে-রাণৈই চলে না।

ষষ্ঠি—ধরিয়া লইলাম ব্রাহ্মণদিদি জাতি চতুর্থ ব্রাহ্মর বিভিন্ন অন্যপ্রায় প্রতিক বর্ষে, কিন্তু তাহাতে একের সম্ভাব জাতি চতুর্থে পার্থক্য ঘটিতে কেন?

ভবিষ্য পুরাণ বলিতেছেনঃ—

বর্ধনঃ দূরকচন্দ্রপি ক্রিয়তে সর্বমানেনবঃ।
শূদ্র ব্রাহ্মণশূদ্র নাতি নাস্তি ভোগঃ কথকন।
শূদ্র ব্রাহ্মণরোংভেদো মৃগমানোপি স্মৃতঃ।
নেক্ষ্যতে সর্বধর্মেষু সংহতি ত্রিদেবতাপি ন।

ন ব্রাহ্মণশূদ্র মরীচি শূদ্রঃ, ন ক্ষত্রিয়ঃ কিংকত পুণ্যবং।
ন চাপি বৈশ্ব হরিতাল তুল্যাঃ, শূদ্রঃ ন চঙ্গার সমান বর্ণাঃ।
পাদপাদচরেত্রমূর্ত্তিবিশেষঃ, স্থূত্র হংসধেন চ ষোপিতেন।
স্কন্দ মাংসমেদোহী রৈঃ সমানাঃ, চতুর্ভূজন্তী কথঃ ভবন্তি কখন্তু।
বর্ণেবাব্দুখী গুর্ববাস বাক্যরূপি কর্মশক্তি জীবিতেন্তে।
বলির্গাময় ভেষজস্য ন বিষয়ে জাতিত্বেতে। বিশেষঃ।
চতুর্ভর্ণ বিভাগ।

স এক একাত্ত পতিঃ প্রজানাং কথঃ পুনর্জাতিতু কৃতঃ প্রভেদঃ।
প্রমাণ দৃষ্টান্ত নয় প্রবাদৈঃ, পরীক্ষামাত্রা বিনিময় যেতি॥
চতুর্ঘর একত্র পিতৃঃ স্ততাস্ত ভেষ্যঃ স্ততানাং খলুজাতিরেক।
এবঃ প্রজানাং হি পিতৈক এবঃ পিত্রেকভাবাঃ ন চ জাতিভেদঃ॥
ফলাভাস্বনাং মুক্তজাতেত্বঃ অধ্যাত্ম ভবানি যান।
বর্ণাকৃতি স্পর্শৈঃ সমানি, ভৌকোতা জাতেরিতি প্রচিত্তঃ॥
ব্রাহ্মণ—ভিবিষ্যপুরাণ।

পঞ্চভূবাদ—

“অসাধু চরিত কর্ষ করে সর্বজনে।
কোন ভেদ নাই তাই শুদ্ধ ও ব্রাহ্মণ॥
শুদ্ধ ব্রাহ্মণের ভেদ অভেদি’ যতনে।
দেবিভেদ না পান সর্ববর্ণে সৃষ্টিগণে॥
মূলিক সমান শুদ্ধ নহে বিজগণ।
ক্ষত্রিয় নহেন বর্হে কিংকুরক বরণ॥
হরিনাচ্ছ ক্রুঞ্জ বর্ণ নহে বৈকৃত্যগণ।
অধেরের সম নয় শুদ্ধের বরণ॥
গতিবিধি আদি আর ত্রমর্ণ কেশে।
সৃষ্টে সৃষ্টে শোণিত প্রবাহে আর রসে॥
মেদ অম্বি স্বক মাংসে সবাই অভিন।
কিসে তবে ভেষজগুর হয় চারী বর্ণ॥
দেহ পরিমাণ, গর্ভবাস ও বরণ।
বাক্যা বুদ্ধি আর কস্টেজীয় ও জীবন॥
বল আর ত্রি মার্গে ভেষজ আমায়।
জাতিগত ভেদে কৃতু বিভিন্ন না হয়॥
চতুর্বর্ণ বিভাগ ॥
একমাত্র স্ত্রীকর্তা এ তিন তুমিন ॥
জাতিগত ভেদ তবে হয় কি কারণে ॥
ধর্মে দৃষ্টান্ত নীতি প্রবাদের বলে ॥
না থাকে ভেদবাদ পরীক্ষা করিলে ॥
এক জনকের হয় চারিটা নদন ॥
সমজাতি তাহাদের সেই নিবন্ধন ॥
সকল প্রাকৃত পিতা একমাত্র তাই ॥
একই জনক বলিয়া জাতিভেদ নাই ॥
উদরে * ফল যথা অরুণ সব ॥
কিবা অগ্র কিবা মধ্য: কিবা মুলাত্ব ॥
বর্ণেরে স্পর্শবর্ণে নাহিক অন্তর ॥
তেমনি একতা সর্ব জাতির ভিতর ॥

"অতি সুন্দর কথা, পিতা এক, পুত্র চারিটা, ইহারা কি প্রকারে
এক না হইয়া ভিন্ন জাতি হইতে পারে ? ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদিতে কি
বর্ণ ও দেহাকৃতি কোন পার্থক্য আছে ? পিতা এক, স্ত্রীতাম
মায়ের জাতিও এক ভিন্ন হইয়া হইতে পারে না । তথাপি ধরিয়া
লইলাম কেহ যেন মুখ প্রত্য, কেহ বা যেন পদ প্রত্য । কিন্তু
মুরির গাছের গোড়ার আগার ডালে ও গুঞ্জিতে যে ফল হয়,
তাহার কি কোনটা আম কোনটা জাত ও কোনটা কাটাল বলিয়া
কথিত হইয়া থাকে ? উহাদের নাম কি এক মুরিরই নহে ? রস ও
শাদাদি একরূপ দেখা যায় না । তবে ভিন্ন একদেশ হইলেও
জাতি পৃথক হইতে কেন ? ফলতঃ, ইহা কেবল মূর্ধণকে ঢুলাই-
চতুর্বর্ণ বিভাগ।  ৫৫

বার জন্য বলা হইয়াছে। ঐশ্বরের নিকট ব্রাহ্মণ ও শুদ্ধ বলিয়া কোন ভেদ নাই ও থাকিতে পারে না।”

“ব্রাহ্মণের মুখাসীন” এই লক্ষ ও লক্ষ লইয়া বঙ্গেশ্ব বহু আলোচনা হইয়াছে। বহুবিধ বিভিন্ন পণ্ডিত ঐহার বহুবিধ বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎসমক্ষে নিজে কিছুটা উচ্চ করা গাইতেছে—

হিন্দুধর্মের মুখপত্রিকা সুবিভাষ্য “হিন্দুধর্মের” উত্তর লক্ষ সমক্ষে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যথা:—

পদ পাঠঃ। ব্রাহ্মণ। অস্ত। মুখ। আসিন। বাহ। রাজস্থান। কৃত্ত। উত্ত। তৎ। অস্ত। যৎ। বৈষ্ঠ। পন্ত্যান শুদ্ধ। অস্ত।

(১) ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ অর্থাৎ শমদমদি শুশ্রুষে মানসিক ব্যাখ্য।

(২) অস্ত—বিরাট পুরুষের।

(৩) মুখ—মুখ।

(৪) আসিন—হইয়াছিল অর্থাৎ বর্ণনা করা হইয়াছিল।

(৫) বাহ—বাহ্যর।

(৬) রাজস্থান—যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত রজঃপূর্ণ প্রধান মানব।

(৭) কৃত্তঃ—অর্থাৎ কল্পনা করা হইয়াছিল।

(৮) উত্ত—উত্তরী।

(৯) তৎ—তাহা, সেই।

(১০) অস্ত—আস্ত অর্থাৎ বিরাট পুরুষের।

(১১) যৎ—বাহার।

(১২) বৈষ্ঠঃ—কুশি বাণিজ্যাদি ব্যাপারে অর্থপূজন্মের নিযুক্ত, তথাঃ রঙ্গপূর্ণ প্রধান ব্যাখ্য।
চতুর্বর্ণ বিভাগ ।

(১৩) পাদাং—পদ্মর হইতে ।
(১৪) শূদ্রঃ—বেদ পরিভাষাগী তথাগুণেণ প্রধান বাক্য ।
(১৫) অজাতত —উৎপন্ন হইয়াছিল ।

অষ্টঃ । ব্রাহ্মণঃ অত পুরুষঃ মুখমানী ।
রাজঃ অত পুরুষঃ বাহুকৃতঃ কলিতঃ ।
বর্ধঃ তদা পুরুষঃ উক্ত কলিতঃ ।
শূদ্র পাদাং অজাতত ।
শূদ্রপাদরূপেণ কলিত ইত্যাদঃ ।

বঙ্গায়নাদ । ব্রাহ্মনকে এই পুরুষের মুখরূপে কলনা করা হইয়াছিল । ক্ষত্রিয়কে বাহুরূপে কলনা করা হইয়াছিল । বৈশ্ঙকে উরুপরূপে কলনা করা হইয়াছিল । শূদ্রকে পদরূপে কলনা করা হইয়াছিল ।

১১শ ছাড়ে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে—

যৎ পুরুষঃ বাহুঃ কতিক্ষা ব্যক্তযুন্ন ।
মূখঃ কিমতে কো বাহু কা উক্ত পাদা উচ্চতে ॥

১২শ ছাড়ে উত্তরের বলা হইতেছে—

ব্রাহ্মণোহস্ত। ইত্যাদি ।

ইহা বলা হইতেছে না বে,—মুখ ব্রাহ্মণ হইয়াছিল, কিন্তু বলা হইতেছে যে ব্রাহ্মণ মুখ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ এবং মুখের অন্তিয় কাল ধরিয়া লইলে, ব্রাহ্মণের অন্তিয় কাল পূর্বেই আইসে।

যেমন—যদি বলা যায় সর্ব অলংকার হইয়াছিল, তাহা হইলে যেমন সর্বের অন্তিয় পূর্বে এবং অলংকারের অন্তিয় পূর্বে স্থচিত হয়, তজ্জ্ব ব্রাহ্মণের মুখ হইয়াছিল বলিলে, ব্রাহ্মণের অন্তিয় পূর্বে এবং স্থূলের অন্তিয় পূর্বে স্থচিত হয় । মুদ্রাং ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়—
চতুর্বর্ণ বিভাগ।

মান হইতেছে যে—“ব্রাহ্মণাৎ মুখমানসিৎ” শব্দের অর্থ ইহা নয় যে—“ব্রাহ্মণ মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।” কিন্তু ইহার একাধিক অর্থ এই যে, ব্রাহ্মণকে মুখমূর্তি করা হইতেছে। বাহ দ্বিচেন এবং কৃত একবচন; স্ত্রীরং কুররে সহিত বাহ যোজনা হইতে পারে না, রাজারের সহিত উহার অর্থ হইবে। অর্থাৎ রাজারকে বাহ্যবর্তী করা হইয়াছিল। তৎপরে “উক্ত লোক যদ্যপি” ইহার অর্থ এই যে, বৈষ্ণবের উক্তি করা হইয়াছিল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণিয়, বৈশ্ব, পুরুষের মুখ, বাহ ও উক্তি করিত হইয়াছিল। কিন্তু যদিও শূদ্র সম্বন্ধে “গন্ধাং শূদ্রে অত্যায়” এই রূপ উল্লেখ আছে, তবুও পূর্ববর্তী তিনটির ভাষায় ইহাকে কলনন্দন মাত্র বলিয়াই গঠন করিতে হইবে।

এ সমূহে ভারতের অধিকৃত বৈদিক পণ্ডিত পুনঃপাদাস সামাজিক সম্প্রদায় লিখিয়াছেন—

“পূর্ব মন্ত্রে কোনু বস্তুই বা পাদবৃদ্ধরূপে কলত হইয়া থাকে, এই প্রথম গায়ক এবং এই মন্ত্রে আদিত্য মূলক্রমে ব্রাহ্মণদি জাতি-জয়ই মুখমূর্তি কর্ণীর পুষ্টোত্তর বাক্য, এই শেষ ভাগে অর্থাৎ পাদবৃদ্ধ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি এই অশ্চুতির হইতে ভাষায় দৃষ্টিবিদ্যায় ব্যাখ্যা করি। স্ত্রীরং শূদ্র জাতিতে তাহার পাদবৃদ্ধরূপে কলত হয় ইহাই প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইবে। এমনলৈ আরও বিবেচনা যে,—প্রথমে প্রথমই মোটামুটি প্রথম আছে,—বাহাকে পুরুষ বলিয়া বিধান হইল,—তিনি কি প্রকার করিত হয়েন, অর্থাৎ তিনিও বাস্তবিক শরীরী নহেন, তবে কবিরণ শরীরী, বলিয়া কলন। করেন মাত্র, স্ত্রীরং কোনু বস্তু হীরা কোনু অঙ্গ করিত হয়, ইহাই কিছুতে, ও এই প্রোথের উভয়ের অমুক বস্তু অমুকের সমস্ত নিষ্ঠুর স্বর্গে মৃত্যুযুক্ত হইয়া কলন।
চতুর্ভর্ণ বিভাগ।

কলনীয় ইহাই স্বস্তি উত্তর। অতএব ঈশ্বর শুলে এইরূপ অর্থ করাই কর্ষ্যা। ইহার স্বস্তি অর্থ—মানব সমাজকে একটি পুরূব কলন। করতঃ ব্রাহ্মণকে এই পুরূবের মুখ, কীর্তির রক্ষা, বৈষ্ঠাদি উপরে, শূদ্রাদি পদরূপে কলন। করা হইয়াছে। এবং এই-রূপ কলনা কলন উদ্দেশ্য এই যে—প্রাতিনকালে ব্রাহ্মণগণ বিশেষ জ্ঞানবান ছিলেন, এবং মূঢ় দ্বারা বেদপাঠ ও মন্ত্রাদি উদচারণ করিতেন, এ নিমিত্ত তাহাদিগকে সমাজে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে এবং বিবিধ পুরূবের উত্তমাঙ্গ মূখরূপে কলন। করা হইয়াছে। বাহুবলে যুদ্ধাদি সর্ববিধ কার্য্যা সম্পন্ন করা হয়—একারণ রজঃ-রক্ষক কীর্তিদৃষ্টিকে বিরাট পুরূবের বাহুরূপে কলন। করা হইয়াছে।

উক্ত যেমন শরীরের ভূত স্বরূপ—কূব্রি বাণিজ্য ব্যবসায়ী বৈষ্ঠাদিগণও তেমনি সমাজের ভূত স্বরূপ—প্রধান অবলম্বন—উক্তৈ তাহাদের সর্বপ্রধান অবলম্বন, একারণ তাহাদিগকে বিবিধ পুরূবের উক্ত-রূপে কলন। করা হইয়াছে। পদ যেমন শরীরের নিয়ম অঙ্গ, হীন-কর্মশূন্য শূন্যবন্ধনকে তেমনি বিরাটের পদরূপে নিগৃহীত বলি। কলন। করা হইয়াছে। এবিষয়ে শ্রীমৎ নির্মলানন্দ ভারতী মহোদয় বলেন যে—* * * "পুরূবস্থূল রূপে পরিপূর্ণ। "ব্রাহ্মণাক্ষণ" ইত্যাদি মধ্যে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যায়, উহার বিরাট পুরূবের বর্ণান্ত নহে, প্রজাপতির বর্ণান্ত নহে, রাষ্ট্র পুরূবের বর্ণান্ত নাই। সমাজের বর্ণান্ত ঐ খালের অর্থ। ব্রাহ্মণ তখনকার সমাজে মূখ, কীর্তির বাহু, বৈষ্ঠ উক্ত এবং শূদ্র পদ। জ্ঞান প্রকাশ ব্রাহ্মণের স্বতরাং ভূতভাবে সমাজ নীরব, বল কর্তৃলে তাহার না হইলে সমাজের কার্য্যা করিবার শক্তি লোপ পায়। কুব্রি স্বাত্বিক বৈষ্ঠ বল, তাহার না থাকিলে সমাজ যত উক্ত, জাড়াইতে

* * *
চতুর্বর্ণ বিভাগ। ৪৯

পারে না। পরিচর্যা। শুভ্র কার্যা, তাহানা না থাকিলে, সমাজের হৃদ পদ মুক্তি সবই অপরিমূল্য রূপ ত্যগ হইয়া বাইবার সম্ভবন। যাহার দ্বারা কাজ পাইতে হইবে, তাহার সেনা শুধুমাত্র চাই। এই ত গেল খেকের প্রকৃত অর্থ। এখন টীকাকার, ভাষ্কর বাহাই কেন বলেন না, এ খুব আধুনিক। সকলেই বাখা করিতে গোঁড়াদিল দিয়াছেন। বেদের বর্ণিত বিষয় পুরুষ জিনিষটা কি, এ বিষয় যাহার কিছুসাই জানেন আছে, তিনি অবশেষই বলিবেন, ব্রাহ্মণ জাতি বিরাট পুরুষের মুখ হইতে পারে না। কেননা ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি মানবের দারা যদি বিরাট মুর্তি করিত হয়, তবে স্ববাস, জমিদার, গ্রাম, পশু, নাগ, চক্ষু, মুখ, তন্ত্র, নদ, নদী, পাহাড়, পর্বত কাছার বাচ্চু বাইবে? অতএব ব্রাহ্মণ মুখপৃষ্ঠ করিত হইয়াছিলেন, এরূপ অর্থও দর্শনশাস্ত্র বিরুদ্ধ। বিরাট পুরুষের রূপে জন পুরুষে আছে, বেদান্তাদি দর্শনেও সমর্থিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ বিশিষ্ট ভারতীয় সমাজ হইতে বড় বিভিন্ন। ঐ মন্ত্র পুরুষ হতের অবদান নাই, উহা কোনাশ তে জাতিভেদের অমান্যকৃপে পুরুষভক্ত প্রকৃতি। নিরাটের সহিত উহার মূলক বসিতে গেলে, বিষয় নিরূপিত হইয়া দাঁড়াইবে। ঐ মন্ত্রের অর্থ যদি টীকাকারদিগের মনান্ত্রাদী হয়, তাহা হইলেও উহা অর্থতম মুখ দিয়া, হাত দিয়া। অপরুপ জানাইয়া পাঠিয়া প্রক্রিয়া প্রচার করা বেদের অনধিকার চর্চা বাচিত আর কিছুই নহে। জীব-শরীর-নির্মাণ প্রাণালী ৰ জগতের পূর্বতন অন্যা বিষয়ে ভারতীয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান এত তরলতা এরূপ নিহিত করিতে কষ্ট হয়।”

বিরাটের মধ্য বাহ হইতে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি—"...৫০।
চতুর্ভূর্ণ বিভাগ।

সম্প্রতি বিখ্যাত সমাজতন্ত্রে লেখক বহুবিধ গ্রন্থাগুলিতে পণ্ডিত—
পূর্বকাল ব্যস্ত মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেনঃ—“যাহা বিরাটের মুখ
তাহাই ব্রাহ্মণ, যাহা বাহ তাহাই ক্ষত্রিয়, যাহা উরু বা মধ্যভাগ
তাহাই বৈশ্ব, যাহা পাদ তাহাই শূদ্র। এসময় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
বৈশ্ব বা শূদ্র বলিতে এক একজন ব্যক্তি মাত্র নহে, সকলই সমষ্টি
অর্থে বুঝিতে হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব এবং শূদ্র—
যুক্ত লোক সমষ্টির কাৰ্য। যাহা ব্রন্ধার কারা, তাহা শূদ্র
অর্থাৎ জাতিতে নহে, শূদ্র অনার্থী জাতিতে নহে, সমস্ত লোক
মণ্ডলীতে যাহা আছে, তাহাই ব্রন্ধার কারা। ব্রন্ধ শূদ্র জাতি
দিশের অবশ্য নহেন; সর্বজাতিতে তিনি বিদ্যমান।”

বিরাট ব্রন্ধ কোন নির্দিষ্ট জাতিবিশেষে আবদ্ধ বা সীমাবদ্ধ
বলিলে বড়ই ভম করা হইবে। কোন না বিরাট অনন্ত—বিশ্ব-
ব্যাপত। সমগ্র বিশ্ব জীবনের মধ্যে নিহিত। বিরাট
ব্রন্ধ ছাড়া পদার্থের অন্তত্ব স্বীকার করিলে তাহার সর্বব্যাপিতে
ও অনন্তত্বে আধার লাগে। এইজন্য বিখ্যাত লেখক শ্রীরূপক
যোগেন্দ্রকুমার ঘোষ এমন, এ, মহাশয় বলেন—“আমাদের বেদে
আছে যে, বিরাট পুরূষ ব্রন্ধার মুখ বাহ উরু ও পাদ হইতে
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব ও শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণাদি
চতুর্ভূর্ণ ধর্মে ভারতবর্ষের বাহিরে নাই এবং বিরাট পুরুষের
মুখ হইতে পাদ পর্যালোকে যখন ভারতবর্ষের শেষ হইল, তখন আর
পৃথিবীর অপরাপর জাতির জন্য অন্য কোন অঙ্গ বাকী রহিল না।
এ যুক্তি নিতান্ত অসার, নিতান্ত ভ্রমসম্পন্ন।”

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, প্রাচীন আর্যগণ একত্র ও একজাতীয়
চিলন। “একত্র আসীন পুরুষ।” “আদিম কালে ( পরিচর্যা।)
চতুর্ভুজ বিভাগ।

রূপে, যাজন ও যুক্তিজীবিকা-ভেদজনক বর্ণবিচার বা বংশানুক্রমে পূর্বাহিত বা রাজার প্রথা তখন ছিল না। খামল শঙ্কভূব।
প্রভৃত ক্ষেত্রের অধিবাসী যেমন শৃঙ্গে ক্ষত্রিকরণ করিতেন, 
আলার তেমনি বাহুবলে স্থগিত, আয়ুর্বৈবন ও অর্থ প্রভৃতি রক্ষা 
করিতেন।" (আদিম অধিবাসী অনার্য্যগণের সহিত তখন 
তাহাদিগের বহুব্যাপী সংগ্রাম চলিয়াছিল ) যুদ্ধান্তে গৃহে ফিরিয়া 
তাহারই আবার স্থদ্র ভাষায় মন্ত্র রচনা করিয়া ইহাদি দেবগণের 
উপাসনা করিতেন। তখন দেবমূর্ত্তিও ছিল না, দেবগণও ছিল 
না, পূজা-বিধির নানাবিধ আড়ালও ছিল না। ( তাহারা অগ্নি, 
চন্দ্র ও হর্ষয়াদের উপাসনা করিতেন। ইহারা ভিন জনেই 
অষ্টকারের পরিত্যাগ। রাত্রির অন্ধকারে রাক্ষস, দৈত্য ও 
দানব নামেই অনার্য্যগণ অলকিতে আসিয়া অার্য্যগণের ধন 
সম্পত্তি ও স্নান্ত্র করাগণ লইয়া পলায়ন করিত। এসব বিপদ 
রাত্রির অন্ধকারেই সংযুক্ত হইত। রাত্রিতে যথের প্রজ্জলিত 
অগ্নি, চন্দ্রের জ্যোত্ত্ব এই অন্ধকার রূপ বিপদনাশের প্রধান 
সহায়। প্রভাতকালে হর্ষ উদয় হইলে ত আর কোন বিপদ 
থাকিতেই পারিত না। অনার্য্য দস্যগণ দিবার আলোকে ধরা 
পড়িবার আশঙ্কায় পলায়ন করিত। তাই অগ্নি, চন্দ্র ও সতি 
দেবতার এত আরাধনা স্বরূপতি )। তখন ক্রান্তি অপনোদনকারী 
কোন দাসদাসী শ্রেষ্ঠ ছিল না, হস্তের প্রকাণের জন দিবার, 
বসিবার আসন নির্মাণ করিয়া, তালজুট্টে ব্যজন করিয়া ক্রান্তি 
অপনোদন করিবার, খাটুড় ও রক্ষনের উপদানাদি সংগ্রহ 
করিবার নিদ্রিত লোক বা শ্রেষ্ঠ ছিল না। অথবা বহুদিনব্যাপী 
যুদ্ধের খরচ পত্র নির্মাণ করিবার, বিজিত ভূমি ও চাষানুক্রমে
চতুর্ভর্ণ বিভাগ।

কবিরাজ গোল ধারণের ঘোষণা শ্রদ্ধার্থ উৎপাদন করিবার, যুদ্ধের ও দৈনিক জীবনের অক্ষ-শব্দে আসবাব আদি নির্মাণ করিবার এবং অধিকতর জনপদ শাসন করিবার তথ্য কোন নিষ্ঠিত লোকে বা শ্রেণী ছিল না। সকলেই সকল কাজ করিতেন। কিন্তু ইহা অত্যন্ত অস্থিতিশীঘ্রন বোধ করায় সর্বসম্মতি ক্রমে আপনারাই আপন আপন সুস্থ শক্তি সামর্থ্য অন্বেষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব, শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। এক এক শ্রেণী এক এক কার্যে নিযুক্ত হইলেন।

আর্যগণের মধ্যে ধারার বীশক্ষ-সম্পন্ন শ্রেণীর মণ্ডলাকুশল তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন অথচ শাখারীক শক্তিতে হরষিল ও যুদ্ধভার, কুষ্ঠ-ব্যাধা বাণিজ্যে অপটু ছিলেন, তাহারা এক শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন, এই শ্রেণীর নাম হইল ব্রাহ্মণ। ইহারা যজ্ঞ-যাজ্ঞ, অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি কর্মে ব্যাপৃত ও অন্য তবে বর্ণের পরামর্শিতা হইলেন। যাঁহাদের পৃথক-অর্জন, বেদমন্ত্র যচ্চনা ও গার্গীয় সন্তোষ কর্ম নির্বাহী তাহার ইহাদের উপর পড়িল। পৌর্ণহিতে ইহারা হিন্দু হইলেন। অবশিষ্ট আর্যগণের মধ্যে ধারার যুদ্ধিতা বিশারদ, মহাবলশালী, কথসাহিত্য, অনলস, মহাবীর্যসম্পন্ন, কুষ্ঠ, পশ্চাদপালন ও বাণিজ্যাদি কার্যে অপটু, তাহারা পৃথক এক শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। অনার্যদিগের সহিত সংগ্রাম করা, অধিকতর জনপদ শাসন করা, অপন তিন শ্রেণীকে রক্ষা করা ইহাদের কার্যো হইল। ইহারা "ক্ষত্রিয়" নামে অভিহিত হইলেন। তাহাদের তদবশিষ্ট আর্যদিগের মধ্যে ধারার তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন সন্তোষ বলশালী মহেন, যুদ্ধকার্য ভীত অথচ পশ্চাদপালন, কুষ্ঠিতায় ও ব্যবসা বুদ্ধিতে হরষিল, বাণিজ্য বিষাদক, তাহারা এক শ্রেণীতে বিভক্ত।
লেন। ঈহাদের নাম হইল বৈশ্ব। কৃষিকার্য্য দ্বারা শত্র উৎপাদন, গোপালন, ধনসম্পদ যুদ্ধাপকরণ, অর্থদানাদি দ্বারা তিন শ্রেণীকে ভূগর্ভপোষণ কর। ঈহাদের কার্য্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইল। সর্ব অবশিষ্ট যাহারা বহিলেন তাহারা ব্যভাবতঃই ধীসম্পদে দরিদ্র শক্তি সামর্থ্যাহীন, যুদ্ধে অসমর্থ ও অনভিজ্ঞ, কৃষি ব্যবসা বাণিজ্য কার্য্যে অপর্যাপ্ত, সামাজিক সামাজিক শিল্পক্রমে পচ্চি, তাহারা আর কি করিবেন? উপরি লিথিত তিন শ্রেণীর পরিচয়। ও সেবাকারী নিযুক্ত হইলেন। ঈহারাই শুভ্র বলিয়া কথিত হইলেন।

এইরূপ ভাবে সর্বশ্রেণীর স্থখ সুবিধা, শক্তি সামর্থ্য অল্পবায়ী শ্রেণীবিভাগ করিয়া আর্থিক অতি অল্পকাল মধ্যেই এক অমিত পরামর্শালী জাতিরূপে পরিপূর্ণ হইলেন। ব্রাহ্মণ সর্কারবিয়োগের উত্তর তিন শ্রেণীর পরামর্শালী হইলেন। তাহাদের ঈহলোকিক ও পারলোকিক ক্ষেত্র ও মঙ্গল উদ্দেশ্যে ঈশ্বর আরাধনা, নানা প্রকার যাগজ্ঞ, ক্রিয়া-কল্প সম্পাদন করিয়া লাগিলেন, গৃহ বিষয়ে ক্ষত্রিয়গণকে সহায়তা দিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়গণ আরো অপর পক্ষে নিষ্ঠাচক্ত মনে অনার্থের সহিত যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করতঃ দিন দিন নব নব রাজ্য জনপদ হয় করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈশ্ব ও শুভ্র শ্রেণীভূক্ত ব্যায়ীয় আর্থিকে সর্বপ্রথম বহিঃশক্তি হইতে রক্ষার ও জীবনদান করিয়া রক্ষা ও সমাজকৃষ্ণ করিতে লাগিলেন। বৈশ্ব শ্রেণীও অহর্নাত, ধনন্তর্য্য, যুদ্ধাপকরণ, কৃষি ও বাণিজ্য ক্রমে ধ্বংস্কাদি দ্বারা। তিন শ্রেণীকে প্রতিপালন করিতে ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শুভ্রশ্রেণীর যাবতীয় অভাব অভিযোগ পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। ঈহার। তিন শ্রেণী দ্বিতীয় বলিয়া পরিচিত হইলেন। উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন,
চতুষ্কর্ণ বিভাগ।

দান, যজ্ঞ প্রভৃতিতে ইহারা অধিকারী হইলেন। অবশিষ্ট পরবর্তী শূদ্রশ্রেণী তুষ্ক অর্থার্গণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব এই তিন বর্ণের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাহাদিগের রক্ষার ভার, আহারাদি স্থখ স্বাস্থ্যের ভার, প্রতিকাল ও ভরণপোষণের ভার উল্লিখিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বশ্রেণী গ্রহণ করিলেন। ইহারা কোনও শ্রেণী কোনও শ্রেণীতে স্থায়ী বা বিশেষের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন না। কেন না ইহারা সকলেই জনিতেন, বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন কার্যে ব্যতীত হইলেও আমরা সকলে এক জাতি, এক ভাই। বিশেষতঃ ইহারা নিজেরাই এমন ভাবে বিভক্ত হইয়াছিলেন যে, ইহাদের কোনও শ্রেণীর সাহায্য ব্যতীত কোনও শ্রেণীর চলিবার উপায় ছিল না। ইহাদের প্রতেক শ্রেণী অপর তিন শ্রেণীর দ্বারা তুলনারূপে উপকৃত হইতেন, এবং তত্ত্ব পরস্পর পরস্পরের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতেন। বর্তমান কালের স্থায়ী জাতিতে তৎকালে ছিল না ও কেহ তাহা করিলেও করিতে পারিতেন না। তথম শ্রেণী-ভেদ ছিল মাত্র, জাতিভেদ ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব, শূদ্র চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন, জাতিতে নহে। পরস্পর আচরণ গুণ ও কর্ম অনুযায়ী এক এক শ্রেণীর লোক যোগ্যতা অনুসারে অপর তিন শ্রেণীর বে কোন শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া তত্ত্ব শ্রেণীভুক্ত হইয়া যাইতে পারিতেন। ব্রাহ্মণের পুত্র ক্ষত্রিয় বৈশ্ব বা শূদ্র কর্মী হইলে ক্ষুত্রিয় বৈশ্ব বা শূদ্র শ্রেণীভুক্ত হইয়া যাইতেন। এইরূপে ক্ষত্রিয় স্থান, ব্রাহ্মণ বৈশ্ব বা শূদ্র; বৈশ্ব স্থান, ব্রাহ্মণ ক্ষুত্রিয় বা শূদ্র এবং শূদ্র স্থান, বৈশ্ব ক্ষুত্রিয় বা ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত হইয়া যাইতেন। এরূপকথামূলক কর্তিপয় শাক্তীর উক্তি ও উদাহরণ দেখিলেই উদ্দেশ্য বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি হইবে।
পান্ডুলিপি দৃষ্টেত তত্তনৈব বিনির্দিষেৎ ॥ ৩৫  
( রীতিগলত, ৭ম সংখ্যা, ১১শ অং )

“যে বর্ণের যে লক্ষণ বলা গেল, তাহা অন্তত দৃষ্টা হইলেও তাহাকে তদ্ধারা নিদর্শে করা যাইবে।”

শূন্তে ব্রাহ্মণতামতি ব্রাহ্মণচেতি শূন্ততঃ।
ক্ষত্রিয়াজ্ঞাতেনবস্ত বিদ্যাতৈশ্চ তত্তৈন চ ॥ ৫৫  
( মনুসংহিতা, দশন অধ্যায় )

“এই ক্রমে যেরূপে শূন্ত ব্রাহ্মণ হয়, তত্তাব ব্রাহ্মণেরও শূন্তব একত্র হয়,—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ব সমকালেও ঐরূপ হানিবে।”

বৃহস্পতি পুরাণ বলিতেছেন ।—

শৌদ্রান্ ধর্মানু অশেষেণ কুরুন্ন শূন্তে যথাবিধি।
বৈশ্বেতি বৈশ্বঃ ক্ষত্রিয়ঃস্ত স্কর্ষ্কং। ॥ ১৫
বিপ্রক্ষ ক্ষত্রিয়ঃ সমাকূ নিজধর্মপরে যধি।
বিপ্রেত মুচ্যিতাভেন পুজাতে খ্যাতিশ্চ। ॥ ১৬  
( প্রথম অধ্যায়, উত্তর খণ্ড )

“শূন্ত যদি যথাবিধি নিজধর্মের ধ্রুচারবে করেন, তবে তিনি বৈশ্বেত প্রাপ্ত হয়েন। আর বৈশ্বে ও ক্ষত্রিয়ের যদি শ শ ধর্ষ পালন করেন, তবে তাহারাও যথাক্রমে ক্ষত্রিয়ত ও ব্রাহ্মণগুলাতে অধিকারী হইয়া থাকেন। আর ব্রাহ্মণ সং-ক্রিয়ামিত হইলে তিনি মুচ্যিতাভের অধিকারী হইবেন।”

ধর্মচর্যায় জাতোতো পূর্বক্ষর্ত বর্ণমাপন্তে জাতিপরিদৃষ্ট।
অধর্মচর্যায় পূর্বোক্তো জনঃ বর্ণমাপন্তে জাতিপরিদৃষ্ট ॥

( ভট্টমুক্তমুললোহত—ধর্মসংক্র বচন )
চতুর্ভব্য বিভাগ ।

“ভাঙ্গন, ক্ষতিজ ও বৈশ্ব অর্থাচরণ দ্বারা পর পর বা একেবারে অধম জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ শুদ্ধ, বৈশ্ব ও ক্ষতিজ ক্রিয়াবান হইলে পর পর বা একেবারে উচ্চজাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।”

যত্ত শুরুর দেন সত্যে ধর্ষে চ সততোখিতঃ।
তঃ ব্রাহ্মণমহং মন্ত্রে রুপ্রেন হি ভবেদিন্তঃ॥

( মহাভারত, বনপর্ক, ১২৫ অধ্যায় )

“যে শুদ্ধ, দম ( বাহেশিয়ে নিঃস্ব ) সত্য ও ধর্ষে সতত অনুবাদ, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা করি, কারণ ব্যবহারে ফিরিয়া দিতি হয়।”

সত্যং দমং পৌদানমহিীসাং ধর্ম নিত্যতা ।
সাধনের সদা গুঞ্জান ন জাতি নকুলং নুপ ॥ ২৫
শুদ্ধেচৈতন্ত্যবলক্ষ্যং দিজে তচ্চ ন বিধতে ।
ন বৈ শুদ্ধেচৈতন্ত্যবলক্ষ্যাং ব্রাহ্মণো ন চ ॥ ৮

( মহা, বন, প, ১৮১ অধ্যায় ; এবং ঐ মহাভারত ;
শাস্তি পর্ক, ১৮৯ অধ্যায় )

“সত্য, দম, তপ, দান, অহিন্সা ও ধর্ম নিত্যতাই পুরষ্ঠার সাধক। জাতি ও কুল কোন কার্যকারক নহে। যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শুদ্ধবৎ আচরণ করে, তাহাকে শুদ্ধ এবং যদি কোন ব্যক্তি শুদ্ধকুলে জন্ম লইয়া আচরিন্থ হয়, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়।”

কস্মিন্তঃ শচিভিদেবি শুদ্ধাজ্ঞা বিজিতেহ্যুঃ।
শুদ্ধেহি দিজর্বং সেবং ইতি ব্রাহ্মণসাধনম্॥ ৪৮
চতুর্বর্ণ বিভাগ।

স্বভাব কর্ম চ শুভং যত্র শুদ্ধেহ পি তিলিতি।
বিশিষ্টঃ স বিজাতেবিজ্ঞা ইতি মে মতঃ \( || ৪৯ \)
ন যোনিনাস্মি সংক্রামো ন স্ততঃ ন চ সম্ভবঃ।
কারণানি বিচিত্রত বৃত্তমেব তু কারণম। \( || ৫০ \)
সর্বোহং ব্রাহ্মণং পুত্রে বৃত্তে চ বিধীতে।
বৃত্তেষু তত্তস্য শুদ্ধেহ পি ব্রাহ্মণং নিষ্পত্তি। \( || ৫১ \)
( মহাভারত, অধ্যায় ১৪, অধ্যায় ১৪ অধ্যায় )

“প্রক্তি বলিয়াছেন যে, শুদ্ধ যদি পবিত্র কার্যান্তঞ্চনা দ্বারা বিদ্যাহুনা ও জিতেভিদিয়া হয়, তবে তথাকে ব্রাহ্মণের ছায়ায় সমাদর করা কর্তব্য। ফলতঃ, আমার ( নিবেদন ) মতে শুদ্ধ সার্থকতা ও সৎকর্মার্থিত হইলে, ব্রাহ্মণ অন্তঃপ্রাপ্তা প্রশাংসনীয় হয়। কেবল জন, সংক্রাম, শান্ত্রান ও কুল ব্রাহ্মণের কারণ নাহ। সদাচার দ্বারা, সকলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে। সদাচারী শুদ্ধে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে।”

খ্রুঁচার পি কালজন্মী ব্রাহ্মণাদিত্যিতিচারে।
কুলাচার বিহিনতন্ত্র ব্রাহ্মণ খ্রুঁচারমঃ \( || ৪২ \)
( মহানিকার্তী ভদ্র, ৪ উঃ )

“আচারনিষ্ঠ চণ্ডাল, ব্রাহ্ম অন্তঃপ্রাপ্তা শ্রেষ্ঠ এবং আচারবিহীন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল অন্তঃপ্রাপ্ত নিকুৰ্ণ।”

চণ্ডালার্থপি ভদ্বেদবিষ্টো হরিভক্তিস্করণঃ।
হরিভক্তি-বিহিনত্ন্ত্র বিহিনান্ত্র খ্রুঁচারমঃ।

“হরিভক্তিস্করণঃ চণ্ডাল ব্রাহ্মণ, আর হরিভক্তি-বিহীন ব্রাহ্মণ চণ্ডালাদে।”
চতুর্ভুজ বিভাগ।

ধর্মোপার্জন যুদ্ধিষ্ঠরের নাগরিক অভিপ্রায়গুলি মহারাজ নন্দের
“রাজকি কাহাকে বলে?” এই প্রশ্নের উত্তরের বিভাজিত বিলায়াছিলেন—
নবী শুদ্ধে ভবেষ্জে ত্রাণে ত্রাণে নচ।
যত্রতৎ লক্ষ্যতে সর্প। বৃষ্টি স ত্রাণে লক্ষ্যতত।
যত্রতত্ত ভবেৎ সর্প। তথা শুদ্ধিমিতি নির্দিষ্টে।

“শুদ্ধ হইয়াও শুদ্ধ হয় না, রাজকী হইয়াও রাজকী হয় না, অর্থাৎ
শুদ্ধবংশে বা রাজকীবংশে জন্ম, শুদ্ধত্ব বা রাজকীত্বের কারণ নহে।
‘বৃষ্টি’ অর্থাৎ সদাচার যাহাতে লক্ষ্য করিবে, তাহাকেই রাজকী
জানিও।”

তথে বীজ প্রভাবীতে তে গচ্ছিতা যুগে যুগে।
উৎকর্ষাত্মার্পষ্ম মন্ত্রবোধিতাঃ জনমত। ৪২
( মন্ত্রসংহিতাঃ, ১০ম অধ্যায় )

উক্ত মশুমবিভাজি জাতিঃ ( রাজকীয় বিদ্যায় অভাব অপরিসমৃদ্ধি
সম্পূর্ণত্ব এবং অহোমক্রমে রাজকী ঔরসজাত তন্ত্রশাস্তি ও ক্ষট্রিয়
ঔরসজাত বৈষ্ণব সম্পূর্ণ, এই মশুমবিভাজি সম্পূর্ণ সাংঘালিক বিধিশালী এবং
ইহারা উপনয়নান্ত্রি বিজ্ঞানের যোগ্য )।

“যুগে যুগে তপতা-প্রভাব ও বীজের কর্ষাম মধ্যে যেমন
জাতুতর্ক লাভ করিয়া থাকে; তজপ তথ্যপীরব্দে তাহাদের
জা তর্কের ঘটিয়া থাকে।”

প্রচুর বা প্রকাশ বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ষভিঃ ৪০
( মন্ত্রসংহিতাঃ, ১০ম অধ্যায় )

“প্রচুর বা প্রকাশমান জাতি হৈ স্বতর্ক দ্বারা জ্ঞান।”

শেষ পুরাণ বলিতেছেনঃ—
একশেষকর্ষভিদেবি রাজকীয় বাত্যস্থগতি।
শুদ্ধের বিপ্রতামোতি রাজকীয় শুদ্ধতাম।
চতুর্বর্ণ বিভাগ।

“হে দেবী! এই সকল মিথ্যা, চৌর্যা, ক্রোধ ও হিংসাদি দোষ হইলে ব্রাহ্মণ অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ হইয়া যাইবেন, আর যদি শূদ্র সদ্ভাগান্তিত্ব ও সাধুগুলি হন, তবে তিনিও ব্রাহ্মণদের প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।”

প্রাচীন আর্যজাতিকে একটি বিদ্যালয়ের সহিত কতকটা তুলনা করা যাইতে পারে। একটি বিদ্যালয়ে কতঘর্ণি শ্রেণী থাকে, এক এক শ্রেণীতে বালকগণ এক বৎসর পড়িয়া পরীক্ষা দিয়া পাশ করিয়া উপরের শ্রেণীতে প্রমোদন পাইয়া থাকে। অর যে সমস্ত পড়ানোতিয়া পরীক্ষায় পাশ করিতে না পারে, সে আর উপরের শ্রেণীতে প্রমোদন পায় না, সেই শ্রেণীতেই থাকিয়া যায়। আবার পর বৎসর পরীক্ষায় দেয়, পাশ হইলে উপরের শ্রেণীতে উঠে, নতুন আবার সেই শ্রেণীতেই থাকিয়া যায়। পাশ করিয়া উপরে উঠিয়া যে একটি বেশ দেখাইয়া দেখিলেই শিক্ষকগণ তাহাকে উপরের শ্রেণীতে প্রমোদন দিয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে, যে ছাত্র পরীক্ষায় গুরু রূপমূল দেখাই,—অসাধারণরূপে নতুন রাখিতে পারে,—সে একবার উপরের এক শ্রেণী অতিক্রম করিয়া তাহার উপর শ্রেণীতে ভল্ল প্রমোদন পাইয়া থাকে। অথ পক্ষে যে ছাত্র তড়িৎ শ্রেণীর পড়া যখানে যে ভাবে চালাইতে পারে না, কখন কখন তাহাকে শিক্ষকগণ তরিয়া শ্রেণীতে নামাইয়া দিয়া থাকেন।

এখন মনে করন, হিন্দুসমাজ যেন একটি বিদ্যালয়। উহার চারিটি শ্রেণী। শূদ্র, বৈশ্য, কুত্ত্রিয় ও ব্রাহ্মণ সম্বন্ধগত। যথাক্রমে
ঐ চারিটি শ্রেণীর ছাত। শূদ্র সম্বন্ধগত যদি শূণ্য ও কর্কমারী বৈশ্য,
কুত্ত্রিয় বা ব্রাহ্মণলীলার ব্যাঘ্রবাণী অর্থাৎ বৈশ্য, কুত্ত্রিয় বা ব্রাহ্মণ-


চতুর্ভর্ণ বিভাগ।

শ্রেণীতে উঠিবার যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারে, তবে তাহারিকে সেই সেই উচ্চ শ্রেণীতে প্রমোদন দেওয়া হইত। বৈশ্রবণ ও ক্ষত্রিয় সম্ভবত সম্ভবের এই একই কথা। অন্য পক্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্রবণ সম্ভবত তাহাদের নিজেদের শ্রেণীর পাঠ চালাইতে অক্ষম হয়, আপন আপন শ্রেণীর যোগ্য কর্ম চালাইতে অসমর্থ হয়, তবে তাহাদিগকে কর্ম অনুসারে পরপর শ্রেণীতে বা কর্ম ও যোগ্যতা অনুসারে একবারে সর্বনিম্ন শ্রেণীতে (শুদ্ধত্বে) নামাইয়া দেওয়া হইত। তাহাতে দ্বারা মত প্রদর্শন করা হইত না। ফলকথা, যোগ্যতা অনুসারেই উচ্চ উচ্চ শ্রেণীতে প্রমোদন পাইত, এবং যোগ্যতার অভাবেই পরপর শ্রেণীতে নামাইয়া দেওয়া হইত।

এ সম্ভবে বর্তমান সময়ের মত জাতি কুল বা বংশাদিক বিচার করা হইত না। ইহাই ছিল স্বপ্নাতিশীল আর্থিক মত, বৈদিক যুগের রীতি। পরবর্তী পৌরাণিক যুগে এ রীতির পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, এবং “সাত নকলে আসল খাটা” হইয়া বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। এখন ব্রাহ্মণ হাজার অযোগ্য হইলেও ব্রাহ্মণই, আর শুদ্ধ হাজারের শুদ্ধ বা যোগ্য হইলেও সে শুদ্ধই।

ব্রাহ্মণবন্ধ, শুদ্ধত্ব এখন অমান্যত হইয়া লাড়াইযাছে।

এ সম্ভবে আমরা কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়েছি—

পুরুষরসো জ্যোংশুক্তো যত্তায়ুর্ণামো,
সো বাহোতে হিতরমুপ মেং। তত্তাত।
সো পঞ্চপুত্রান জনসামীস। নছয়-ক্ষেত্রবুদ্ধ
রসূ-রজি সংঞ্জায়, তথ্যোনান্তে পক্ষমঃ
পুনর্জুড়ে। ক্ষেত্রবুদ্ধ শুড়েত্তো। পুনর্জুড়ে।
চতুর্ভুজনিতবিষয়।
ফালশেষ গৃংহমালাকে পুত্রাত্রয়মোংভবস।
গৃংহমালে শৌনক্চাতুর্বর্ণে প্রবর্তিতত্ত্বং।
(বিষ্ণুপুরাণ ৪ অঃ, ৮ অ�)(১)
রাজা পুরুষবর্জ সৈষ্ঠপুত্র আয়। তিনি বাহুর ক্ষমা বিদাহ
করিলে তাহার গর্ভে (আয়ুর) নামে, কার্যবৃত্ত, দস্ত, রজে ও অননা
এই পৌঁচ পুত্র অন্তঃপুঠ করেন। উক্ত বিভূতির পুত্র তত্ত্বাগরের
পুত্র স্বরুহ, স্বরুহের কাশ, লেশ ও গৃংহমাল এই তিন পুত্র
অন্তঃপুঠ করেন। গৃংহমালের পুত্রের নাম শৌনক। এই শৌনক
শব্দই ব্রাহ্মণ, কুর্মি, বৈণ্য ও পুত্র এই চারি বর্ণের প্রবর্তক।
অতঃ তাহার চারি পুত্র চারি বর্ণে হঞ্চ পাইয়াছিলেন।(২)
তথারকর্ম সন্নিতিরামাজোংজ্রেঃ।
ততঃ বিভূতি গুরুকেতু, গুরুধর্মকেতু,
ততঃ স্বরুহকেতু। তত্ত্ব বিভূতি, তত্ত্বময় বিভূতি,
তত্ত্ব স্বরুহার, তত্ত্বে ধৃতকেতু, তত্ত্ব
বৈণ্যকেতু, তত্ত্ব ভার্গব, ভার্গব ভার্গবী,
অত্রাচতুর্বর্ণ প্রবর্তিতা, ইত্যুতে কাঞ্চ।
ভূপতঃ কথিত। (৩)
(বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অঃ, ৮ অ, ৮)
“দেই আলকের সন্তি নামক পুত্র হর। তত্পুত্র স্বীকার,
তত্পুত্র ক্ষেত্রু, তত্পুত্র ধর্মকেতু, তত্পুত্র স্তাকেতু, তত্পুত্র
বিভূতি, তত্পুত্র বিভূতি, তত্পুত্র বৈণ্যকেতু, তত্পুত্র
ক্ষেত্রু ও বিভূতি। বিশ্ব হইয়াছে।
(১) রামপুরাণ ৩০ অধ্যায়, উত্তরক্ষণ।
(২) এই বিষ্ণুর হরিবং ২১ অধ্যায়েও সর্বভিত্ত রহিয়াছে।
(৩) এই। ০২ বিশ্ব হইয়াছে।
চতুর্ভূষণ বিভাষ্য।

বৈনহোত্র, তত্ত্বাদিত্য ভার্গ, তত্ত্বকৃত্ত ভার্গুন। এই ভার্গুনী হইতে চতুর্ভূষণ প্রবিষ্ট হয়। এই কাশ্প তুপালগণের বিষয় তোমাকে কহিলাম।” (১)

ব্রহ্মণঞ্চ দক্ষিণাকুষ্ঠজয়। দক্ষঃ প্রাপ্তিঃ
দক্ষভাষাদিতির্বিখ্যানং বিভ্যতে।
মন্তব্যে বিবর্ণা কুল্লমনুগতশ্বর্যাতি নরিয়তঃ
প্রাং নাভাগ নেদিষ্ট করুণ পৃষ্টোত্পায়ঃ
পূর্ণা বেত্রুন। * * *
পৃষ্ঠস্থ গুরুগোবধাঁ ষুদ্ধত্তমগমৎ। (২)
করুণাঃ কারুণ। মহাবল। ক্ষত্রিয়া বেত্রুন।
নাভাগোনেদিষ্ট পৃত্তস্থ বৈশেষ্টতামগমৎ।

(বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অংশ, ১ অঃ, ৫০১৩১৪১৫)

ব্রহ্মর দক্ষিণ অমুঠ হইতে দক্ষ প্রাপ্তী জয়ঃ হয়ঃ করেন।
দক্ষের অদিতি নায়ি কথা, অদিতির পৃত্ত শ্রী, শ্রীরের পৃত্ত মন্তব্যঃ
মন্তব্য যে কয়জন পৃত্ত হয় তাহাদিগের নাম ইষ্টকুকুকু, নৃগুণ্ডী, শর্যাতি,
নরিয়তঃ, প্রাং, নাভাগা, নেদিষ্ট। করুণ ও পৃষ্টঃ। * * *

পৃষ্টঃ গুরুগো গোবধাং করিয়াছিলেন বলিয়া। ষুদ্ধত্ত প্রাপ্ত হন।
করুণ হইতে কারুণ নামে মহাবল ক্ষত্রিয়গণ উৎপন্ন হন। নেদিষ্ট
পৃত্ত নাভাগ বৈশেষ্ট্রে প্রাপ্ত হন। (৩)

(১) এই বিবরণ হরিবংশ ২৯ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।
(২) পৃষ্টেরত্বাহিনরেস্তু গুরুগোবধাং নাভাগ।
শান্তাং ষুদ্ধত্তমগম। (হরিবংশ ১৩ অধ্যায়।)
(৩) নাভাগরিতে পূত্রশো সৌ বৈচিত্র্য ব্রাহ্মণতাং গতে হইয়া হরিবংশ।
নাভাগরিতের সবই পূত্র বৈচিত্র্য হইয়া ও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
শ্রীরায়ণীত্ব: ৯ম ক্ষর, ২য় অধ্যায়।
চতুর্থকর্ণ বিভাগ ।

মহসংহিতার উক্ত হইয়াছে:—

পৃথুক বিষয়াদায়কঃ প্রাপ্তবানম মহরেব চ।
কুবেরশ্চ ধনৈশ্বর্যঃ ব্রাহ্মণ্যৈব গাথিজঃ॥ ৪২

সপ্তম অধ্যায়।

[গাথিপুন্তে বিষ্ণুমিত্রস্য কৌতুহলঃ সন্নতেবর দেহেন ব্রাহ্মণঃ
প্রাপ্তবান। কুল্ল প্রভূতিক্ষুদ্র টাক যো ইতি।]

বিনয় বলে মহারাজ পৃথু এবং মন্ত্র সত্বাদ্রেষ্য লাভ করেন;
কুবের ধনৈশ্বর্য এবং গাথি রাজার পৃথু বিষ্ণুমিত্র কৌতুহল  তন্ম
হইয়াছে বিজ্ঞ লাভ করিয়াছেন।

বায়ুপুরাণো বলিতেছেন: —

ফিং লক্ষণেন ধর্মীণ তপসেহ প্রতেতে বা।
ব্রাহ্মণ সম্পর্কত্ত্ব বিষ্ণুমিত্রাদিভি নৃপঃ॥ ১০৮
বেন মনোভিধানেন ব্রাহ্মণী কৌতুহল গতাঃ।
বিশেষঃ জ্ঞাতুমিত্রমিতি তপসা দানতোং তথা॥ ১১০
প্রায়স্তৈ মধু তপঃ মিষ্টায় মানসোপত্ত্ব বিজ্ঞাতস্য।
ব্রাহ্মণ সমস্তাত্ত্বা: কোিভিঃ শুন সম্পদ॥ ১১১
বিষ্ণুমিত্র নরপতি মহাকাতা সত্তিঃ কৌতুহল।
কোশপ পূতঃ কূশচ সত্যাত্মানুরা শুভগৃহেভূতঃ॥ ১১২
অশ্রুক্ষেপঃ জ্ঞাতুমিত্রস্য ভগোৎসাগরে তথাশীব।
কোথাবানঃ তৈরিষ্য সত্যঃ মহারাজঃ॥ ১১৩
প্রণীতস্য কুশচ বিষ্ণুরুদ্ধারায় নৃপঃ।
কৌতুহলস্য ব্রূতাহেতে তপসা ধরিতাং গতাঃ॥ ১১৪

২৯ অঃ —উত্তরধাত।
চক্রবর্ত্তি বিভাগ

বিশ্বাসিত প্রার্থী রাজস্থান কোন কোন ঘণ্টে রাঙ্গাণী লাভ করিয়াছিলেন, কোন লক্ষ্য, কোন ধর্ম্ম কি তপস্যা কি শৌচ জ্ঞান তাহাদিগের এই রাঙ্গাণী লাভের নিদর্শ? আর্য্মা তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। এই ক্ষত্রিয়ণ কি কেবল তপোবলে রাঙ্গাণী লাভ করিয়াছিলেন, না একমাত্র দানই তাহাদিগের রাঙ্গাণী লাভের নিদর্শ? আর্য্মাই শুনিয়াছি কেবল একমাত্র শুণ্ড সমস্তলেই বহু ক্ষরেণ্ডেইত বিহিষ্ট রাঙ্গাণী লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিশ্বাসিত, মাহাত্বা, সত্ত্বা, কর্ম্ম, কর্মের কুৎস সত্য অবহু অনুহার, ঘৃত, আশ্রয়েন, অভেদ, ভগ ও অভগ রাঙ্গাণী এবং কষ্টগুন, শিষ্য, রহিতের, ফন্দ, বিয়ুফল এবং অভগ আরও সহজ ও সুপ্রভা নাকি কেবল তপতা এইরূপেই এয়ার্থিয়র লাভ করিয়াছিলেন।

ভবিষ্যপুরুষেও কথিত হইয়াছে:—

বিশ্বাসিতরশ রাজেন্দ্র! রাঙ্গাণীর বিষেষ.

তপস্তর বিপুল সময়ে বিনোদনসং। ৫১
তত্ত্বা দেবা দৌর ব্রহ্ম বিশ্বাসিতরায় ধীমতে।

ইহেব তেহ দেহেন রাঙ্গাণী মুদুবঙ্গ। ৫২
তিথীনাং প্রবর্ত্তা তিথীনাং প্রবর তিথিঃ

ক্ষত্রিয় ব্রহ্ম শুদ্ধি বা ব্রহ্মণ মুদু যুদ। ৫৩

হে রাজেন্দ্র! রাঙ্গাণী লাভের কৃষ্ণ রাজা বিশ্বাসিত ধেরো তপতা

করেন। তাহাতেই ব্রহ্ম তাহার ক্ষত্রিয় একাদশ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণ একটা মহাদেশ কৃষ্ণ বিশেষ ছিল, উহাই একটা মহাপুণ্য তিথি বিশেষ ছিল, যে সময়ে ক্ষত্রিয়, বেদান্ত শুরু পূর্ণ মাহাত্মে রাঙ্গাণী লাভ করিতেন। বিশ্বাসিতের আর্য্মা আশ্রয়েন, বিশ্বকীর্তি ও শৈবান্নি ইহাতেও ক্ষত্রিয় হইয়া রাঙ্গাণী পাব একাদশ হইয়াছিলেন।
চতুর্দশব্যাপার বিভাগ।

তত্ত্বার্থের তুলনা ও তার সংশিত অর্থ।
তপস্যা মহাস্থান রাজানু প্রাপ্তিকর্মতন্ম।
লিঙ্গধর্মের রাজার্থের বিপিন মহাত্মণ।
লোকবাণ্ড যত বিশালিতি স্তুতি মনি।
মহাশিবর তপস্যার উদ্দেশ্য মহাত্মণ।

মহাভারত, শোকপুর, ৪০ অধ্যায় ; ৩৬-৩৮ লোক।

জাত ব্যাস কেবল ধারাক্ষণ পরাশর।
ধুঃকে কানবে তলাঙ্গা স্তোত্রবৎ।
 মূৰ্ত্তিধর্ম পরমাণু বিশিষ্ট গণিকাস্ত্রঃ।
মন্দপালো মনিশ্রেণী নাবিক পত্নী মুচ্ছেনি।
মায়ের মূর্তিধার মচ্ছি গর্ভস্তে নন্দ।
বহুমূর্তিধার প্রাপ্তি যে পূর্ণবৎ বিজয়।

(৪২ অ, ব্রাহ্মপুর, ভবিষ্যপুরাণ)

ভারতবিখ্যাত কঙ্কশৈবআনন্দ বেদব্যাস কেবল কন্যার গর্ভস্তুত।
তদীয় পিতা কলিযুগধর্ম প্রবর্তক পরাশর ধপাকক্ষির গর্ভস্তুত।
চন্দ্রগ্রহের নীরন্দ্রে ধপাকের জন্ম, ঈহারা কুকুর মানসবোজী
চন্দ্র ও মনপুক্ত।

বেদব্যাসপুত্র পরম ভাগবত শুদ্ধবেদ গোষ্ঠীর শুদ্ধ গর্ভস্তুত।
বৈশিষ্টকর্ম পালন-স্মৃত-শ্রেষ্ঠতা মহাবিক কণাদে উল্লোকের গর্ভস্তুত।
ইনি অনায়া জাতির কন্যা। মাতার নামাংশরে কণাদ দর্শনের অষ্ট নাম তৈলাক্ষার্থন। এক মেহুষাতীত রাম।
মহাত্মা আধ্যাত্মিক নাবিকী সন গণ তরিকের গর্ভস্তুত।
স্ত্রীরাণের কুলগুরু মহাবিকবিশিষ্ট বর্গ-বেদ্যুর্বতী গর্ভস্তুত।
মনিশ্রেণী মন্দপালো নাবিক কন্যাগর্ভস্তুত।
চতুর্ভর্ণ বিভাগ।

মহাযুনি মাণুষে মধুকী নারী অতি হীন বংশ সন্তূষ্ঠা নারীর গর্ভে
অবিষ্টারহেন।

ইহার এবং ইহালের চার আরও বহু হীনমারুক বিভিন্ন কর্ম ও
তপস্যা প্রতাপে ব্রাহ্মণ লাভ করিয়াছিলেন।

দাসী গর্ভ সমুৎপত্তি নারায়ণ মহাযুনি।

দাসী গর্ভ সন্তূষ্ঠ “নার্ক” মহাযুনি।

শূন্তীর্থ সমুৎপত্তি কুশিক মহাযুনি।

শূন্তীর্থ গর্ভসন্তূষ্ঠ “কুশিক” মহাযুনি।

নাভাগাদিগের পুত্রো বো বিশ্বো ব্রাহ্মণতাং গতো।

( ১০—১১ অঃ, হরিবংশ।)

বৈষ্ণব নাভাগাদিগের দুই পুত্র কর্ম ও সাধনের বলে ব্রাহ্মণ লাভ
করিয়াছিলেন।

দাসীপুত্রের ব্রাহ্মণলাভ—
কৃষ্ণচক্রুদ্বো তহাং শুদ্ধয়না মৃত্যুবিকী।
অনন্তমাস ধর্মার্থা পুরুষ বেতোমহোজনো।

১০
ভতঃ কালেন মহতা তপসা ভবিতঃ স বৈ।
বিদীর্ণ মনাসাং দৌষানু ব্রাহ্মণং প্রথমাবনু একুং।

ব্রাহ্মণং গোপা কৃষ্ণচক্রু সহস্র মহন্তস্বতান।

৩৭ অঃ, উত্তরখণ্ড; বায়ুপুরাণ।

মহারাজ বলি ( দৈত্য বলি নাহি ) অগুন্তুক ছিলেন, তিনি
সত্তানোপাদানের জন্য মহার দীর্ঘতমাকে নিয়োজিত করেন। অথবা
অন্ধ ছিলেন, তজ্জন্ত মহাবী স্নেহর দাসী উদাসীকে পাঠাইয়া দেন,
তদ্গুর্ভে কৃষ্ণচক্রু ও চক্রু দুই হ্রাতা জগ্রাহণ করেন। পরে
স্নেহর গর্ভে বলি রাজার অল, বৃক্ষ, কলিত, মৃন্ত ও পৃষ্ঠু এই
চতুর্ভুজ বিভাগ ।

পাঁচ পুত্র হয়। এবং ইহারা রাজমহিষীর গর্ভ প্রভুর বলিয়া
রাজ্যলাভ করেন, সেই সকল রাজ্যই সম্প্রতি অঙ্গ, কষ্ণ, কলিঙ্গ,
স্রষ্টা ( রাষ্ট্র ) ও পুণ্ড ( বরেন্দ্র ) নামে প্রসিদ্ধ। কক্ষীবান্ন দাসীর
সন্তান বলিয়া মনে মনে বড় খিন্ন ছিলেন। পরে ব্রাহ্মণ
ও ধর্মিন লাভ করিয়া আম্বনের প্রসাদ অম্বুভ করেন। তাহার
সহর সহস্র রং শোভিত ছিল । এই কক্ষীবান্নের
সাধারণ ব্যবস্থা নামে, ইহীন বৈদেশ বহন প্রথম, ধর্মিনের
প্রথম মণ্ডল ১১৬—১২১ মুখ পর্যন্ত তাহার রচিত বলিয়া
প্রসিদ্ধ। তাহার কথা বোঝা ও বহ বেদ মন্ত্রের রচয়িতার,
ইহার মাতা বলি রাজমহিষী সুদেশার দাসী। তাহারা চুই তাই গুণ ও
কর্ম প্রভৃতি ব্রাহ্মণ লাভ করেন।

চুই তাই চুই জাতি—

কুর্মবংশীয় ধাতনের পুত্র দেবাপি ও শতস্থ চুই তাই। ছোট
তাই শাস্ত্রী রাজা হইলেন, দেবাপি রাজার ভাষ্য তপস্যার্থে নিযুক্ত
রহিলেন। শাস্ত্রীর রাজ্যকালে বার বৎসর দেবতা বারি বর্ষণ
করিলেন না, স্থলত রাজ্যে অরাজক উপনিষত হইল; শাস্ত্রী শুভ
হইয়া শাস্ত্রী রাজ্যগণের ইহার কারণ জিত্তাঃ। করিলে তাহারা
বলিলেন, ক্ষুট্র রাজ্যের রাজা না করিয়া তুমি নিজে অভিষিক্ত
হইয়াছ, এজন্য দেবতা বারি পর্যায় করিতেছেন না। তখন শাস্ত্রী
দেবাপির নিকট হইয়া তাহাকে সিংহাসন আচ্ছন্ন জন্য প্রার্থনা
করিলেন, কিন্তু দেবাপি রাজ্য গ্রহণ না করিয়া ছোট তাইস্রে অণ্জন
করিতে লাগিলেন এবং নিজে ছোট তাইস্রের পুরোহিত নিযুক্ত
হইলেন। এইখানে আমরা এক পরিবারে চুই জাতি দেখিয়ে
পাইতেছি; এক তাই ব্রাহ্মণ, আর এক তাই ক্ষত্রির।
চতুর্ভুজ বিভাগ।

দাসী পুত্র বেদরচয়িতা ঋষি—

কবর্ষ—ঐতিহাসিক ব্রাহ্মণে (২১৯) ও কৌতুককী ব্রাহ্মণে ইহার প্রসন্ন আছে। লিখিত আছে যে একবার সমন্বিত তীর্থঙ্করে বঙ্গভূমি তিনি উপস্থিত ছিলেন, ঋষিগণ তাহাকে দাসীপুত্র বলিয়া অবজ্ঞা একাশপূর্বক বলেন—

"দাসীতে পুত্রেরও যিনি বয়স্ক শহ অর্হ্যায়াম।"

কৌতুককী ব্রাহ্মণ। ১১

অর্থাৎ তুমি দাসীপুত্র, আমরা তোমার সহিত ভোজন করব না। এই কবর্ষ ঋষি ধর্মে-সংহিতার দশম মণ্ডলের ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ও ৩৪, হক্তন্ত মণ্ডলে রচনা করেন। তাহীর পুত্র তুর্ক পরীক্ষা-তন্ত্র মহারাজ জনসেনের রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া দেন।

শূদ্ররাজা ও বেদাধ্যায়ন—

হালরোগ্যপন্যায়ে চতুর্থ প্রাপ্তিকের অন্তর্গত জানক্র্ষি আধ্যাত্মিকায় লিখিত আছে—রাজকী জানক্র্ষি রাজাকে শূদ্র জানিয়া ও বাসে বাসে তাহাকে শূদ্রশঙ্কা সমুদ্ধন করিয়া পশ্চাৎ বেদবাক্য ধারা সংবর্গবিষা শিক্ষা দেন।

"স তথম হোবাচ—বায়ুরাব সংবর্গ।" ইত্যাদি—

তিনি (অর্থাৎ রৌপ) তাহাকে (অর্থাৎ শূদ্রপুলোচন রাজা জানক্র্ষিকে) বলিয়ান—বায়ুই সংবর্গ।

কুত্রিকের পুত্র ব্রাহ্মণ ও মুনি—

শ্রীমন্তগুড়ে উক্ত হইয়াছে কুত্রিক বংশের দত্ত ভগবানের অমরতম
চতুর্বর্ষের বিভাগ।

অবতার ধ্বনিতের ১০০ শত সন্নাত। সেই শতবর্ষের মধ্যে ভরত শ্রেষ্ঠ। তিনি মহাযোগী ছিলেন, এবং তাহারই নামায় সারে এই বর্ষ “ভারতবর্ষ” নামে অভিহিত। কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবৃক্ষ, পতঙ্গলিখন, আবির্ভাব, ট্রোপিক, চতুর্থ এবং কর্তৃক নামক পুনর্গণ—ভাগবতধর্ম প্রদর্শণ ও মহাভাষিকতার হয় এবং ঐ সকলের কনিষ্ঠ একাশিত সন্দেহ ৮১ জন পুত্রের পত্রাঞ্জলিক বিনিয়োগ, বেদী, কুর্মার্থ ও ভিজ্জুক কর্ষণশীল। তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইলেন। ( পঞ্চ বর্ষ ৪থ অধ্যায় ; অষ্টবাদ )

এক পরিবারে বহুজীবি—

খেদে সরল ভাবে একজন ধ্বনি বলিতেছেন,—“দেখ আমি তোমাকে ( ব্রাহ্মণ ) আমার পিতা চিকিৎসক ( বৈচিত্র ), আমার মা উৎসর্গের উপর যখ ভর্তনীতি। আমরা সকলে তিন ভিন্ন কর্ষণ করিতেছি। একুশো গাভিগণ গোঁথমধ্যে তৃণ কামনায় ভিন্ন দিকে বিচার করে, তুলে আমরা ধরন কামনায় নানাতাব প্রতার পরিচর্যা করিতেছি।” ৮মীন্দ্র রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ইহার চীকচুর্ণ বলেন—“ধারার বৈদিক সময়ে জাতিভেদ প্রথা ছিল বলিয়া মনে করেন, তাহারই বলন, সে পরিবারের দুই পুত্র নাম প্যাটে ধ্বনি, পিতা বৈদ্য এবং সা ময়লারালী তাহার। কোন জাতিভুক্ত কি?”

ধীরবরণের ব্রাহ্মণের লাভ—

পূর্বে কেরল রাজ্যে ব্রাহ্মণ ছিল না। ভূত্বংশ বর্ধমান ক্রিয়া-কুলারি পরগণার সাহায্যে কেরল দেশীয় ধীবরণের ব্রাহ্মণ লাভ করিয়াছিল।
চতুর্দশর্থ বিভাগ।

অগ্নিশয়ে ডালিয়ে কোলাহালে প্রেক্ষা তারক।

* * * বাঙালির মনের প্রকাক।

স্থাপত্য স্থিতিকে বিভাগ অনিলিতানু
যামদ্য মণ্ডিত হয় ক্ষুদ্রতে নানারূপন।

( নূডপুরাণ। )

শুদ্রীর ব্যাপ্তি হওয়া—

বিশিষ্ট পল্লী অক্ষমালা শুদ্ধ হইয়াও পরে ব্যাপ্তি হইয়াছিলেন।

“অক্ষমালা বিশিষ্টেন সংযুক্তাধম যোনিজনা।

শালী মন্দপালেন জগামাত্তর্ভনীরতামু। ২৩
এতচাচাচাচ লোকোহ স্মৃতপুরুষ প্রস্তুত।
উত্তম ভোঝিত: প্রাপ্তা: বৈবর্ধভূবঃ: তুতী। ২৪

( মহুসংহিতা ; নবম অধ্যায়। )

"নিকুল( শুদ্ধ ) কুলসম্পত্তি অক্ষমালা এবং পল্লী শালী
ক্রমান্তরে খনি বিশিষ্ট ও মন্দপালের সহিত উদ্বাহ্যে মিলিত হইয়া
পরম পূজনীয়া হইয়াছিলেন। ‘উক্ত রমণীয় এবং সত্যবীত্র প্রতৃতি
আরও কতকগুলি রমণী অপরিপূর্ণ বংশীয়া বা যোনিজাহ হইলেও
জটীগুণে সর্বিজেষ্ঠ উত্তম লাভ করিয়াছিলেন।”

আজিও যে গায়ত্রীধারা ব্যাপ্তির ব্যাপ্তির রক্ষিত হইতেছে,
সেই বেদমাতা গায়ত্রীর চরিত্র। বিভিন্ন ব্যাপ্তি ব্যাপ্তির সমন্ত নহেন।
চতুর্দশর্থ ক্ষত্রির গার্হিতাভার পুত্র। ইনি তপতা বলে, ব্যাপ্তি
লাভ করেন।

ক্ষত্রিয়বংশে ব্যাপ্তি—

মোগল ও কাদান গোত্র সমূহে ব্যাপ্তি ক্ষত্রির বংশজাত।
চতুর্ভুজ বিভাগ ।

ঋমিষ্ঠাগবতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুকল হইতে ব্রাহ্মণ জাতির।
মৌলখ্যলোকে হইয়াছে।

(ঋদ্ধগবত ৯২১)
মুকলাচ মৌলখ্যলোকে কথা পেতা দ্বিজাতারা বাদের।

(বিষ্ণুপুরাণ)
মুকলত তু দায়ালো মৌলখ্যলো সুমহায়শ।
এতে সর্বে মহাস্তায় কথা পেতা দ্বিজাতার।

কুটির পুত্র ব্রাহ্মণ—

ভর্ষ্যাষ্টে পুত্র মুকল, মুকলের পুত্র রাজা দিবোদাস, দিবো-
দাসের পুত্র নিজিয় ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (হরিবংশ)
চন্দ্রবংশীয় কুটির রাজা পুত্রবার বংশে রাজ নামক নৃপের রাজত
নামক পুত্র, তাহার বংশে গোরী জন্মিয়াছিলেন, সেই গোরীরের
বংশে ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছিল। (ভাগবত)

গর্গ হইতে শিশির উৎপত্তি হন। শিশির পুত্র গার্গ। গার্গের
কুটির হইতে উৎপত্তি হইয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (ঋদ্ধগবত
৮৩ ঋষি, ১২শ অধ্যায়।)

গার্গের শিশির তত্ত্ব চালায় গার্গের শেষায়ঃ
কথা পেতা দ্বিজাতারা বহুব। (বিষ্ণুপুরাণ)

কুটির মহাবীর্য হইতে হরিত কর উৎপত্তি হন। হরিত কুরের
তিনটি পুত্র হয় কি কি পুত্রমানি, তিনজনই ব্রাহ্মণ বলি
করিয়াছিলেন।

হরিত করে মহাবীর্য তত্ত্ব হয় কি কি কি কি পুত্রমানি কি কি।
পুত্রমানির সিদ্ধান্ত হে ব্রাহ্মণ গতি গতি। (ঋদ্ধগবত)
চতুর্ভুজ বিভাগ

ক্ষতির রাজা স্মৃতি বংশীয় মেহতাল সম্পাদন রত্নিনার, তাহার পুত্র তংস্ক, অগ্নিতদাত ও এবং অগ্নিতদাতের বংশে কথা জন্মগ্রহণ করেন। কথা গ্রহণের মেহতালিতি হইতে কারায়ন (গোত্র) রাজার পুত্র উৎপত্তি হইয়াছে।

অগ্নিতদাত রত্নিনার পুল্লোহতুক। তংস্ক
অগ্নিতদাত রত্নিনার পুত্র অবাপ।
অগ্নিতদাত কথা তংস্ক মেহতালিতি।
যতঃ করায়না ক্ষিঙ্ক বোড়ক। (বিষ্ণুপুরাণ)

অগ্নিতদাত পুত্র রত্নিনার। রত্নিনারের শুদ্ধি, এব ও অগ্নিতদাত, এই তিন পুত্র। অগ্নিতদাত পুত্র কথা, কথা গ্রহণের মেহতালিতি। এই মেহতালিতি হইতে এরবি প্রভূতি দ্বিজগণ উৎপত্তি হন।

(শ্রীমদ্ভগবতঃ৭ম কন্ঠ)

রামায়ণে যে অন্ধ মুনির কথা আছে, ধীরার পুত্র সিদ্ধমুনি, ঐহিতার কেহই রাজ্য বংশে জন্মেন নাই। তমতা প্রভৃতি মুনি বা রাজ্য হন।

শুদ্ধারামামি বৈশেষন শূন্য জান পদার্থাধিপ

(রামায়ণ)

শুদ্ধার গত্তী বৈশেষ কুলভেত্তাক অন্ধ মুনির গৌরসে সিদ্ধ মুনির
চতুর্ভুজ বিভাগ

উপাসনাবার

চতুর্ভুজের উৎপত্তি ও বিভক্তি হওয়ার বিচিত্র বিবরণ প্রদত্ত হইল। শাস্ত্র, বুদ্ধিক, বিচার ও দৃষ্টিকোণে সমতল পৃথিবীর পৃষ্ঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। বায়ুমণ্ডল মহু ও শতরূপপঞ্চ মনোভাব ও মনোভাবের গতিদ্বারা অত্যন্ত অন্ধ ও প্রায়োগিক হইতেই জ্ঞাতির মানবজাতি ও জ্ঞাতির উদ্দেশ্য হইয়াছে। এই বা বিরুদ্ধ পুষ্টরের মূল, কাহি, উল্লাস ও পাদ হইতে জ্ঞানার্থীর উৎপত্তি হয় নাই। উহা রূপক করল মাত্র। ব্রাহ্মণধর্মের ব্যবহার হওয়ায় যেদিকে বিভিন্ন সকলের কাঠে ধারণ করিতে বলিয়াছি,--ব্রাহ্মণের বৈদা, কার্য্য, কর্মকারী, কুচ্ছকারী, সুষ্পষ্ট সুষ্পষ্ট সুত্রধর, সাহিত্য নমুনাদরকেও দেই কথাই বলি। ব্রাহ্মণের ব্যবহারের হওয়ায় যে কেন্দ্র বেদনা অন্তর্ভূত করিব, সামাজিক অধিকারপার্ব্বতী বোধের জ্ঞান জ্ঞানের ব্যবহারের দ্বারা, মনীষা ও হস্ত সংবরণ করিতে পারি না। জ্ঞাতিভিত্তিক বিচ্ছিন্নতা ও দীর্ঘকর্ণ একত্রে উহার কোষ্ঠ যোগী ও ব্রাহ্মণের মূল বিদ্যেষের কথা উল্লেখ যোগী করিয়া থাকে। কিন্তু অধিতির অভাবে ব্রাহ্মণের অপেক্ষা কাহারও বেক আছে, ইহা তে দেখিতে পাই না। আমি কোন বিভিন্ন পুরুষ বৈচিত্রকর্মকার ইত্যাদি বলিয়া অনেকগুলি অধিতির উল্লেখ করিয়াছিলাম। তাহা দেখিয়া কন্ঠ পুরুষ বৈদ্য দাশীকের বৈশ্ব মহাষের আমার উপর পথাগাঢ় হইয়াছিলেন। জ্ঞাতিভিত্তি অধ্যাত্ম ১০১ পৃথিবীর কার্য্য, নাগিন, পোপ, কুষ্টকার, বাণিজ্য, মালাকার, চণ্ডী, দেবেরক, স্থল ও কোলাহল জাতিকে সমস্তেও আশ্চর্য হ্যায় সংহিতাতে (১০১১১২২) তৃতীয় রূপক উদ্দেশ্য হইয়াছে। উহা দেখি-
চত্তবর্ষিক বিভাগ

নাই কিহিতপথ কায়ন্ত্রিত জাতাকাশানে ফুলিয়া। উঠিয়া আমার সধে বিদায় প্রকৃত হইয়াছিলেন। সাহায্যের ছাইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

একবিন্দু আমার বাসায় একটি নমবুঝুড় যুক্ত (আমারই অর্থতম নীতিদাতারের ছাত্র) নিয়ন্ত্র আসনে, টুলে বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছিল, একটি পরে সেই স্থানে একজন সাহা যুক্ত (১০২০৬ টাকার মাটির মালিক) আসিয়া। আমারই বিচ্ছিন্নর বসিয়া নমবুঝুড়কে টুলে বসিয়ে দেখিয়াই ধৈর্যায় হইয়া উঠিলেন। আমাকে দুরে ডাক্ষিণ লইয়া—আমি নমবুঝুড়কে ছাল বা চাঁদাভিতে না দিয়া কেন কারাণ টুলে বসিয়ে দিয়া। তাহারিকে প্রশ্ন দিয়া অস্ত্য কর্ম করিতেছি—বলিয়া অন্যস্য ও কোথা প্রকাণ্ড করিতে লাগিলেন। নির্দয় আমি তাহাকে যে উত্তর দিয়া ছিলাম তাহা বিষ্কৃত। বলিয়াছিলাম—"এসইকুনো মন ও হৃদয় লইয়া তোমরা বৈষ্ণু হইতে অভিলাষ কর। বড় হইতে সাধ। প্রাক্ষণের ও উচ্চাঙ্গির লক্ষ বৎসরের পরাজয়ের আদায়েও ফি শিকায় উদয় হয় নাই। এত জ্ঞাতাভর ফি জ্ঞানোপায় হয় নাই। বুঝিতেছি হাঙ্গার বৎসরের পরাজয়ে যে আরও অবলীলাকম চলিয়ে তাহাতে সদ্যহে নাই। বিষ্ণু প্রতিপালক সরল, ধার্মিক, ভগবন্ধুচরিত্রে বৃহষ্পতি নমবুঝুড়ের প্রতি তোমাদের এত যুগল; এত অবক্ষ; এত বিষযা। তুমি আমার আসনে বসিতে একটি চিঠা ও সকলের বোধ করিলে না—আর নমবুঝুডার নীচে ভিত্ত আসনে বসিয়াছে—টুলে বসিয়াছে বলিয়া তোমার হিংসামণ অক্ষুন্ন ও গাত্রাবধি উপস্থিত হইতেছে। প্রাঙ্ক্ষণ, বৈদ্য, কাশ্য, কাশ্য, কুমারের প্রাক্ষণ উচ্চ জাতিকে তানিয়া আনিয়া সাধারণের লোকাহার দিয়া সামন হইতে সাধ কর—কিন্তু ছোটকে টানিয়া লইল্লা সামন হইতে রাখি নাই। তাহাতে ব্যাপার,
চভূমিকর্ণ বিভাগ। ৭৫

অমিঃক্যক? পোম ডান করিলে পোম পাইবে, ঘণার বিচিত্র ঘণা পাইবে।” ইত্যাদি। ২০ ঘটনা এইৱপ—জনৈক সহায় সহিত সেখা করিতে তাহাদের বাড়ীতে যাই। তিনি সেই গামার দেড় ছটাক জমিদারীর মালিক। আমার সঙ্গে ছুইটি সুলের গৌরব, রক্ত সংরক্ষণ হতাহত ছাগাতে গিয়াছিল। আমার ছুই পাশে ছাড় ছুইটি হাত ধরাধরি করিয়া গিয়াছে। আমাকে তিনি তার ফরাসে সম আসনে বসিতে বলিয়া ছাড় ছুইটিকে নিয়ে—জল-চোকিতে কিষা মাটিতে কমল আসনে বসিতে আদেশ ও ইচ্ছিত করিলেন। ছাড়েরকের একটা তাহার পুত্রের সহগাথা, অস্তুটা উচ্চাগাতী। ছুইটিকে সৈনিক প্রথমে ছাড়। তাহার আদেশে আমি এবং ছাড় ছুইটি বড়ই সন্ধ্যাচার হইলাম। তিনি জমিদার কি না, কাজেই গোলাকে কেমন করিয়া সম আসনে নিয়ের বিহ্রানম—করালে কমালেন? তাহাতে যে গৌরব ও সমান নষ্ট হয়! আমাকে দইয়া তিনি সমন হইলেন কিন্তু ছাড় ছুইটিকে লইয়া তিনি সমন হইতে অনিয়মিত ছাড় ছুইটি আর বলিল না—ঘাড়াইয়া বলিল। মনঃসূত্র হওয়ায় আমরা তাছাতাছি রওনা হইলাম। পথে আমি এই পাশে লাগা কথা বলিতে লাগিলাম। তন্নি জনৈক গামার উচ্চ করিল—“এতুে, ছ্বত্তিদের কথা ছাড়িরা দিন, ছোটলোকেরা দেড় পর্যন্ত মাটি কিনিয়া, কিষা দিব্যদের চক্ষু চুরিয়া—সুদ কষ্টিত করলোক হইয়াছে, বড়লোক হইয়াছে।” তাহার মন্ত্রে তিনি বলিলাম—কেন লোকে আন্দোলনকারিগণকে বিজ্ঞ করে—ঠিক করে, সামাজিক আন্দোলনে সহায়তাত্ত্বিক প্রকাশ করে না। হে সামাজিক আন্দোলনকারী ও সামাজিক উচ্চ অধিকার দাবীকারিগণ! তোমরা যে ব্যাঙ্গণ, বৈদ্য,
চাতুর্বর্ণ বিভাগ

কারন প্রভূতি তথা-কথিত উচ্চ জাতিগতকে তোমাদিগকে বুঝাক করায় জন্ম, জল অনাচরীর করার জন্য দোষী করিতেছ, উচ্চ কলে জাতিভীকের দোষ গোষ্ঠা করিতেছ-জিত্বনাণীকরি তোমরা।
কি তোমাদের নীচ জাতিগতকে আমাদের মতনই ঘৃণা ও অবজ্ঞা করনা। তোমরা কি মুচি, ডোম, চূরাল, দুলি, সাঁঝী, বাগুদি, হাওড়ে আপনাদের ভাল সমান জ্ঞান কর, একই পিতার সমান বলিয়া ভাবমাত্রা পোষণ করিয়া থাক। তোমরা কি তাহাদিগকে জল অচল অনাচরীর করিয়া রাখ নাই। তোমাদের কুষ্ঠা ছুইলে, ঘরে গেলে তোমাদের কুষ্ঠ, ঘর ও ঘরের দর্বারি কি নষ্ঠ হয় না। তাহাদিগকে অনাচরীর করিয়া লইতে পার কি? তা যদি না পার, তবে উচ্চ জাতিকে অনাচরীর করিয়া লইতে বল কেন অাইনে, কেন সাহস। অধিকার দিতে রাজী নও—অধিকার পাইতে সাধ কর। অধিকার না দিলে কিছুতেই অধিকার মিলিবে না। তাহাদের অপেক্ষাও শতরূপে নীচ জাতিদের প্রতি ঘৃণা তোমাদের অধিক। নমঃহৃদপুতা বলিতেছে—“নীচ, বর্ণিত চূরাল আমরা নাই।” কেন তাই, চূরালের—নীচ, বর্ণিত এই বিশেষ দিতেছ। সত্যি এই রূপে লিখিলে কি হইত না বা হয় না, যে—“আমারা চূরাল নাই।” তোমরা অন্যকে শ্রীহরির অস্ত সত্ত্বান্ধগণের নীচ বল—বর্ণিত বল—কিতু অতে যদি তোমাদের নীচ বর্ণিত বলে—তবে অনন্ত সামান্য দোহাই দ। ও। সমাজ কি এ সব দেখে না, বোঝে না। শ্রীভগবান কি এসব দেখিয়াছেন না। নিজে যত হও। অন্যকে বুঝে টানিয়া তোলন—বাচকানগরের কা কথা, বর্ণালীগণ। আপনার বক্সে তোমাদের টানিয়া তুলিয়া বড় করিবেন। অন্যকে নীচে রাখিয়া বড় হইতে যাই না।—কে যখন বড় হইতে পারিবে না।
চতুর্দৃষ্টিকা বিভাগ।  

শুদ্ধচারী, মাসাশোচ পালনকারী, যজ্ঞস্নাতকীন কায়স্থ যেই মাত্র বলিলেন—আমরা হীনশুদ্ধ নহি,—কামার কুমার বারোই বসিক আমাদের পদেশবক দাস, আমরা ক্ষত্রিয় রাজা—অমনি 
কায়স্থতর সমুদয় জাতি ব্রাহ্মণগণকে লইয়া দল বাধিয়া নব ক্ষত্রিয়কে 
জগ করিতে লাগিয়া গেল। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইতে অভিলাষী, 
কিন্তু বালমালগণ বা রাজবংশীগণ যে ক্ষত্রিয় হয়, ইহা তাহাদের 
অনুহ—চতুর্দৃশ। বারোইদিগের হই দল। যেহোরের শ্রীযুক্ত 
ষদ্বাক মজুমদারের দল ও ঢাকার শ্রীযুক্ত গোবিন্দ ভাট্টালের 
দল। যেহ বাস্তু বৈশ্বী আর্থিক, গোবিন্দ বাবু ক্ষত্রিয়ক আর্থিক। 
ভাট্টালের দল বলিলেন, বেশ হইয়া লাভ কি। সাহা, স্বর্ণাক্ষ, 
ফেরত, পাটনী গ্রীষ্মিত ছিল আমাদের ছোট্ট ও নীচ। বেশ হইয়া 
ত উহাদের সমান হইব। ছিলাম উহাতে, বেশ হইয়া হইব 
সমান। কি বিদ্যম। নীচ জাতির প্রতি কি হিংসা, কি ঘৃণা। 
শ্রুদ্ধ হইতে বৈশ্বভৎ ওয়ায়ন পাইলে যে কতটা অধিকার পাওয়া 
হয়—সেদিকে লক্ষ্য নাই। বেশ হইলে যজ্ঞস্নাত ধারণ করা যায়, 
বিষ্ণু হওয়া যায়, বেদ ও পূজার অধিকার হয়, ব্রাহ্মাণগণকে ক্ষত্রি 
দান ও অন্যান্যের অধিকার জমে, অশোচ করিয়া। ১৫ দিন হয়, যে 
জগ অনন্দ বা উৎসাহ নাই—কিন্তু সাহা, স্বর্ণাক্ষ, হিরণ, 
মাহিষ্য যে সমান হইবে ইহাই অশক্ত। এইরূপ মন ও ক্ষমতা 
লইয়া কিবে কখন বড় ও উচ্চ হইতে পারে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ 
জাতির দোষ উদ্বোধন ও দোষ পরিদর্শনে তোমর। যেমন মজুম 
—তাহাদের কুত্তাধি মহিক। অনুশীলনে সেইরূপ মনোযোগী হইলে 
তোমরা অনেকখানি বড় ও উচ্চ হইতে পারিতে। ব্রাহ্মণদের: 
চার তোমাদেরও বলি—"Oil your own mechine" নিজেরেক
চতুর্দশ বিভাগ।
চরকের তৈল দাও। সমান না দিলে সমান মিলিবে না, প্রেম
না দিলে প্রেম পাইবে না, ভাল না বাসিলে কেহ ভাল বাসিবে না।
হিংসার অনল ভারত-বন্ধন করিয়াছে। প্রেম-মন্দাকিনীর
পুত্ত ধারায় উহাকে নির্বাপিত কর। ব্রাহ্মণ কায়স্থগণকে যেমন
সমান করিতে ও সমান বলিতে চাও, ভেবেন মুচি ডোম চজাল
পালিরাকে সমান কর ও সমান বলিতে প্রস্তুত হও। অধিকার
না দিলে কিছুতেই অধিকার পাইবে না। ভগবানের দীন হীন
কাঙ্গাল সাতার মুচি মাথারকে ঘণ্ড করিবে ও পদতলে দলিত
করিবে, আর ব্রাহ্মণাদিউচ্চ জাতির কেন সমান করে না ও ঘণ্ড
করে বলিয়া বক্ততা করিয়া আসর মাতাইয়া ফলের আশা করিবে?
এরূপ আশা তাহার কর। অভ্যাসর করিলে অভ্যাসর হইবে—
সমান করিলে সমান পাইবে। যাত্রা ও সামাজিক শুধুতে বসিয়া
কত সমাজ-লালিত নীচ (?) জাতিদের লপ্ত-শাস্ত-পাপনীত ভগ্নলোক
সাজ। স্কুল কলেজের ছাত্রদের ও ধনীদের ছেলেদের মুখে বলিতে
শুনিয়াছি “আমাদের,—ভগ্নলোকের পৃথক বসিতে স্থান দেওয়া
উচিত। আমরা কি এই সব ছোট লোক ও ইত্যাদি লোকের সঙ্গ
এক আসনে এক সঙ্গে বসিতে পারি?” যাহাদের চতুর্দশ বিভাগ
হইলে পৃথিবী উচ্চ জাতির পাড়া। বহন করিতে করিতে
নামাস্কার চুল উঠিয়া। গিয়াছে, তাহাদের সমান সততি পার্শ্ববর্তী
গুলিবাসী ভাইয়ার বলে কি না ছোটোলাক, ইতরলোক! হাসিয়া
গায়—দুঃখও হয়। লেখাপড়া প্রির্কার—ধনী হইয়া এইরূপ উন্নতি
হইয়াছে। সকলকেই বলি, যার যার জাতিভিন্ন পরিভাষা কর।
তোমরা তোমাদের ধুলি ধূসরিত জাতিভিন্ন এক রণের নথি করিতে
প্রস্তুত নও, আর ব্রাহ্মণাদিউচ্চ জাতিগণ উত্তীর্ণ শৈলশূল সদৃশ
চতুর্ভর্ণ বিভাগ।

উচ্চ মান বিলঙ্ঘন দিয়া তোমাদের সমান হইবেন, এরূপ আশা করাও কি পাগলামি নয়?

কে বড়, কে ছোট? ভগবানই সকলের পিতা। সকলের জন্যই একমাত্র হইতে। পিতৃত্ব সকলের একই। যে বংশে প্রাঙ্গণ জন্ম এগাছে করিয়াছে, ক্ষত্রিয় বৈশ্বা বা বৈদ্য কাষ্ঠ, কাসার কুমার, সাহি স্বর্ণসিন্ধু। এই বংশেই উন্মত্ত—এই তুষ্টক মনে করিয়াই প্রাঙ্গণ কালিকে টাইনিয়া সমান করিতে যাইও না—মনে রাখিয়ো মূচ্ছ মাথায়, পারিয়া চোখেও তোমারই ভাই—মজুড় সহোদর।

একই ধরি বংশেই ইহাদেরও জন্ম। জন্মে ইহার বিশেষ সাহ। ইহাদের ভাই বলিয়া বুঝে টাইনিয়া লইতে, আপনার সম আসনে বসাইতে পার কি? যদি না পার, জাতীয় উন্নতি, আলোকন, আলোচন, বৈশ্ব ক্ষত্রিয় হইবার কথা মূলে আনিও না; পাপমুখে জাতীয় উন্নতি” এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া “জাতীয় উন্নতি”কে অপবিত্র, মলিন ও কলুষ কালিমা লিপ্ত করিও না। জাতীয় উন্নতির পবিত্র মন্দিবে তোমাদের প্রবেশাধিকার নাই,—রুখিব সরল অগণ, বিভবমুক বিশ্বপ্রতিপালক—মুচ্ছ মাথায় অপেক্ষাও তোমরা নীচ, হেয়, দৃষ্টি, অপদার্থ। শুধু তাহাই নহে—বিঠার ক্রিয়া কীট অপেক্ষাও তোমরা হীন, অপবিত্র। ব্যক্তিগতের পবিত্র ধারায় বহ বহ যুগ সংক্রিট ও সংসারিত যুগ বিশ্বে ও হিংসা কুটিলতার কলুবরাশি ধূত করিয়া ফেল। পবিত্র অপাপবিদ্ধ ভগবানের তোমরা পবিত্র সম্ভাব। দেবতার সমানে কেন পিশাচের দৃষ্টি অপবিত্র ভাব সকল আচরণ করিয়া রাখিবে? মুছিয়া ফেল সমুদয় হিংসা বিশ্বে; মুছিয়া ফেল সমুদয় হীনতা দীনতা; মুছিয়া ফেল সমুদয় পাপ তাপ। জাতীয় উন্নতির পবিত্র শ্রেষ্ঠ
চন্দনে দেহ মনঃ প্রাণ সংলিপ্ত করিয়া উচ্চ নীচ, ধনী দূরিত্ব, উত্তম অধম হিতি ধরাধরি করিয়া—গলাগলি ধরিয়া জাতীয় কল্যাণ সাধন ব্রতে দীর্ঘতিত হইয়া অগ্নিসর হও। দেবতার ছেলে,—আবার দেবতার ছেলে হও। প্রেমময়ের সম্ভাষণ কি প্রেমহীন হইয়া থাকিতে পারে। একই ধরিত্রী মাতার বক্তে লালিত পালিত হইয়া পরিবর্জিত হইয়া ছাড়িয়া। এখানে উচ্ছ নীচ, উত্তম অধমের পুত্রগুলিতে প্রেম বিষয়ের উপনীরণ করিবার চেষ্টা করিয়া না।
পরিশিষ্ট

বা

শৌরাণিক স্থষ্টি বিবরণী।

হিরণগর্ভ ভগবান বা বিরাট পুরুষ হইতে ব্রাহ্মার উৎপত্তি। কোন কোন শাস্তকার বলেন এই বিরাট বা হিরণগর্ভের মুখ হইতে 
ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উর্থ হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্র এই চতুর্দশির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা যে সত্য নয়, সম্পূর্ণ ভাম 
সঙ্গু, মানচিত্রে আমরা তাহাই দেখাইয়াছি। ব্রাহ্মণ উভয় হইয়া 
সর্ব প্রথম মানস-স্থৃতিতে সন্ত, সন্তানেন, সন্তান, সন্তকুমারকে 
স্থির করেন। তাহারা যৌন সম্বন্ধে স্থষ্টিকের্মো সহায়তা না করার 
দরক, তিনি ত্রষণে আরও দশ প্রজাপতি স্থাই করেন। তাহাদের 
নাম—মরীচি, অতি, অষ্টিরা, পুলহ, পুলস্ত, ক্রুৎ, প্রচেতা, ভূঃ, 
বশিষ্ঠ, নারদ। ইহারাও প্রায় সন্নকাদি শরি চতুষ্ঠয়ের নায় 
সৌম্যত্র ইত অবলম্বন করিয়া ভগবৎ আরাধনায় মূর্ত হইয়া জান 
ক্ষীর কার্যে পরাভূত হন, এই অধিকার ব্রাহ্মণ শরীর পুরুষ হই 
এই বিভক্ত হইলেন। পুরুষ অংশের নাম হইল মায়াহৃদয় নর,—— 
নারী অংশের নাম হইল শতরূপ। ইহাদের উভয়ের সংযোগে—যৌন 
সম্বন্ধে প্রিয়ত্ব ও উত্তেজনাপাদ নামে হই পুত্র ও আকৃতি, দেবহৃত্ত 
ও প্রসূতি নারী তিন কন্যা উৎপন্ন হইল। আকৃতি প্রজাপতি 
দুই সঙ্গে, দেবহৃত্তের ব্রাহ্ম ছায়া হইতে উৎপন্ন কর্ম খাবির 
সঙ্গে এবং প্রসূতির ব্রাহ্মী দক্ষিণ অক্ষুত হইতে উভত দফ প্রজা- 
পতির সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হইল। দেবহৃত্তি ও কর্ম খাবির
চতুর্ভুজ বিভাগ ।

সংযোগে ভগবান্‌ কপিল এবং কলা, অনুহ্রহা, শ্রদ্ধা, হবিভূৎ, গতি, ক্রিয়া, ধ্যাতি, অরুভুতী, শাস্তি নান্দী নন্দ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কলা মৃত্তিকায়, অনুহ্রহা অতিরিক্ত শ্রদ্ধা অঙ্গিতায়, হবিভূত, পুলশক্তি, গতি পুলান্তক, ক্রিয়া ক্রতুক, ধ্যাতি ভূঢ়ুক, অরুভুতী বিপত্তিক, শাস্তি ব্যতি হইতে উষ্ণত অঙ্গম প্রজ্ঞাগতি অর্থবর্তকে অর্ধিত হয়, প্রজ্ঞাগতি দন্তের ঔষধে প্রায়শ্চিত গের্ম বোলার কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে মৃত্তি প্রায় তেরটা ধর্মকে, একটি অংশকে, একটি যাবতীয় পিতৃগণকে—এবং সত্তা নান্দী কন্যা মহাদেবেকে প্রদত্ত হয়।

মরীচি বংশ ।—বঙ্গার মন হইতে উৎপন্ন মরীচির পুণ্য কশ্চিষ্ঠ। কোথাও খাঁটি প্রাচেন্দ দন্তের ২৭টার কঠোরে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে অদিতি হইতে ইত্যাদি বিবাহ অর্থাৎ আদিত্য বা দেবতাগণ, দিতি হইতে হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাঙ্কো অত্তিক দেবতাগণ, সম্প হইতে দানবগণ, তিভি হইতে জল অফতাগণ, সরমা হইতে শ্যামার কুল, সূত্র হইতে মূল্য গো, তাত্মা হইতে বিহঙ্গ, মুখি বা প্রাঙ্গন হইতে কেশিনী, রস্মা, তিলভূমা। প্রমুখ অপরাগণ, কাঠা হইতে অত্তিক গণু, অরিষ্টা হইতে গনবর্গ, সংরসা হইতে রাঙ্গোগণ, ইলা হইতে উষ্ণী এবং ক্রোধ বস। হইতে সর্পাঙ্গসী উৎপন্ন হয়। মানবীর গর্ভে পত্নী পৃথক উৎপন্তিত তাৎপর্য এই যে, যে যে শক্তি ধারা ফুটিকরা ভগবান্‌ এই সব স্তত্তি করিয়াছেন উহারই উক্ত প্রকার নাম রাখা হইতাছে মাতি। অর্থাৎ ভগবান্‌ যে শক্তি ধারা প্রাপ্তি স্তত্তি করিয়াছিলেন উহারই নাম শক্তিক্ষ, যে শক্তি ধারা প্রকস্তি নাম করিয়াছেন উহারই নাম তাত্মা ইত্যাদি।
চতুর্ভুজ বিভাগ।

পাঠকগণ দেখিবেন, দেবতা, দৈত্য, দানব বা রক্ষণরূপের উৎপত্তির মূলে ইতর বিশেষ হয় নাই। একই প্রাচেনস দক্ষের কন্তার গত্তই এবং একই কশ্যাপ ধর্মির ঔষধে দেবতা, দৈত্য, দানব, রক্ষণ প্রভৃতি সম্পন্নরূপ জন্মিয়াছে। ইহারা পরস্পর সম্পর্কে বৈমাত্রের ভাই অথবা মাতৃভূত ভাই। সকলেরই পিতা ধর্মি কশ্যাপ এবং সকলেরই মাতা এক প্রাচেনস দক্ষের কন্তা। সমুদ্র মধ্যে এবং দেবাঃসুর সংঘারের অবস্থায়, দেবতা ও দৈত্য দানবে চিরবিদ্যুত, চিরশক্তি ও চির বৈর ভাবের সংখ্যার চলিয়া আসিয়াছে। দেবতার সকলে মিলিয়া বৈমাত্রের ভাই দৈত্য দানব-গণকে যখন স্থায় বিধিত করিল অমনি রাজত্বের পূর্বমন্ত্রিনী ধর্মি নরকের পূর্ণতম ভক্ত হইল। দেবতাদের প্রতি দৈত্য দানব ভাইদের প্রতিহিংসানু, বিশেষ বক্তি, শুক্তি সাধনের তীৰ্থণ অর্থে দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিল। তাহার ফলে দেবতাদের কুপাতিতারী খেবিনামের শাস্ত্রপ্রণেতারুণ লেখনীর সাহায্যে দেব দেবীর মধ্যে এক দুর্দেশের পার্থাণ প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দেব দেবীর চির বিশ্বের পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন।

দিতি—কশ্যাপের ঔষধে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যক্ষেত্র নামে হৃষ্টী যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। হিরণ্যক্ষেত্র বরাহ অবতার ভগবানের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া। হিরণ্যকশিপুর সী পরমা সাধবী ও পূর্ব-চরিত্র বৃহদ আহলাদ ও আহলাদ নামে কয়েকটি পুত্র প্রসব করেন। পরম লাভকান্ত ও বৈশ্বভূতাণী আহলাদ চক্ষু বলে শৈত্যকুল পরিত্যাগ করেন। আহলাদের পুত্র বিশ্বেচন; বিশ্বেচনের পুত্র বলি; বলির পুত্র বাণ; বাণ কাঞ্জা উভার সহিত শৈত্যকুলের পৌত্র প্রাচীরের পুত্র অনিরুদ্ধের পরিপূর্ণ হয়। দেশ্যকুলের কন্তার
চতুর্ভ্যব বিভাগ।

সঙ্গে চতুর্ভ্যব্যীয় বাষ্পমের পৌরোর বিবাহ সংবিধিত হইল। ইন্দ্র, বায়, সূর্য অভ্যুতি অদিতির পুত্র। মনীচির পুত্র কশ্যপ এবং কশ্যপের পুত্র সূর্যা। এই সূর্যা হইতে এই বংশের উৎপত্তি বলিয়া ইহার নাম সূর্যবংশ।

সূর্যবংশ।—সূর্যাসূত্র বৈবর্তম সম্প্রতি, ইনি সপ্তম সম্প্রতি। মধ্যে পুত্র—ইক্ষুকু, পৃষ্ঠ, নূগ, শর্যাদি, ননরিবম, করিপ, নেদিষ্ট, তৃষ্ঠ, নেগ, রাণ্ডু এবং রাণ্ড ইহা। দ্বিতীয় ভাগ সকলই গণিতের বিষয়ত হইল। ইনি পুরুষ তৃতীয় জাতি পূর্বের উৎপত্তি বলিয়া ইহার নাম সূর্যাবত।

মধ্যে পুত্রাদি।—পুত্রের পুত্র পুরুষ। ইনি নগার নগার। এই পুরুষের পুত্র ইক্ষুকুর তত্ত্বাবধায়ক। ইয়ুকু তত্ত্বাবধায়ক তত্ত্বাবধায়ক তত্ত্বাবধায়ক। ইনি জাতিপ্রতি পুরুষ নির্ধারণ করেন। তত্ত্বাবধায়ক তত্ত্বাবধায়ক তত্ত্বাবধায়ক। এই পুরুষের পুত্র বৃহস্পতি তত্ত্বাবধায়ক তত্ত্বাবধায়ক। এই পুরুষের পুত্র বৃহস্পতি তত্ত্বাবধায়ক।

নাথাতার তত্ত্বাবধায়ক। পুরুষ, অধরেষ্ঠ ও মাতৃমৌর্য। অধরেষ্ঠ, মাতৃমৌর্য ও মাতৃমৌর্য। মাতৃমৌর্য তত্ত্বাবধায়ক। তত্ত্বাবধায়ক তত্ত্বাবধায়ক তত্ত্বাবধায়ক। তত্ত্বাবধায়ক তত্ত্বাবধায়ক। তত্ত্বাবধায়ক তত্ত্বাবধায়ক।

তত্ত্বাবধায়ক তত্ত্বাবধায়ক। তত্ত্বাবধায়ক। তত্ত্বাবধায়ক তত্ত্বাবধায়ক। তত্ত্বাবধায়ক। তত্ত্বাবধায়ক। তত্ত্বাবধায়ক। তত্ত্বাবধায়ক। তত্ত্বাবধায়ক। তত্ত্বাবধায়ক।
চতুর্দশ বিভাগ।

ধান, তত্পুত্র দিলীপ, তত্পুত্র মর্দ গঙ্গা বা তাগীরধী আনন্দকারী ধন্যজ্ঞান ভগীরথ। ভগীরথের পুত্র শ্রী, তত্পুত্র নাত, তত্পুত্র নিম্বীরি, তত্পুত্র অমৃতায়, তত্পুত্র বিধায় ধ্রুপদি রাজা, তত্পুত্র সুরদার কাম, তত্পুত্র নুদাস, তত্পুত্র সোদাস। ইহার মহিষীর নাম মালয়ি। মধ্যসী করে রা গর্ভে মাহেরি রক্ষিত দ্বারা সন্তান উৎপত্তি করান হয়। প্রতিন কালে এইরূপ রীতি প্রচলিত ছিল।

এইরূপে অখ্যাত জ্ঞানে। অশ্বে পুত্র বালিকা, তত্পুত্র দশরথ, তত্পুত্র ঐতুড়িক্ষি, তত্পুত্র বিনেহ, তত্পুত্র বিধায় খটাঙ্গ রাজা। তত্পুত্র দীর্ঘ বাঙ্ক। বাঙ্কের পুত্র বিধায় রাজা দিলীপ। দিলীপের পুত্র রহু, রহুর পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ। দশরথের তিন মহিষী। কোষলার গর্ভে শ্রীরামচরণ, শ্রীকের গর্ভে ভরত, সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শক্তিন। মধুলীলা বাণ জনকনন্দিনী সীতার গর্ভে শ্রীরামচরণের কৃষি ও লব নামে ঘূর্ণিজীবী পুল্ল জয়ং গ্রহণ করেন। কৃষির পুত্র অতিথি। রাজগুহতার রাজপুত্তগণ কৃষির বংশধর। অতিথির পুত্র নিশ্চিয়, তত্পুত্র না, তত্পুত্র পুণ্ডরীক, তত্পুত্র ক্ষেমধরা, তত্পুত্র দেবানীক, তত্পুত্র হীন, তত্পুত্র পারিবার, তত্পুত্র বহুচল, তত্পুত্র বজ্রনাব, তত্পুত্র সুগন্ধ, তত্পুত্র বিধ্বষাত, তত্পুত্র হরিঘনান, তত্পুত্র পুপা, তত্পুত্র ক্ষষ্টাি, তত্পুত্র মহারাজ, তত্পুত্র নামঞ্জী, তত্পুত্র অমৃতক্ষীণ, তত্পুত্র শীত্র, তত্পুত্র মর, তত্পুত্র আশ্বশ, তত্পুত্র মদন, তত্পুত্র বিক্রম, তত্পুত্র অন্তর্গত, তত্পুত্র মহবান, তত্পুত্র বিযাহী বা, তত্পুত্র অসেনজিত, তত্পুত্র রুদ্ধবল, ইহা কুরুক্ষেত্র বুখে স্বভাসানন্দ অভিমুখী হেতে নিধন প্রাপ্ত হন। তত্পুত্র রূপেন, তত্পুত্র বৎসরূপ, তত্পুত্র প্রতিভোম, তত্পুত্র ভূমিত, তত্পুত্র দিবকর, তত্পুত্র সহস্র, তত্পুত্র বৃহদাক্ষ, তত্পুত্র
চতুর্বর্ণ বিভাগ।

ভার্মান, তৎপুৃভ প্রতীকাঞ্জলি, তথ্যপুত্ত্ব সম্প্রতি কৃত, তৎপুৃভ মরূদুন, তৎপুৃভ সন্ত্রীকরণ, তৎপুৃভ পুস্পর, তৎপুৃভ অস্তরীকৃত, তৎপুৃভ স্তুতি, তৎপুৃভ অমিকজ্ঞিত, তৎপুৃভ বুদ্ধিজ্ঞ পুৃণ্ডী, তৎপুৃভ বুদ্ধি, তৎপুৃভ কৃতজ্ঞ, তৎপুৃভ বিশ্বাস, তৎপুৃভ সংজ্ঞ। সংজ্ঞের পুত্ত্ব বিখ্যাত বংশ আরও। শাকের পুত্ত্ব শুল্কোদ। শুল্কোদের পুত্ত্ব ছাল, তৎপুৃভ প্রসেন-জী, তৎপুৃভ কুশ্রুক। কুশ্রুকের পুত্ত্ব স্মিত। ইন্দ্রকুকৃ বংশ এইখানেই শেষ।

ইন্দ্রকুকৃর তৃতীয় পুত্ত্ব নিমিত।

| ১। নিমিত | ২। জনক (বৈদেহ) |
| ৩। উদ্দান্ত | ৪। নিজিবাদন |
| ৫। শ্রুকেতু | ৬। দেবরাজ |
| ৭। বুদ্ধিজ্ঞ পুৃণ্ডী | ৮। মহাবীর্য |
| ৯। মুহুর্তি | ১০। হর্ষ্যচ ঃ |
| ১১। ক্র | ১২। প্রতীকাঞ্জলি |
| ১৩। কৃতজ্ঞ | ১৪। দেবষি চ |
| ১৫। বিশ্বামৃতি | ১৬। মহাবিহৃতি |
| ১৭। কুজ্জিতরাম | ১৮। মহারোমাস |
| ১৯। শ্রীরোমাস | ২০। হৃজ্জরোমাস |
| ২১। মুকৃম্বঙ্গ | ২২। কুশ্রুক ও কুশ্রুকঃ সীতারোমাস |
| ২৩। ধর্মধর্মাস | ২৪। কৃতধর্ম ও মিতধর্মাস |
| ২৫। কৃতাঙ্গাঙ্গ | ২৬। ভার্মান খাঙ্গিকাস |
| ২৭। শুক্তচুম্ব | ২৮। চাহুচি |
| ২৯। নুনভাজ | ৩০। উর্জ্জকৃতী |
চতুষ্কর্ণ বিভাগ।

৩১। পুত্রজিত  
৩২। অরিষ্ঠনেদি
৩৩। শ্রণতায়ু  
৩৪। সুপার্শ্ব
৩৫। চিতরথ  
৩৬। ক্ষেমাধি
৩৭। সুরথ  
৩৮। সত্যরথ
৩৯। উপগুপ্ত  
৪০। উপগুপ্ত
৪১। সন্নদ্ধ  
৪২। চণ্ডুবর্ণাণ
৪৩। স্নাৎসন মন্ত্র  
৪৪। শ্রোত
৪৫। জয়  
৪৬। বিজয়
৪৭। ঋত  
৪৮। ঋনক
৪৯। বীরহর্ষ  
৫০। ধ্রুতি
৫১। বহুলাখ  
৫২। কৃতি (শেষ)

ইক্ষুকুর অন্ততম ভাই পৃথক শুদ্ধ পাণ্ডু হন।
ইক্ষুকুর অন্ত ভাই রূপ।

১। নূগ  
২। ক্ষুমতি
৩। ভূতজ্যোতি (ব্রাহ্মণ হন)  
৪। বন্ধ
৫। প্রতিক  
৬। ওধবান ও ওধবতী কন্যা

ইক্ষুকুর অন্ত ভাই শর্যাভাতি।

১। শর্যাভাতি  
২। পুত্র আনন্দ ও ভূষযোন এবং কন্যা শুক্যভা।
৩। আনন্দের পুত্র রেবত, ইনি কুশকুলী নগরী প্রতিষ্ঠাতা।
৪। রেবতের পুত্র  
৫। ককুশী ও কন্যা বলদেবের সহিত বিবাহ হয়।

২। আনন্দের ভগিনী শুক্তিকার সহিত ভূগুপুত্র চানের বিবাহ হয়।
চতুর্বর্ণ বিভাগ ১

ইংকাকুর অর এক ভাষা নিয়ন্ত্রণ ১

১। নিয়ন্ত্রণ ২। চিত্রসেন
৩। খাক ৪। মীঠাণ
৫। পূর্ণ ৬। ইন্দ্রসেন
৭। বীরতিহাত ৮। সত্যশ্রব
৯। উরুশ্রব ১০। দেবদত্ত

১১। অগ্নিবেশ (ব্রাহ্মণ হন) অগ্নিবেশ হইতে অগ্নিবেশারণ

ওক্তর বহন উৎপন্ন হয়।

ইংকাকুর অর ভাষা করণ ১

১। করণ হইতে ২। কারণ নামক ক্ষতির বহন উৎপন্ন হয়।

ইংকাকুর অর ভাষা নদিদিণ ১

১। নদিদিণ ২। নাভাগ (বৈশাখঃ

প্রাপ্ত হন)

৩। বলন্দ ৪। বৎস প্রীতি
৫। প্রাংশু ৬। প্রবীণতি
৭। খনিত্র ৮। চাক্ষুষ
৯। বিবিশতি ১০। রস্ত

১১। খানীনেত্র ১২। কবর্ণমস্ত

১৩। ওরিখিঙ্গ ১৪। মরুত (বিভাষ্য

বজ্জকারী)

১৫। দম ১৬। রাজবর্ণ

১৭। বেশ্যতি ১৮। নব

১৯। কেবল ২০। ধুষ্টমান
চতুর্বর্ণ বিভাগ।

২১। বেগবন্ধ
২২। বৃধ
২৩। ভৃষ্ণবিন্দু
২৪। বিশাল,ধূমকেতু ও শূল-বদ্ধ এই তিন ভাই ও ইলবিলা ভদ্রগী বিশ্ব শীর্ষের সহিত বিশ্বের ফলে কুবের জন্ম।

২৪। বিশাল, বৈশালী নগরী স্থাপিত।
২৫। হেমচন্দ্র
২৬। ধূমক্ষ
২৭। সংযম
২৮। কৃষ্ণাখ, দেবল
২৯। সোমদত্ত
৩০। শুমতি
৩১। জনমেজয় (শেষ)

ইক্রাকুর অঙ্গ ভাতা পাং অপুত্তর।
ইক্রাকুর শেষ ভাতা নভগ।

১। নভগ
২। নাভগ
৩। অশ্রীষ। এই অষ্টরীষের নিকট দুর্বলসার নিগ্রহ হয়।
৪। বিরুপ, শঙ্ক, কেতুবাীণ ৫। বিরুপ পৃষ্ঠ পৃষ্ঠদ্ব, তৎপৃষ্ঠ
৬। রথীতর। ইহার ভার্যায়েতে অন্ধকা শীর্ষ সন্নাথ উৎপন্ন করেন। তাহারাই অন্ধ্র্য গোত্রীয় বিশ্ব।

সৃষ্টিব্যাপ্ত শেষ।

কন্ধপের অভিনন্দন। পল্লীর গর্ভে বৎসর ও অস্তিত নামে দুইটি পৃষ্ঠ জন্ম। বৎসর পৃষ্ঠ নেত্রক। অস্তিত পৃষ্ঠ দেখল শাক্তিসী।
মরীচি বংশ শেষ। এই বংশেই অপসার, কান্তায়ন ও কন্ধপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হন।
চতুর্দশ বিভাগ:

অঙ্গির। বৃক্ষার মুখ হইতে অঙ্গিরার উৎপত্তি হয়।
শ্বসার গর্ভে অঙ্গিরার সম্ভ্র, বৃহস্পতি, বান্ধব, উত্থ এই চারি
তন্ময় জন্মগ্রহণ করেন। বৃহস্পতির পুত্র ভর্ম্মাজ ও বার্হ্মণ
ভর্ম্মাজের পুত্র ব্রোন্থচার্য। রূপীর গর্ভে ব্রোন্থচার্যের অধ্যাপকা
নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশের শনীর জন্মগ্রহণ
করেন। এই শনীর ধাতির গায়ে মহারাজ পরীক্ষিত মূর্ত সর্প
প্রদান করেন। শনীরের পুত্র শ্রুতি। অঙ্গিরা হইতে অঙ্গিরস
গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশ জন্মগ্রহণ করে।

পুলুহ। গতির গর্ভে পুলুহের কর্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়স ও সক্ষিণ
নামে তিন পুত্র হয়।

পুলুষ্ট। বৃক্ষ কণ্ঠ হইতে পুলুস্তের উত্তর। পুলুস্তের
হিংসার গর্ভে অগন্ত ও বিন্দবস নামে ভাই পুত্র হয়। বিন্দবসের
চূড়ান্ত পত্নী; ইলিবিলা ও কেশীনা। ইলিবিলার গর্ভে কুবের ও
কেশীনা বা নিকৃষ্ট গর্ভে রাবণ, কুষ্টকৃষ্ণ ও বিভীষণ জন্মগ্রহণ
করে। বিন্দবস ধাতি বা ব্রাহ্মণ—তাহারই পুত্র রাবণ, কুষ্টকৃষ্ণ,
বিভীষণ। বামনের জন্য রাক্ষস নর কিন্তু কর্মের জন্য তাহাদের
নাম রাক্ষস হইয়াছে।

কাশ্য। ক্রিয়ার গর্ভে ক্রুড়ুর বালাখিলে প্রমুখ ৬০ হাজার
পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

প্রচ্ছদ। প্রচ্ছদের স্তম্ভান্তরিত কথা উল্লেখ নাই।

বশিষ্ঠ। বৃক্ষার গৃহে হইতে উৎক্ষেপ হয়। অর্কুদ্ধার গর্ভে
বশিষ্ঠের পত্নী নামক পুত্র জন্মে। অষ্টমঃ পত্নী উজ্জার গর্ভ
চিত্তকৃষ্ণ, চুরোচ্ছি, বীরজ্ঞ, মিত্র, উষ্ণ, বজ্রদ্বার, হামান নামক
চতুর্ভর্ণ বিভাগ।

সুষ্ঠুর্থি উদ্ধব হন। শতত্ত্ব পুত্র, পরাশর কৈবর্ত্যাকীয় দাস রাজকুমার সংসগ্ন বা সত্যবতীর গর্ভে বেদব্যাসকে জন্মদান করেন। ব্যাসের পুত্র শক্তের গোস্বামী।

ভৃগু। ব্রহ্ম হন (বা মাতার দ্বারা) হইতে উদ্ধত।
খ্যাতির গর্ভে ভৃগু ধাতা ও বিধাতা নামে হই পুত্র হয়। অন্য পন্ত পৌরোধী গর্ভে কবি, চাবন ও আপ্তুরান্ন জন্মগ্রহণ করেন।
ধাতা আয়তির গর্ভে মুক্তকে জন্মদান করেন। মুক্তের পুত্র মার্কণ্ডেন। নিয়মিত গর্ভে বিধাতার গ্রাণ নামক পুত্র জন্মেন। গ্রাণের পুত্র বেদশির। কবির পুত্র উশনা বা উত্তাদর্শ। শুক্রচর্যার পুত্র শ্রেণ ও অনুর। চাবনের পুত্র শাবর্ত ও শ্রমী। শুর্কের পুত্র শ্রীকিত। শ্রীচিকে শ্রীবংশীয় গাধিরাজার জ্ঞোষল করান। সত্যবতীকে বিবাহ করেন।
সত্যবতীর গর্ভে শ্রীচিকের জমদগ্নি নামে পুত্র হয়। পিতৃস্ম্পর্ককে জমদর্শি ব্রজাণ্ডী হয়। জমদগ্নি আবার এতনজিত রাঙ্কন্তা রেণুকাকে বিবাহ করেন। রেণুকার গর্ভে জমদগ্নির পরস্পর নামক অমিত পরাক্রমশালী এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।
ইনি মাতৃহত্যা করেন ও পিতৃবৈকুণ্ঠ সাধন নিমিত্ত বহুব্র্যাক্তির কুল নিষ্ক্রিয় করিতে যত্ন করেন। ইনি তীর্থের যুক্তির গুরু ছিলেন। শ্রমিতির পুত্র রুহ। রূপর পুত্র শুনক। এই বংশেই নেতৃমায়িণ্য তপঃ কৃত্রির বিধান ধর্ম শোনক জন্মগ্রহণ করেন।

নারায়ন। ব্রহ্মার কৃত্ত হইতে নারদের উদ্ধব। ইনি সর্ক্ষতালী কুমার, ভগবৎপ্রেম মদির পানে বিভোর। দিন রজনী হরিহরণ পানে মত, বিস্মৃতের।

দক্ষ প্রজাপতি। ব্রহ্মার দক্ষ অসুভ হইতে অমৃত।
চতুর্ভুজ বিভাগ ।

বায়ুমণ্ডলে মন্ত্র কর্তা প্রতিষ্ঠার গর্ভে ১৬টি কর্তা জন্মদান করেন।
তন্মধ্যে মূর্ত্তিপ্রসূত ১৩টি কর্তা ধর্ষণকে, ১টি অর্থকে, ১টি যাবতীয়
পিতৃগণকে, ১টি মহাদেবকে অর্পণ করেন।

ধর্ষণ। ব্রাহ্মণ দক্ষিণ স্থান হইতে ধর্ষণের উদ্ভব। দক্ষ
গ্রাজুপতির ১৩টি কর্তাকে বিবাহ করেন। ইহার চূড়ান্ত পুত্র নর ও
নারায়ণ ওষ্ঠি। ইহারাই কলের ভাগ করিয়া তৃণকী ও অর্জ্জুন
রূপে আবিভূত হন।

অধর্ষন। ব্রাহ্মণ হইতে জাত। পত্রী চিত্তির গর্ভে
মহাশ্ব দর্শনিমূর্তি জন্মগ্রহণ করেন।

অত্রি। গ্রাজুপতি অত্রি পদ্মযোনি ব্রাহ্মণ চক্ষু হইতে
উদ্ভূত। কর্মর ও দেবতাজয় নন্দনী অত্রীয়। ইহার সহরমণি।
অত্রীয় গর্ভে অত্রির তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ অংশ
চন্দ ( বা সোম ), লতার অংশ মহাথ হর্ষকাল, বিষ্ণুর অংশ
যোগবিদ্য দত। এই অত্রির পুত্র চন্দ হইতেই চন্দ্রবংশের উৎপত্তি।
পথম গ্রাজুপতি মরীচির গৌরী, কশ্চিপের পুত্র সূর্য হইতে সূর্য সূর্যাবংশের
উৎপত্তি, তত্তম মহাথ অত্রির পুত্র চন্দ হইতেই চন্দ্র-
ধর্ষণের উৎপত্তি। এই সূর্য ও চন্দ্রবংশ হইতেই যাবতীয় সূর্যাবংশীয়
ও চন্দ্রবংশীয় কৃত্তিতে নারকের এবং তৃতীয়েরই শাখাপ্রসারণ স্রোত
কুুুবংশ, পুুুবংশ, বৃণিমুবংশ, যজ্জবল, দোজবল, হৈ বংশীয়
কৃত্তিতে নারকের এবং তৃতীয়ের শাখাপ্রসারণ বৃণিমুবংশ ও শুদ্ধবাংশের
উৎপত্তি হইয়াছে। বিবাহ মত বা হিরণ্যক পুুুুবংশ মূুখ হইতে
ব্রাহ্মণ, বাক্ত্ত হইতে কৃত্তিতে, উক্ত হইতে বৈশ্ব এবং পাদ হইতে
শুদ্ধগণের উন্নত হইয়াছে বলিয়া যে কোন কোন শাখায় দেখিতে
পাওয়া যায়, ইহার প্রমাণ আমরা পাইলাম না। প্রমাণ
পাইতেছি মরীচি, অত্রিত্রী, অঙ্গিরা, পুলক,পুলক্ষ, ক্ষুদ্র, প্রচেতা, ভূগু,
বশিষ্ঠ, নারদ, দক্ষ, ধর্ম, অথবা প্রজাপতি ও অশীগুণ।
চইতেই যাত্রী ধারনা, বাণ্ড্রবংশ, হর্ষ ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়
নরপতিগণ, নানা শ্রেণীর বৈশ্ব ও শূদ্রগণ উৎপত্তি হইয়াছে।
অর্থনতিগণ—যায়কু মন্ত্র ও শতরুপা দ্যায়। উৎপত্তি প্রায়ত্ন ও
উদ্ধারপাদ রাজা ও আকুতি, দেবতাস্তি ও প্রশ্রুতি এই তিন কন্যা
হইতে উৎপত্তি হইযাছে । বিরাট ব্যবস্থার মুখ, রাজ্য, উক্ত, পাদ
হইতে যে ব্যৰ্থ, ব্যতি, বৈশ্ব, শুদ্র এই চতুর্ভর্ণের উৎপত্তির কথা
কোন কোন শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া 
যায়—উজু যুক্তিহীন ও প্রমাণ
রীতিনি বলিয়া শ্রীমতাগতকার নদেবাস প্রমুখ পৌরাণিকগণ ও
শাস্ত্রকারণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এবং শ্রীমতাগতকে এইরূপ
ভাবে পৌরাণি কৃষ্টি-বিদ্যা লিপিবদ্ধ ও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।
এই পুস্তকের প্রথম অংশে ১৪ পৃষ্ঠায় যে লিখিত হইযাছে—
‘এক বা ইহে আসিয়া আন্তু একার’, ‘ন বিশেষোচিত বর্ণনামায় সর্বজ্ঞ
ব্যক্তি জগত’, ‘একবর্ণিন্দ পুরো বিভাগসাহা সুনির্ণ ।’ এখানে
আমার সে কথার বের বের সত্যতা ও প্রমাণ দর্শন করিলাম।
মরীচি, অত্রিত্রী, অঙ্গিরা ও স্যায়কু সম্প্রতি প্রাপ্তিতে প্রদর্শন দর্শন প্রাপ্তির ও যুগে হইতেই চতুর্ভূষণের উৎপত্তি। ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব ও
শূদ্র বের বের পূর্ব প্রাণ বা শাস্ত্রনেতাত্ত্বিক একবর্ণ প্রাপ্তি
পাইতে হইলে। সেই এক ব্যক্তি বাণী মরীচি, অত্রি প্রাপ্তি
প্রাপ্তির পুনর্ব, পৌরাণিক, প্রাসাদ, রূপক পৌরাণিকগণ ক্রমে ক্রমে
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব ও শূদ্র হইয়া পাইলাম।
পাঞ্জগণ বলিয়া পারেন, লেখক ব্যক্তি ও ক্ষত্রিয় বংশাবলীর
চতুর্দশ বিভাগ।

শ্রায় বৈশ্ব ও শূদ্রবংশালী কেন বিষ্ণুভাবে লিখিলেন না। ইহার উত্তর সহজ। ঋষিনামধ্যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রগ্রন্থেচ্ছু তাহাদের নিজেদের ও যাগ যজ্ঞিনিরত প্রতিপালক ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের বংশালীর কথাই বিষ্ণুভাবে লিখিয়াছেন। মূর্ত্তি দেবতাকর্ম্মজ্ঞ হতভাগ্য বৈশ্ব শূদ্রদের বংশালী লেখেন নাই; জানিবারও কোন আবশ্যকতা। উপলব্ধি হয় নাই, উপায়ও ছিল না। জন-সাধারণই ছিল বৈশ্ব, শূদ্র। কোট কোট বৈশ্ব শূদ্রের বংশতালিকা পূর্ণ ইতিহাস বা পুরাণ পড়া। করিয়া কোনই দরকার হয় নাই। ইহাতে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের দোষ দেওয়া যাইতে পারে না, ইতিহাস পাঠক মাত্রই জানেন—সব দেশেই রাজবংশের ধারাবাহিক ইতিহাস ও সঙ্গে সঙ্গে রাজবংশীয় নরপতিগণের ধারাবাহিক জীবন চরিত ইতিহাস-গ্রন্থের কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। কোন দেশেই সাধারণ প্রাচীন ও শিল্প, শাস্ত্রীয়, বিণ্ডু, বৃক্ক ও দাসগণের ইতিহাস প্রচীত। হয় নাই বা পুরাণের প্রমোধনীতা উপলব্ধি হয় নাই। স্কুল কলেজের ছাত্রগণ গীত, গোম, ইংরাজ, জেন্ন, ভারতবর্ষের হিন্দু রাজ্যগুলি মুসলমান ধর্মাবলম্বী পাঠান ও মোগল বাদসাগরের বংশতালিকা সহ ধারাবাহিক ইতিহাস বা ইতিহাস পাঠ করেন। ইতিহাস লেখকগণও শূদ্র রাজকাহিনীই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—শিক্ষক ও অধ্যাপকগণও আপন আপন বিশ্বাসে ও কলেজে তাহাই ছাত্রগণকে শিক্ষা দিয়া থাকেন বা অধ্যাপনা করাইয়া থাকেন। প্রাচীন কালেও এইরূপই হইয়াছিল। তবে বর্তমান যুগেও যেমন মাঝে মাঝে অসাধারণ ক্ষমতা-শালী প্রতিভাপুরুষ যুগপ্রবর্তনকারী সাধারণ প্রাচীর সমাজগণের ইতিহাস, বংশপরিচয়, জীবন-কাহিনী। ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ
চাতুর্বর্ণ বিভাগ।

হইয়াছে, প্রাচীন কালেও সেইরূপ হইয়াছিল। প্রায় সাধারণের
সন্তান হইযাও যেমন জর্জন কৃষক পুত্র—রসায়ন শাস্ত্রবিদ্য ভক্তিল, ইংরেজ কৃষক সন্তান সারু আইজ্যাক নিউটন, চর্চারাজ জাতীয় প্রসিদ্ধ ইংরেজ নিৰ্মাণ সারু রাউডেনলিসেল, ইংলণ্ডের কোম্পানি নিবন্ধ চিফ্ত জগতী লর্ড টেটার্ডেন, মানস- বিক্রেতা কলাই—রবিনসন কুশো গ্রেভাট। ডিজনে, ফরাসী দেশীয় কুস্তিকার নিবাস বিভাগ সন্তান মান বিভাত রসায়ন শাস্ত্রবিদ্য প্যালিসি, স্টে- গণের কৃষক সন্তান বিভাত কবি রবার্ট বার্লস, ইংরেজ কৃষক-
কার্যের গুণ প্রসিদ্ধ চিন্তক জোসেফ টার্গার, ইংরেজ কৃষক
সন্তান—প্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্রক আন্ডু ফুলার, চর্চারাজ গুণ ফ্রান্স
dেশীয় বিভাত কবি জীন রাপ্টিট কুসো, কর্সিকা দীপবাসী সাধারণ লোকের সন্তান নেপালীয় বোনাপাটি, শারদেশের অধিত্ব পণ্ডিত ধাতীনন্দর সাহেব এবং সেনিকার আমেরিকার যুক্তরাজ্যের কাজি বা রুপাঙ্গ দাসব্যাংস রুকার ওয়ারিয়েন্টরের ইতিহাস, কাহিনী, জীবন ব্যাংসা ও বংশ পরিচয় ঐতিহাসিকতা বা
ইতিহাস লেখক আপনাপন ইতিহাস গ্রন্থে বা জীবন চরিত
গ্রন্থে বিতৃত ও বিশেষভাবে বর্ণনা ও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, প্রাচীন
cালেও সাধারণ লোকের অসাধারণ সন্তানগণের জন্মবৃদ্ধি,
বংশ পরিচয়, ইতিবৃয়, জীবনী, বেদ বেদান্ত পুরাণ, ইতিহাস, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমান্দ্রাগবত, হরিবংশ, জৈমিনী ভারত
প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহিতে শাখে দৈত্য-
কুলের হিরণযাকশিপু, হিরণযাক্ষ, প্রলাদ, বান, বান, দানবকুলের
মষ, রাক্ষসকুলের রাবণ, কৃষকুল, বিভিন্ন, ইত্যাদি, তরণীসেন,
নন্দোদী, গন্ধীরা, সরমা, বানরাজি পুণকুলের বালী, কৃষাব,
চতুর্বর্ণ বিভাগ।

হনুমান, অঙ্গ, নল, নীল, জাতুনান, হুসেন বৈঠ, চওঁলুকেলের গুহক, চর্মকারকেলে রুদিহাস, বহুপ্রভু সেবিকা দাসী জবালার পুনঃবেদরচ্যুত সত্যকাম, সংখের কতকগুলি স্থান ও মন্ত্রগ্রন্থে। দাসী-পুনঃ কবস, তথ্যতথ্য তুল, দাসী উরিজের পুনঃ বেদমার্গ প্রত্যেক কুক্ষীবান্ধ ও চক্ষু, বৈবর্ধ রাজস্ত। সত্যবিজ্ঞ, শৃঙ্গমুখ রূপী রাজা, দাসী পুনঃ বিন্দুর, ধর্মবাধার; যেন রামনী শ্যুনীর গভীরজ্ঞান শুকেন বৈশ্ববর্ণগত গোপ বা গোবাল। জাতিয় নন্দগোপ, উপানন্দ, শ্রীদাম, স্নাম, দাম, বহুদাম, ভাঙ্গের গোপ কত্তাগাণ, বৈশ্ব পুনঃ অন্নমূনি, ও তথ্যতথ্য শুধুমাত্র দিয়ে ভিন্ডিনুনি, শ্যুত্তথ্য করেন কথা কিন্তু আধুনিক যুগের মুসলমান সম্ভান ভক্ত হরিদাস, জোলার পালিত পুনঃ কবির, কুক্ষক সম্ভান তুকারাম, ভৌমজাতীয় হিন্দি ভক্তরাগ প্রণেতা নাভার্জি, কুম্ভকর নন্দন ভক্ত কেবল কুব্য, কলাই পুনঃ সজনের কথা আমর। ইতিহাস এতে, ভক্তি এতে বা শাস্ত্র এতে দেখিতে পাইতেছি। এষ্টা সাধারণ বৈশ্ব শুধুমাত্রের সকলের বংশাতলিকা, ইতিহাস বা বিশেষ বিশ্ব বিশ্ব বিবরণ লিখিত হয় নাই। তবে তাহাদের মধ্যে যাহার। কত্ত্ব ও ধর্ম বলে, সাধনা ও পুণ্য বলে, জ্ঞান ও ভক্তি বলে শ্রেষ্ঠ লাভ করিয়া গিয়েছেন, শাস্ত্রকারণ তাহাদের জ্ঞানচক্র, ইতিহাস বা বংশ পরিচয় বিলুপ্ত ও বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছেন ও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইক্ষুকুর অন্তম ভাষা পৃষ্ঠ, শুধু ব্যাপ্ত কর্তৃক গোহাটা নিবারণে অস্তব্ধ হইয়া প্রকারাস্ত্রে গোবরের অপরাধে অপরাধী হইল শূন্যে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নীচ শূন্যে প্রাপ্ত হওয়ার দুর্বল শাস্ত্রীর আর তাহার বংশাতলিকা লিপিবদ্ধ করেন নাই। ইক্ষুকু রাজার দশ ভাই ও এক ভাইনা ইলা ছিলেন। দশম হ্রাতা।
চতুর্ভর্ণ বিভাগ।

শ্রাণ্ড অপুত্রক—কাজেই তাহার বংশ-তালিকা অনুরেখিত হইয়াছে।

শুদ্ধ এই প্রাপ্ত হতভাগা পৃষ্ঠ ব্যতীত অন্য সকল ভাইদেরই বংশ-তালিকা বর্ণিত হইয়াছে। নেদিট তাহার (ইঙ্গিত 'কুর') ৭ম ভাই। নেদিট পুত্র নাভাগও কি এক অনিদ্রিষ্ট কারণে ও অপরাধে বৈশ্য এই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু হইলে কি হইবে, সেই বংশে পুনরায় ধারাবাহিক পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় রাজার উত্তর হওয়া—শাস্ত্রকার বংশ-তালিকা বিশদভাবে প্রদান করিয়াছেন। প্রজাপতি অতি বা তৎপুরুষ চন্দ্রের বংশে অধোতন উনবিংশ পুরুষ হইতেছে অঙ্গ, বঙ্গ, কেলি এতদ্ভিত। অন্য হইতে অধোতন চতুর্ভর্ণ পুরুষ অধিরথ। ইনি বৈশ্য সাতীর হত বা সারথি ছিলেন। ইনিই প্রথম পাঞ্জাবের সুলভের ভাগে দাতাকর্ণের পালক পিতা। হত অধিরথ কত্তু প্রতিগলিত হওয়ার লোকে ইঙ্গিত হৃতপুত্র বলিয়া সমীক্ষন করিতেন এবং জানিতেন। হৃতপুত্র বলিয়া পরিচিত থাকার দেরূপ রূপে স্বেচ্ছায় শরীর ভাসাই করিকে লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সত্যায়নের সগর্জনে বলিয়া উঠিয়াছিলেন।

“লক্ষ্য বিদ্ধ করিলেও আমি হৃতপুত্রের গলাশে বর্মাল্য অপমন করিব না।”

শাস্ত্রকার হত অধিরথের আর বংশ-তালিকার প্রদান করেন নাই। এই পুরোহিত অঙ্গ হইতে অধোতন ব্যাপার পুরূষ দেবমীত। দেবমীত হই বিবাহ করেন। একটি ক্ষত্রিয় কন্যা, একটি বৈশ্য কন্যা। পূর্বে এরূপ নিয়ম ছিল। ক্ষত্রিয় কন্যার গভীর শুরু বা শূন্যশেষ ও বৈশ্য কন্যার গভীর পর্যন্ত জমা পাওয়া করেন।

“অমূলোমান্মু মাতৃবর্ণঃ” এই, বিষয় সুর্দি অলসে পৃষ্ঠাতে মাতৃবর্ণ
চতুর্বর্ণ বিভাগ।

অনুসারে বৈশ্য হন। শুরু ক্ষত্রিয়ের হয় এই পক্ষের পুত্র রুদ্রবন্দের ক্ষত্রিয় বৈশ্য নন্দ গঙ্গে। আর ক্ষত্রীয় শুরুর পুত্র বঙ্গবন্দে হইলেন ক্ষত্রিয়। উভয়ের পিতামহ রা ঠাকুরদাদা কিংবা একা, এই দেবমিশ্র রাজা। আরও অশ্চিয়ের বিষয় এই যে, এই দেবমিশ্রের উদ্ধতন দ্বাদশ পুরুষ হইতেছে অন্ত। তার সঙ্গে যোগ উৎপত্তি বা বিশ্ব =৩২ উদ্ধতন পুরুষ প্রজাপতি বা কান্ত অনুসারে। এখানে আমরা দেখিতে পাইলাম, অতি-ধ্বংস বংশের যথাক্রমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ববংশ উৎপত্তি হইয়াছে। বৈশ্ব হইতে গুণ ও কর্ম অনুসারে, যৌন সম্পর্কে ক্ষত্রিয় বৈশ্ব ও শূদ্রগণের উৎপত্তি হইয়াছে। এক বংশের কুমন্দ নানা জাতিতে বিভব বা পরিণত হইয়াছে। পুত্রকে উদ্ধত প্রথম অংশের শাস্ত্রীয় প্রায় সকল পুরুহাত্মক ব্যতি, অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গেল।

অতি। অতির পুত্র চন্দ। চন্দের পুত্র বুধ। শুরুর পৌষ, বৈশ্ব মন্ত্র পুত্রী ইন্দ্রকুর সঙ্গী ইলায় সহিত বুধের বিবাহ হয়। ইলায় গর্ভ পুরুর্ববার জন্ম। পুরুর্ববার স্বর্গ নিষ্ঠাধরী অপরা উবর্তীর গর্ভে আয়, শ্রীতায়, সত্যায়, ময়ম, বিদ্যা, জ্ঞান নামক তার পুত্র জন্মে। জয়ের পুত্র অনিত। বিজ্ঞানের পুত্র সীমান্ত, বীর্যের পুত্র কাণ্ড, কাণ্ডের পুত্র হেতুক। ক্ষত্রিয় হেতুকের পুত্র জুধু মুনী। ইন গঙ্গায় পান করিয়া পুনরায় নিক সমুদ্রের উদ্ধে বহির্গত করিয়াছিলেন জ্ঞান ভাগীরথী গঙ্গায় অপর নাম জাহারী। জুধু মুনীর পুত্র সিদ্ধলীল ধর্মী। সিদ্ধলীল পুত্র পুত্র ধর্মী না হইলেন ক্ষত্রিয় বলাকাশ। বলাকাশের পুত্র বিলাতি বলভীর পুত্র মহারাজ কুশিক। কুশিকের পুত্র গাধী। গাধীর জোঘা কচ্ছা সত্যাবৃত্তি ও কনিষ্ঠ পুত্র বিষামিত্র।
চতুর্বর্ণ বিভাগ।  ৯৯

সত্যবর্তীর সহিত ভূতের অপৌষ্ঠ খাছিকের সহিত বিভাগ হয়। পুত্র জনমধ্য পিতৃবর্ণসাধারে নান্দী হন। জমদগ্নি অসেফজিৎ রাজকা রেনুকাই বিভাগ করেন। পূঠ পরগণার পিতৃবর্ণসাধারে রাঙ্গাণ হয়। এহেলে পূর্ববর্ণ অনুসারে দেবমীরের বৈশ্বক্ষণ্ড গর্ভজাত পর্বশ্চের ভায় মাতৃবর্ণ প্রাপ্তি না সঠিক পিতৃবর্ণ প্রাপ্তি ঘটিল। হই স্থানে হই রূপ ঘটিত, হই জাতি হইল। ব্রাহ্মণের কাছে স্যুতি বা সংহিতার বিধি উল্টোয়া গেল। কৃত্রিম ঔরসাংগন পরজন্ত কৃত্রিম না হইল। মাতৃবর্ণসাধারে বৈশ্ব হইলেন কিন্ত ব্রাহ্মণ খাছিকের ঔরসাংপন জমদগ্নি এবং জমদগ্নির ঔরসাংগন পরগণার মাতৃবর্ণসাধারে পরজন্তের ভায় কৃত্রিম হইলেন না, ব্রাহ্মণ হইলেন। পরজন্তের বেলায় ক্ষেত্রের প্রাধান্য বীরত হইলােহ কিন্ত জমদগ্নি ও পরগণা-রামের বেলায় ক্ষেত্রের প্রাধান্য লোপ হইলােহ বীর্যের প্রাধান্য বীরত ও সমর্থিত হইল। (১) অধিক টীকা অনাবশ্যক। বিখ্যাত রাজা স্বাধীন বাধারে বনে গমন করেন। সেখানে মহর্ষি বশিষ্ঠের অলৌকিক ভট্টাচারের শত্য দর্শন করিয়া বিনৃষ্ট হন, এবং রাজাধর্ম চরণে দলিত করিয়া তপস্যায় নির্মুখ হন। তাহার ফলে তিনি রাঙ্গলি বিখ্যাত হইয়া বহ বেদমূল রচনা করেন। কৃত্রিম রাজপুত্র তপস্যা বলে নাশ্চ ও ধর্মিত লাভ করেন। জম দ্বারা নহে পরস্ত কর্ম্ম দ্বারাই ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হন।

বিখ্যাত মিত্র—ধ্রুবচন্দ, যজ্ঞীবন্ধ, মুলগাল, সৈন্ধবায়ন, গালব, মুল, সালকায়ন, আখলায়ন, গার্গী, জাবালি, সুখ্রুত, কপিল,

(১) বিকৃত বিবরণ মাল্লিকার কৃতি শক্তর্পণ অধ্যায়ে উন্মুক্ত হইল।
চতুর্ভর্ণ বিভাগ।

নার্গমধি, নাচিক প্রভূতি ৬৫ জন পুত্র জয়মোহন করেন। ইহাদি সকলেই রাঙ্গা।

রয়ের পুত্র এক।
সত্যায়র পুত্র শ্রতঙ্গ।
শ্রতায়র পুত্র বহমান।

আয়ু। আয়ুর পঞ্চ পুত্র। রজি, নহস, বিতথ বা ক্ষ্ট্র-বৃদ্ধ, রাভ, অনেন।

অনেনার পুত্র শুচি। শুচির পুত্র চিতি। চিতির পুত্র চিতু।
চিতুর পুত্র শান্ত রাজা।

রাভ। রাভের পুত্র রভস। রভসের পুত্র গুর্জীর।
তৎপুত্র অক্রিয়। অক্রিয়ের পুত্র বঙ্গবিব।

রজি অপুত্রক।

ক্ষেত্রবৃদ্ধ বা বিতথ। ক্ষেত্রবৃদ্ধের পুত্র শ্রীহোত, শ্রীহোত, গায়, গোর্গ, কপিল। শ্রীহোতের তিন পুত্র, যথা:—কাশক বা কাশা, কুশ, গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র গুনক। গুনকের পুত্র শূনক হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বৈরের সমান উদ্ভূত হইয়াছিল। অর্থাৎ শূনক অপন পুত্রগণকে অ অ কর্মভেদে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তাহার সমুদ্রগণ গুণ কর্মরূপায়ে কতক ব্রাহ্মণ, কতক ক্ষত্রিয়, কতক বৈশ্য ও কতক শূদ্র হইয়াছিলেন। এতদংস যাত্রে বাঙ্গালুরু, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, শ্রীমতাগবতে বিভক্ত তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। চতুর্ভূজাত পাঠাক সেই সব গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন।

শ্রীহোত পুত্র কুশ। কুশের পুত্র প্রতি। প্রতির পুত্র
চতুর্দশবর্ণ বিভাগ।

সঞ্জয়ের পুত্র জয়, জয়ের পুত্র হর্ষবল। হর্ষবলের পুত্র সহদেব।
সহদেবের পুত্র হীন। হীনের পুত্র জয়নন। জয়ননের পুত্র
সন্তি। সন্তির পুত্র জয়।

’ কাশোর পুত্র কাশি। কাশির পুত্র বাঠি। ক্ষত্রির রাজা
রাজকুমার পুত্র দীর্ঘতাত্ত্বি খাঠি। ক্ষত্রিয়ের পুত্র শুণ কল্মামাত্যাদে ও
তপন বলে রাক্ষণ হইলেন। আমা হুলান নাথ। দীর্ঘতাত্ত্বি পুত্র
আয়াবেদ পরবর্তী জন্মস্তর। পরবর্তির পুত্র কেতুনাথ। তৎপুত্র
সন্তি। সন্তির পুত্র দীর্ঘতা। তত্ত্ব হারান। হারানের
পুত্র সতি। অলক অলে। অলকে নিকেতন।
তৎপুত্র ধর্মজ্ঞে। তৎপুত্র সতাকেতু, সতাকেতুর পুত্র ধর্মজ্ঞে।
ধর্মজ্ঞের পুত্র স্রুতকুমার। তৎপুত্র নীতিদোত। নীতিদোতের
পুত্র ভর ব্রাহ্মণ। ভর হইতে ভাগ্যভুয়ি নামক রাস্তা। বংশ
উৎপত্তি হয়।

বিভিন্ন বা ক্ষত্রিয়দের অন্য চারি পুত্র রহোৰো। গয়, গর্গ ও সহায়া
কলিতের বংশ পরিচয় অঙ্গকাশ।

পূর্বে উত্তর হইয়াছে, অত্র পুত্র চন্দ। চন্দের পুত্র বুধ।
বুধের পুত্র পুরুরস্তে। পুরুরস্তর পুত্র আয়ু। আয়ুর পুত্র নাথ।

নরহ চন্দর স্থানের অস্বাভাবিক রাজ। ইনি বীর ক্ষমতা বলে
ইন্দ্র লাভ করেন। ইন্দীর প্রেসিয়ার উদ্দেশে কাননয়, ইন্দীর
পুত্র যজীত হরিতকু বুশিকজ নামক রাজান শিখু দান। নরমণে যজু
সম্পাদন করেন। এই নরহ হইতে চন্দর স্বাধীন স্বাধীন
ক্ষত্রিয় বংশ ও নরপতিগণ উদ্ভূত হন।

নরহের ৬ পুত্র। যজীত, যতি, শর্ম্মাতি, আয়ুতি, বিরতি ও
কৃতি। যজীত বহীত অর ৫ পুত্রের বংশ বিবরণ অঙ্গকাশ।
চতুর্ভুর্ণ বিভাগ।

ব্যাখ্যা। যখনি রায়ন শুক্রাচার্যের কথা দেবানীর পাণিগ্রহণ করেন। এ বিবাহ প্রতিলিপি কৃপাম হয়। কেন না তারী উচ্চবংশীয়, ব্যানী নিম্ন ক্ষতিগ্র বংশীয়। উৎপন্ন পুত্র শায়িক্রীয় বিধি অনুসারে ধরিতে গেলে নীচতাতীর্থ হইবার কথায়। তাহা না হইয়া ক্ষতিকর পুত্র ক্ষতিকৃত হইয়াছিল। দেবানীর সঙ্গে দাসীরূপে দৈত্য-পতিত বৃত্তপূর্ণের কথা শম্ভিতাঙ্গ যোগিতর রাজাধন্ত্রুপুরুর প্রবিষ্ট হয়। ফলে শম্ভিতার সহিত রাজার গদার বিবাহমত পরিণয় ক্রিয়া গোপনে সম্পন্ন হয়। এবং তাহার ফলে শম্ভিতার গত্তে রাজায় যোগিতর ক্রমে ঢাুাঃ, অত্রু ও পুত্র নামক তিনটির পরম রূপ-গুণবান। পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এবং দেবানীর গত্তেও যোগিতর যজ্ঞো ও চতুর্ভূষ নামক ইন্দ্র ও উপেক্ষাস সদৃশ হইয়া পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

দ্রুত বংশাবলী, যথা:—দ্রুত পুত্র বক্তৃ। বক্তৃর পুত্র সেতু। সেতুর পুত্র আর্কল। আর্কলের পুত্র গাম্বর। গাম্বর পুত্র ধর্ম। ধর্মের পুত্র ধৃত। ধৃতের পুত্র হর্ষারশ। হর্ষারশের পুত্র ভাগত।

শেষ।

অনুরঃ বংশাবলী, যথা:—অনুর তিন পুত্র সত্তনর, চক্ষু ও পরেক্ষু। চক্ষু ও পরেক্ষু অপুর্ণক। সত্তনরের পুত্র কালনর। কালনর পুত্র স্বর্ণ। স্বর্ণ পুত্র জনমেদয়। জনমেদয়ের পুত্র মহাশাল। মহাশালের পুত্র মহামন। মহামন হাই পুত্র উশীর ও তিথিঙ্ক। উশীরের পুত্র মহাস্তী শিবি, বর, কুমিদ, দক্ষ। শিবি ভিন্ন অপর তিন পুত্র অপুর্ণক। শিবির পুত্র মদ, ঘুরীয়, রামদর্শ ও কেকেয়।

শেষ।

উশীর স্রাত। তিথিঙ্কের বংশাবলী, যথা:—তিথিঙ্কের পুত্র ঋষত্রথ। তপুর্ণ হোম। হোম পুত্র সুর্য। সুর্যপায় সন্তান।
চতুর্ভুজ বিভাগ। ১০৩

বলি। বলির সন্তান না হওয়ায় তদীয় মহিলার ক্ষেত্রে বা গড়ে
দীর্ঘতম খাবি দ্বারা অঙ্গ, বঙ্গ, বকলা, কলিগ, পুণ্ড ও ওড় এই ৬
pুন্ত উৎপন্ন করিয়া বংশ ও রাজা রক্ষা করা হইল। পুরুষে এরূপ
নিয়ম ছিল। ইহা দৌদের মধ্যে গণনীয় ছিল না। অঙ্গ বাতীত
অঙ্গ পঞ্চ ভাতার বংশ অনুৰ্লেখ।

অঙ্গের বংশাবলী, যথা—অঙ্গের পুত্র খলপান, তৎপুত্র
দিবিনরথ। দিবিনরথ পুত্র ধর্মরথ। তৎপুত্র চিত্ররথ। চিত্ররথের
৩ পুত্র—চতুরঙ্গ, বিদূরক ও পুণ্ড এবং কন্যা শান্তা। শান্তাকে
মহারাজ চিত্ররথ শ্রীরামচন্দ্রের জনক সুধ্যাবলম্বী মহারাজ দশরথকে
দান করেন। দশরথ এই পালিতা কন্যা শান্তাকে হরিপীতনয়
ধ্যায়শূল মুনির সঙ্গে বিবাহ দেন। অসর্বন বিবাহ তৎকালে সমাজে
প্রচলিত ছিল।

চিত্ররথ পুত্র চতুরঙ্গ হইতে স্থত বা সারথী বা হত্রধর জাতীয়
কর্ণের পালক পিতার উদ্দেশ। আমরা নিয়ে তাহা প্রদর্শন করাইব।

চতুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাঙ্ক। পৃথুলাঙ্কের পুত্র বৃহদ্ধরু, বৃহৎ-
কর্ষ্যা, বৃহৎভািতা। ২ ও ৩ ভাই অপুর্দ্ধ। বৃহদ্ধরুর পুত্র
বৃহত্নমন। তৎপুত্র জয়রথ। তৎপুত্র বিজয়। বিজয়ের পুত্র
ধৰ্ম। ধৰ্মর পুত্র ধৃতরাজ। তৎপুত্র সংকর্ষ্যা। সংকর্ষ্যার পুত্র
কর্ণের পালক পিতা স্থত-সংহিত। অধিরথের কৃষ্ণ-গোবিন্দের
পালিত পুত্র কর্ণ। কৃষ্ণের ননদ হইয়া স্থত অধিরথ
কর্তৃক এতিপালিত হওয়ায় লোকে কর্ণকে স্থতপুত্র বলিয়াই
জানিত, সন্তান ও সমুখনাদনি করিত।

কর্ণের পুত্র—বৃহস্পতি ও বৃহস্থের। শেষ। চিত্ররথের পুত্র
ও চতুরঙ্গের ভাই বিদূরকু। বিদূরকু পুত্র শূর। শূরের পুত্র
ভজনান। ভজনানের পুত্র শিন। শিনির পুত্র ভোজ। এই ভোজ হইতেই ভোজ বংশের উৎপত্তি। ভোজের পুত্র হাসিক। হাসিকের তিন পুত্র দেবমীৰ্পা, শতথায়, কৃতকর্ম। ২য ও ৩য ভাগ। অপুষ্ক। ক্ষীরিয় রাজা দেবমীৰ্পা হইতে বৃন্দাবনের নন্দগোপ বংশের উদ্ভব। দেবমীৰ্পা হই নিবাস করেন। একটি ক্ষীরিয় কঠো। একটি বৈশ্য কঠো। ক্ষীরিয় কন্যার গর্ভে শুরু বা শুরসন জন্মে ও বৈশ্য কন্যার গর্ভে পর্জন্য জন্মগ্রহণ করেন। পর্জন্য মাতৃ-বর্ণাংশা অথবা মাতৃজাতি অথবা বৈশ্যকন্যা। গভীরভাব সত্ত্বন ক্ষেত্রপ্রাপ্তে নীরাইহ হন। এই বৈশ্য পর্জন্যের পুত্র শ্রীরামানুর সফলজন্ম নন্দগোপ। এই বৈশ্য নন্দগোপেরই বংশধর বঙ্গদেশীয় গোপগুল। বৃন্দাবনের বা বঙ্গদেশের বৈশ্য গোপগুল বিরাট পুরুষের উদ্ভব হইতে উৎপন্ন হইলে বলিয়া প্রকাশিত হইল না। প্রথম অতির বংশের ইহাদের উৎপত্তি। নন্দগোপ পুত্র গোলকবিহারিশ্রীকৃষ্ণ। এ বংশ এইখানেই সাধা করা হইলায়। কারণ পূর্বে বলিলাম। এই সাধারণ বৈশ্ব শুরুর বংশালী। শাস্ত্রার্থ গণ বিশেষ তারে লিখিয়া যান নাই। শুরুর পুত্র বন্ধুদেব। যেমন শুরসন ও পক্ষসমর্শ পিতা একই ব্যক্তি দেবমীৰ্পা কিন্তু প্রদুর্ঘ্য—ছই জাতীয়; কেহ ক্ষীরিয় কেহ বৈশ্ব। তত্ত্ব বন্ধুদেব ও নন্দ মহারাজার পিতামহ একই ব্যক্তি—সেই দেবমীৰ্পা কিন্তু ছই গোপ দই জাতীয়। বন্ধুদেব ক্ষীরিয় ও নন্দ বৈশ্য। শুরুর বন্ধুদেব প্রাপ্ত ১০ পুত্র, যথা:—বন্ধুদেব, দেবভাগ, দেবক্ষণা, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমান, কঠো, শ্রীবিংশকু রুক্ক। বন্ধুদেবের সঙ্গে কন্যার খলি, উগ্রসন হার্ষ দেবক্ষণের গৌরবী, রোহিণী, ভার্মা, মদী, রৌলনা, ইলা, দেবকী নায়ি সাজ কাঞ্চন বিবাহ হয়। শ্রীকৃষ্ণ মাতা।
চতুর্ভুজ বিভাগ।

সন্ধ্যের পদ্মী দেবকী কংসের সহোদরা ভগিনী নন্দী; খুলনাতভগিনী। সন্ধ্যের গৌরবীর গর্ভে ভৃত্রজা নায়িকা কম্ভা, রোহিণীর গর্ভে বলরাম বা বলরে, পদ, সারণ; ভগ্রার গর্ভে কেশী; মদিতার গর্ভে নন্দ, উপানন্দ ও শূর এবং দেবকীর গর্ভে—
কৌরোদশারী চতুর্ভুজ ভগবানী নিজের অবতার শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ভৃত্রজার সঙ্কে পাত্রনন্দন অজ্জুনের বিবাহ হয়। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র—প্রহরাম, মদন, প্রভুতি। প্রহরামের পুত্র অনিরুদ্ধ। দৈত্য বলির পেত্রিতা বান-কৃত্ত। উথার সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ হয়। অনিরুদ্ধ ও উথার পুত্র জন্মাত। ইন্দ্রপুরীর বা শ্রীমুদাদন দামৰ বর্তমান গোবিন্দ গোপিনাথ ও মদনমোহন বিবাহ স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ হইতেই ৫৬ কোটি ব্যঙ্কশের উৎপত্তি ও লয়।

সন্ধ্যের পঞ্চ ভ্রাতার সঙ্কে কংসের সহোদরা পঞ্চভগিনীর বিবাহ হয়। কংস অনিরুদ্ধ হইলে তাহার ভগিনীকে কি কখন মন্যো রাজা বিবাহ করিতেন না বিবাহ করিতে সাহসী হইতেন?। চন্দ্র-বাঙ্গলীয় উগ্রাসন রাজার দুর্দান্ত ও দুর্বলির পুত্র কংস নানাবিধ অস্ত্র গুণের জয় অনিরুদ্ধ এই যুগিত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল নাঘ।

দেবভোগের সঙ্কে কংসের কংসান্তী ভগিনী, দেবভোগের সঙ্কে কংসনীতী, ভৃষ্ণুর সঙ্কে রাঠিপালিয়া, কংসের সঙ্কে কংস, শ্যামকের সঙ্কে শূরভূত বিবাহ হয়।

দেবভোগের পুত্র চিত্তকেতু, বৃহদল; দেবভোগের শ্যামীর এবং ইয়ুমান; কংসের বক, সত্যজিত ও শর্করিঙ্গ, ভৃষ্ণুর মূৰ্ত্তি শ্যামকের শূরভূত বা শূরভূতির গর্ভে হরিকেশ ও হিরণ্যঞ্জ, বংসকের চৌরস মিত্রকেশী অনিরার গর্ভে বৃক্ষদি,
চতুর্ভূজ বিভাগ।

রুকের ঔরসে দুর্বাকীয় গর্ভে তক্ত ও পুত্রমালা প্রভুতি; সমীকর ঔরসে সুধামনীর গর্ভে স্নিগ্ধ, অজ্ঞুপাল প্রভুতি এবং আনকের ঔরসে কর্ণকার গর্ভে ধীমাদাম ও জ্যো উৎপত্তি হয়।

বন্ধুদেবের ৫ পাঁচ ভগিনী, যথা:—পুরুষ, শ্রদ্ধরোক, শ্রদ্ধকীর্তি, শ্রদ্ধরোক ও রাজাধীকীর্তি। বন্ধুদেব পিতা শূন্য আপনার সন্তান কুশ্রু রাজকে অপূর্বক দেখিয়া আপনার তনয়া পৃথিবীকে দান করিয়াছিলেন। কুশ্রু রাজার পালিত। বলিয়া পৃথার নাম কুশ্রু হইয়া গিয়াছিল।

এই পৃথা বা কুশ্রুর সঙ্গে পাণ্ডুর বিবাহ হয়। কুশ্রুর গর্ভে কর্ণ, যুধিষ্ঠীর, ভীম, অনুরূন জ্ঞানগ্রহণ করেন। শ্রদ্ধরোককে কর্ণের যুবকীয় রুদ্রশর্ম। বিবাহ করেন। তাহার গর্ভে দিতি নূতন দমুমি শক্তি, যে শাপগ্রহণ হইয়া জ্ঞানগ্রহণ করেন। সে গুড়ি বংশীয় নিৰ্জন দেশে আর্থিকীতিকে বিবাহ করেন। তাহার সন্তর্ভন প্রভুতি পাঁচু পুত্র জন্মিয়াছিল। জন্মেন রাজাধীকীর্তির পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার গর্ভে বিন্দ ও অমূর্দন নামে হই পুত্র উৎপাদন করেন। চেদিরাজ, দলভোষ শ্রদ্ধরোকের পাণিগ্রহণ করেন। তাহার তনয় শিলুপাল। শেষ।

বিদ্রুপ ও চতুর্ভূজের রাতা পৃথু অপূর্বক।

যজ্ঞ পুত্র পুত্র বংশাবলী, যথা:—পৃথু পুত্র জনমেষয়।
তৎপুত্র প্রচিত্ত। তৎপুত্র পুত্র। পুত্র পুত্র মন্ময়। মনস্ত পুত্র চলুল। চলুল পুত্র মন্ময়। তৎপুত্র বহুগু। তৎপুত্র সংখ্যা। তৎপুত্র অহংকার। অহংকার পুত্র রোদ্রাখ। রোদ্রাখ মৃত্যু অপরাধ গর্ভে যথাক্রমে—কোচু, খেলেশু, ঝেলে, কোচু, ওলিয়া, সর্বত্রে, ধর্মেষু, সত্যেষু, রেতেষু ও বলেষু এই ১০ পুত্র জন্ম দান করেন। ঝেলে ভূমি আর সকলেই অপূর্বক।
চতুর্ভর্ণ বিভাগ।

খাতেয়ুর বংশাবলী, যথা:—খাতেয়ুর পুত্র রত্ননাব বা বন্ধু-নার। রত্ননাবের পুত্র সুমতি, কৃষ্ণ ও অগ্নিজরথ। কৃষ্ণ নিঃসন্তান। কৃষ্ণজরথের পুত্র ব্রহ্মাণ্ড। কৃষ্ণের পুত্র খগেরভায়া অগ্নিরকারী ব্রাহ্মণ মেধাতিথি। মেধাতিথি হইতে প্রথম দ্বিগণ্য উৎপন্ন হন।

সুমতির বংশাবলী, যথা:—সুমতির পুত্র রেতি। রেতির পুত্র বিধৰ্ম্ম রাজা চুষ্ট। বিধৰ্ম্ম মনকার কন্যা ও কথুনির আশ্রম-পালিতা কন্যা শক্ষরাজ সঙ্কে ইহার বিবাহ হয়। ইহার পুত্র ভরত। ভরত ভরদ্ভ বা বিভূত নামক দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। ভরদ্ভের পুত্র মণ্য। মণ্যার পুত্র পুত্র যথা:—

বৃহৎক্ষীরা, জয়, মহাবীর্যা, নর, গর্গ।

গর্গ পুত্র শিনি। শিনির পুত্র গর্গসোন্ত ব্রাহ্মণ হন। বর্তের পুত্র সন্ততি। সন্তির পুত্র বিধৰ্ম্ম রাজেন্দ্র, শুধু। মহাবীর্যের পুত্র হরিস্যায়। তৎপুত্র ক্র্যাগুণ, পুনরারূপ, ইহার তিন জনই ব্রাহ্মণ হন। জয় অগ্নিজরথ।

বৃহৎক্ষীর বংশাবলী, যথা:—বৃহৎক্ষীর পুত্র হন্তি। ইনিহ হরিতনাপুর নির্মাণ করেন। হন্তীর তিন পুত্র, যথা:—আগ্নেয়া, বিশীচ, পুরমীচ। পুরমীচ নিঃসন্তান।

দিবীচের পুত্র—খবীর। তৎপুত্র কৃতিমান। তৎপুত্র সত্য-ধৰ্ম্ম। তৎপুত্র স্বতীপুর। তৎপুত্র সুমতি।

তৎপুত্র পরিরক্ষমান। তৎপুত্র কৃতি। তৎপুত্র উগ্রায়ধ। তৎপুত্র ক্ষেন্দ্র। তৎপুত্র শ্বেবীর। তৎপুত্র রিপুজ্য। রিপুজ্যের পুত্র ব্রহ্মরথ। শেষ।
চতুর্ভূজ বিভাগ।

অজমীর বংশবলী, যথা:—ঈশ্বর, প্রিয় মেধাদি দ্বিজগণ এবং অন্য স্ত্রী নলিনীর গর্ভে নীল নামক সন্তান অজমীরের উৎপত্তি হন। অজমীর হইতে বৃহদিনী নামক পুত্র জন্মে। তৎপুত্র বৃহদিনী। বৃহদিনীর পুত্র বৃহৎকায়। তৎপুত্র জয়দেশ। তৎপুত্র বিভদ। বিষদের পুত্র সোনমত। সোনমতের পুত্র রুচিরাখ্য, দৃষ্টশু, কাশ্য এবং বৎস। রুচিরাখ্য ব্যতীত অপর তিন তিন অপুত্র। রুচিরাখ্যের পুত্র পার ও নীল। পারের পুত্র পৃথু তৃণ; পারের ভাই নীল গুককন্যা। রুচীর গর্ভে ব্রাহ্মণত্বকে উৎপাদন করেন। এই ব্রাহ্মণত্ব যোগী। ব্রাহ্মণত্ব থাকি ভার্যার সরস্বতীর গর্ভে বিষ্ণুর নামে এক সন্তান উৎপাদন করেন। বিষ্ণুর দেশে সোগতাশ্রমের প্রথম করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর পুত্র উদিলকুম। এবং উদিলকুমের পুত্র ভর্ম। বৃহদিনীর এক।

( শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্তূপ, ২১শ অধ্যায় দ্বিতীয় )

অজমীর পুত্র নীলের বংশবলী:—নীলের পুত্র শাস্তি; শাস্তির পুত্র শ্রাবণ; শ্রাবণের পুত্র জগন্নাথ; পুরুষের পুত্র অর্ক; অর্কের পুত্র রম্য। ভার্যাকের ও পুত্র, যথা:—মুদগল, মন্তব্যী, বৃহদিনী, কাকিংলি ও সংবিধার ভার্যাকে একুশ কহিয়াছিলেন, “আমার পাঁচটা পুত্র পঞ্চ নিয়ম রক্ষায় সমর্থ, এই কারণে পারে তাহার পঞ্চ পঞ্চ সম্পূর্ণ হই। মুদগল হইতে ব্রাহ্মণ জাতির মোক্ষার্থী গোত্র সম্পূর্ণ হই।। মুদগলের সময় অপর ঘটে হই।। পুত্রের নাম দিবোদাস ও কন্যার নাম অহল্যা। অহল্যার গোত্রপত্য হইতে শতাঙ্গ জন্ম- গহণ করেন। শতাঙ্গের পুত্র সম্পূর্ণ হই; তিনি ধর্মীয়কে সম্পূর্ণ ছিলেন। জীবন পুত্র জন্ম। জন্মের পুত্র ও কৃপাচার্য আর কন্যার নাম
চতুর্দশটি বিভাগ।

কৃপী। শাসন্ত্রু রাজা এবং উভয়কে লালন পালন করেন। কৃপী
দোপাচার্যের পদ্ধ হইয়া অধ্যয়ন জন্মে হইয়াছিলেন।

দিবোদাসের কংশাবলি। দিবোদাসের পুত্র মিত্রায়; মিত্রায়র
পুত্র চয়ন; চয়নের পুত্র মহাদেশ; মহাদেশের পুত্র সহদেব; সহ-
দেবের পুত্র সেনক। সেনকের একশত সমষ্টি জন্মে, তমধ্যে
অন্য জোতির্ভুবন এবং পৃষ্ঠ কলিত। ১৩ পৃষ্ঠ হইতে চূড়া রাজা জন্ম-
গ্রহণ করেন। চূড়া হইতে দ্বোপনী এবং দ্বীপ্রত্য প্রভূতির
জন্ম।

দ্বীপ্রত্যের পুত্র দ্বীপ্রত্যে। ইহারা বর্ষাক্ষ বংশীয় পাঞ্চাল।
(ভাগবত, ৯ম ব্রহ্ম, ২২শ অধ্যায়)।

হাতি পুত্র অজমীরের ছন্দ নামে নে পুত্র হইয়াছিল—সেই
ছন্দের পুত্র সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের শ্রুতিতে হর্ষতমানা তপতীর
গর্ভে কুক্ত্বস্তাপতি কুক্ত জন্মগ্রহণ করেন।

কুক্তর চারি পুত্র—পরীক্ষ, স্থধস্য, জ্যু ও নিবর্ধ। প্রথম
সিংহসন ও চতুর্দশ পুত্রের বংশ আহরণের।

স্থধস্য ও জ্যু র বংশ স্থধস্য ও বহ বিষ্ণুত।

জ্যু র বংশবালী ধর্মীণঃ—জ্যুর রূপ স্বরূপ; তৎপুত্র বিদ্বাস্ত;
তৎপুত্র সর্বস্বভো; তৎপুত্র অজ্ঞান; তৎপুত্র রাধিক; তৎপুত্র
অন্যতায়া; অন্যতায়র পুত্র অক্ষ: তৎপুত্র দেবাভিধি। দেবাভি
তিথির পুত্র ছন্দ; ছন্দের পুত্র দিলিপ; দিলিপের পুত্র প্রতীপ।
প্রতীপের তিন পুত্র—দেবাপি, শাসন্ত্রু ও বাঙ্গালীক। তথ্যের
দেবাপি জোঙ্গলে, ইনি পিঁচুরাজা পরিত্যাগ করিয়া সাধারণের জন্ম
অরণ্য গমন করেন।

শাসন্ত্রু রাজা হইন। কেন সত্ত্বে তাহার রাজ্যে গাঢ়বাঙ্গাল।
চতুর্বর্ণ বিভাগ।

অনারুস্টি হয়—তৎকালে ব্রাহ্মণগণ। এই নির্দেশ করেন যে, অগ্নি সন্দ্র রাজ্যভোগ করায় এই অনারুস্টির কারণ। দেবগণের আর্থনায় বন হইতে আসিয়া এক বজায় থাকিয়া করেন এবং তিনি তাহার পৌরহিত্য করেন। বারিবর্ণ হয়। শাক্তান্ত্র গণ্ডার গর্ভে দেবতার বা তীৰ্থ নামক পুজু জন্মে এবং দাস কন্ঠা সত্যবাদীর গর্ভে চিঃরাঙ্গদ ও বিচিত্রবর্ষা নামে চূই পুজু জন্মে। জোঝ চিঃরাঙ্গদ, চিঃরাঙ্গদ নামক নবীন গন্ধর্ব কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হন। কমিঠ বিচিত্রবর্ষ। ইনি কাশিকাজ্যের চূই কন্ঠা অধিকা ও অধ্যাতন পাণিগ্রহণ করেন। বিচিত্রবর্ষাবত তার্কাস্ক হইলা ইন্দ্রিয় সেবা করার প্রয়োগে কাল কবিলী হন। তাহার সন্তান সন্তুষ্ট হয় নাই। সত্যবাদী নদন পরাশর মুনির পুত্রে সেবা মাতৃনিয়োগে তীর্থ ক্ষেত্রে—অধিকার গর্ভে স্বপ্রভাব এবং অধ্যাতন গর্ভে পঞ্চ এই চূই পুজু উৎপন্ন করিয়া দেন। অন্ধ এবং অধ্যাতন দাসীর গর্ভে সেবা ও তীর্থে শুভ কীৰ্ত্তিত পরম ধার্মিক ও পরম ভক্ত বিছুরের জন্ম। স্বপ্রভাব গাঞ্জার বা কাশিকাজ্যের রাজান্নদিতি গাঞ্জারীর গর্ভে হর্ষজান, হংশাসন ও বিকৃত্তি প্রযুক্ত শত পুজু এবং হংশলা নামে এক কন্ঠা জন্ম দান করেন। হর্ষজানের পুজু লক্ষ্য কুসুম্য অতিভাষা হস্তে নিহত হয়। হর্ষজানের বংশ শেষ। পঞ্চ চূই পত্নী। বহু ভগিনী কুসুম্রাজিক পালিতা কন্ঠা পৃথা বা কুপ্ত এবং মাত্রাজন্নদিতি নাথা। কুষ্টার তিন পুজু—যুথিছির, তীৰ্থ ও অতুল মাত্রার হই পুজু নকুল ও সহদেব। পঞ্চ পঞ্চকের সঙ্গে দ্বোপদীর বিবাহ হয়। দ্বোপদীর গর্ভে যুথিছিরের প্রতিবিধ্যা, তীৰ্থের শুভ, অন্ধের শ্রীকীর্তি, নকুলের শ্রেষ্ঠতাকিং ও সহদেবের শ্রদ্ধবর্ধ।
চতুর্বর্ষ বিভাগ ।

১১১

উৎপত্তি হন। ইহার পাঁচ জনই অসম্ভব হতে রাজিকালে পাউব শিবরে নিষিদ্ধবাস্থায় নিহত হন। অচলায় তার্যার গর্ভে যুথিতরের দেবক ( পৌরবীর গর্ভ ) ; হিজিহার গর্ভে ঘটাক্ষ ও কাশীর গর্ভে সর্বগত নামক ভীমের অস্থায় হই পুত্র জন্মে। পর্ততন্দ্বনিনি বিশ্বার গর্ভে সহস্রের ঘৃহোত্র নামে পুত্র জন্মে। নকুলের উদয়ন করেণাতীত গর্ভে সর্বমিত্র; অর্জুনের উদয়ন উল্লীল গর্ভে ইরানান, মণিপূর রাজনন্দনির গর্ভে বারবাহন এবং বহুদেব নন্দনির ঘৃহোত্র গর্ভে অভিময়ায় নামক তিনি পুত্র জন্মে। অভিময়ার বিরাট রাজ্যকাতা উত্তরাচরণ গর্ভে পরীক্ষিত নামক পুত্র জন্মে। ।

ইনি শ্যামী শাহর গর্ভে মৃত্যুসংপ দানের নিমিত্ত তৎপুত্র গোপার্দ সম্ভ্বুত শুভে কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া। তাহক সর্ব কর্তৃক কাল কবরিত হন। ইনি গঙ্গাতীতে প্রায়োগনশন করিয়া পরম ভাগবত দুর্দেব গোষ্ঠীর মৃত্যু দিয়া শ্রীমতাগ্রন্থ শ্রবণ করেন। পরীক্ষিত পুত্র জন্মেন্দ্র এবং শ্রতেন্দ্র, শ্রীমন্দেন্দ্র ও উৎসেন। জন্মেন্দ্র ব্যতীত আর তিন জনই অপুত্র। জন্মেন্দ্র নাগর্গুন বা সুঞ্জ্বচ।

জন্মেন্দ্র বংশালী।—জন্মেন্দ্র পুত্র শাহাল।

তৃপ্তায় শাহাল; তৃপ্তায় অসম্ভব; তৃপ্তায় অসিম রূপ; তৃপ্তায় নেপথ্য; তৃপ্তায় উপ; তৃপ্তায় চিতাক; তৃপ্তায় শুচিরথ; তৃপ্তায় বৃষ্টিমার; তৃপ্তায় সঃবেদে; তৃপ্তায় নিহিত; তৃপ্তায় স্বরূৰ্ল; তৃপ্তায় নুচ্ছ; তৃপ্তায় স্বধীল; তৃপ্তায় পরিপ্র; তৃপ্তায় স্বান; তৃপ্তায় মেধাবী; তৃপ্তায় মৃদুপ্য; তৃপ্তায় দুর্বীর; তৃপ্তায় তিমি; তৃপ্তায় বৃহস্পদ; তৃপ্তায় মহীনার; তৃপ্তায় স্বদান; তৃপ্তায় শাহাল; তৃপ্তায় হর্ষমন; তৃপ্তায় মহীনার; তৃপ্তায় দুঃতা; তৃপ্তায়
চতুর্বর্ভবিভাগ।

নির্মি। নির্মির পুত্র ক্ষেমক। কুরুবংশের এক শাখা (কুরুপুত্র অহ্ল র বংশ) ও পাণ্ডব বংশ শেষ।

কুরুর অতি পুত্র ধৃষ্ণুর বংশাবলী, যথা:—সূধৃষ্ণ; তৎপুত্র স্নহোগু; তৎপুত্র চৈবন; তৎপুত্র কুতি; তৎপুত্র বন্ধ; বন্ধরুণ পাচ পুত্র, যথা:—ধ্রুতাগ, চেদিপ, বৃহৎসর, কুষাং, মৎস। বৃহৎসর ব্যতীত অন্য চারি ভাই নিংসনান।

বৃহৎসরের ছই পুত্র। প্রথম বিশ্ববিখ্যাত জরাসন্ন ও দ্বিতীয় কুশাং।

কুশাংবংশ, যথা:—কুশাংরের পুত্র ধ্রুতভ; তৎপুত্র সত্যাহিত; তৎপুত্র পুলসবান; পুলসবানের পুত্র জহ। (শেষ)।

জরাসন্ন বংশাবলী। ইনি কংসের শংস। তীম কর্তৃক নিহত হন। জরাসন্নের পুত্র সহদেব; সহদেবের পুত্র মার্জারি বা সোমাপী; তৎপুত্র অতশ্রীবা; তৎপুত্র যুতায়; তৎপুত্র নিরমিত; তৎপুত্র ভগ্নকৃত; তৎপুত্র সুরাহসেন; তৎপুত্র কর্মজীৎ; তৎপুত্র স্নতস্ন; তৎপুত্র বৌদ্ধ; তৎপুত্র শুটি; তৎপুত্র ক্ষেম; তৎপুত্র স্বৰ্গ; তৎপুত্র ধর্মরথ; তৎপুত্র সম; তৎপুত্র ছায়াসেন; তৎপুত্র সুষম; তৎপুত্র স্নুল; তৎপুত্র অধীনী; তৎপুত্র সত্যজিত; তৎপুত্র বিক্ষিং; তৎপুত্র রিপুঞ্জয়। রিপুঞ্জয় হইতে এত্তোত; এত্তোতের পুত্র পালক; তৎপুত্র বিশাখ; তৎপুত্র রাশক; তৎপুত্র নন্দিবর্ধন; নন্দিবর্ধন হইতে—শিশুনাগ; শিশুনাগ হইতে কাকর; কাকর্ণ হইতে ক্ষেমধর্শ; তৎপুত্র ক্ষেতে; তৎপুত্র বিক্ষিং বা বিভিসার। বিভিসার পুত্র অর্জতশক; ভাই হইতে দর্ভক; দর্ভক হইতে অজয়; ভাই হইতে নন্দিবর্ধন;
চতুর্থর্ষ বিভাগ।

নিত্যবর্ধন হইতে মহানন্দ জয়গ্রহণ করেন। শিলন্ত বংশ এইখানেই শেষ।

মহানন্দ হইতে ( শূন্যগর্ভাবত ) নন্দ বা নামান্তর মহাপন্ন।

নন্দের জুমালা প্রভূতি ৮ পুত্র। চাণক্য কর্তৃক নন্দবংশধর্ম।

নন্দের পিতার দাসী শূন্যগর্ভার গর্ভে রাজার ( নন্দের পিতার )

৭র সোপর চক্রগুপ্তের সিংহাসন আরোহণ। মূর্তি এই নাম

হইতে উৎপন্ন বংশ বলিয়া এই বংশের নাম মৌর্যবংশ।

চক্রগুপ্ত—পীরকাজ আলেকজানারের সনাপতি সেলুকারের

কন্যা হেলেনার পাপিগ্রহণ করেন। এই বিবাহে ইউরোপ ও

এসিয়া—পাশ্চাত্য ও প্রাচীর মিলন হয়।

চক্রগুপ্তের পুত্র বিনুদয়; বিনুদয়ের পুত্র মারাঁ অশোক।

মুখাতি ও দেবশালীর পুত্র যুধি ও তুর্কহুর বংশবল।

tুর্কহুর

পুত্র বচন; বহির্পুত্র ভর্গ; ভর্গের পুত্র ভানমান; ভানমানের

পুত্র বিভাণ্ড; তৎপুত্র কর্কম; কর্কম পুত্র মরক। ( শেষ।)

যেহুং শালীর।—যখন চারি পুত্র যথা:—সহস্রজিত, নল, রিপু

ও ক্রোষ্ঠ। ২য় ও ৩য় পুত্র আপুত্রক।

সহস্রজিত বংশ।—সহস্রজিত পুত্র শভজিত। শভজিতের তিন

পুত্র মহাহর, রেগুহর ও হীরাদ। মহাহর ও রেগুহর আপুত্রক।

হীরাদ শালীর।—যথা:—হীরাদ পুত্র ধর্ম; তৎপুত্র নেত্র;

তৎপুত্র কুশ; তৎপুত্র সোহজি। তৎপুত্র নেহিয়ান; তৎপুত্র

ভদ্রসেন; তৎপুত্র রুদ্ধর ও ধনক। হুর্শদ অপুত্রক। ধনকের

৪ পুত্র, যথা:—কুমারির্য, কুঠাম্প, কুত্তবর্মন ও কুত্তোর্জ। এরুথক

পুত্র কুত্তবর্মন ব্যাতিত আর শিল্পু অপুত্রক। কুত্তবর্মনের পুত্র—

তৃতীয়র্ষ বিভাগ।
চতুর্বর্ণ বিভাগ।

স্বর্ণিকাত কার্ত্তিকায়ার্জুন। ইনি কৃত্তিরকলানম্বকীর অভদ্রিন্ধ পরগুরামের দারুণশ্চুতায়ে নিহত হন।

কার্ত্তিকায়ার্জুনের পঞ্চ পুত্র, যথা:—জয়ধর, শুরসেন, বৃষভ, মধু, উজ্জিত। শুরসেন, তৃষ্ণম, ও উজ্জিত অপুত্রক।

জয়ধরের পুত্র স্বর্ণিকাত তালনাচ্ছ। তালনাচ্ছের বীতিহোত শ্রুতিক শতপুত্র। বংশ শেষ।

নধুরও রুঞ্জিপ্রুম্ম শত পুত্র। রুঞ্জি হইতে রুঞ্জি বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তি।

যদুর ওখ পুত্র ক্রোষ্টি বংশাবলী।

ক্রোষ্টির পুত্র রুজিনবানু। তত্পুত্র বাহিত তনয়; তত্পুত্র বিশদু; তত্পুত্র চিতরথ; তত্পুত্র শবিষিদু; শবিষিদু—পৃথুশ্রবা, পৃথুকৃতিত্, পৃথুমাহা নামক তিন পুত্র। ২য় ও ৩য অপুত্রক।

পৃথুশ্রবার পুত্র ধর্ম; ধর্ম পুত্র উশনা; উশনার পুত্র রুচক।

রুচকের পঞ্চ পুত্র, যথা:—পুরুজিত, রুজ্জু, রুক্মশু, পৃথু, জামিয়া।

প্রথম চারি পুত্র অপুত্রক। জামিয়া পত্রী শব্যার গর্ভে বিদ্রোহ নামক জ্ঞায়নের একত্র পুত্র জনে। বিদ্রোহের তিন পুত্র—রুক্ষ, কুশ ও রোমপাদ। কুশ অপুত্রক। রোমপাদের পুত্র বর্ণ।

বর্ণ পুত্র কৃতি। কৃতির পুত্র উশিক। উশিকের পুত্র চেদিরাজ।

চেদিরাজ বংশাবলী, যথা:—চেদিরাজ কৃতি; কৃতির পুত্র রুজ্জু; তত্ত্ব নির্কৃতি; নির্কৃতির পুত্র দশার্ক; তত্ত্ব বোম; তত্ত্ব জীর্ণু; তত্ত্ব বিকৃতি; তত্ত্ব তীর্থর্থ; তত্ত্ব নবর্থ; তত্ত্ব দশরথ; তত্ত্ব শকুনি; তত্ত্ব কর্তিতি; তত্ত্ব পুত্র দেবরাঙ্গ; তত্ত্ব পুত্র দেবক্ষর; তত্ত্ব মধু; তত্ত্ব কুরুব্ধ; তত্ত্ব অনু; তত্ত্ব পুরোহিত; তত্ত্ব আদি; তত্ত্ব সাধন।
চতুর্দশর্ভবিভাগ। ১১৫

সম্প্রতি বংশাবলী। সম্ভবতের সাত পুত্র, যথা:—ভজ্ঞান, ভজি, দিবা, রুষ্কি, দেবারূখ, অন্ধক, মহাভোজ। ভজি, দিবা, অপুত্রক।

ভজ্ঞানের ছয় পুত্র, যথা:—নিস্ত্র, কিস্তি, দৃষ্টি, শতজিত, সহশ্রেণিত ও অজুতাজিত। বংশ শেষ।

deবারূখের পুত্র বন্ধ।

মহাভোজ হইতে ভোজগণের উৎপত্তি।

রুষ্কির ছই পুত্র, স্নিপিত ও যুধাজিত। স্নিপিত অপুত্রক।

যুধাজিতের ছই পুত্র—শিনি ও অনমিত। শিনি অপুত্রক।

অনমিতের তিন পুত্র—নিস্ত্র, শিনি, রুষ্কি। নিস্ত্রের ছই পুত্র প্রেসেন, সভাজিত। শেষ।

শিনির পুত্র সত্যক। তত্ত্বপুত্র যুথান; তত্ত্বপুত্র জয়; তত্ত্বপুত্র কুলি; তত্ত্বপুত্র যুগস্ত। শেষ।

রুষ্কির পুত্র শক্ত। শক্ত হইতে গাঢ়ীনির গর্ভে অকৃত্রিম এবং আরও স্বাদচার বিধান সমাপন জন্য। তাহাদের নাম—আসং, সারেল, মুছরি, মুখর, মিশর, ধর্মবৃদ্ধ, প্রকাশ, করোপাশ, অর্জনদন, শক্রি, গস্তমাদ এবং প্রতিনীত। অকৃত্রিমের এক ভগিনী

অকৃত্রিমের দেবান্ত ও উপদের নামে ডাইআশ পুত্র জন্মে। শেষ।

অকৃত্রিমের চারি পুত্র, যথা:—ভজ্ঞান, গুচ্ছি, কষ্ট বর্জয়

এবং কুকুর। প্রথম তিনজন অপুত্রক।

কুকুরের বংশাবলী। কুকুরের পুত্র বন্ধ। বন্ধীর পুত্র বিলাম; বিলামার পুত্র কপোতরোম। তত্ত্বপুত্র অন্ধক; তত্ত্বপুত্র অন্ধক; তত্ত্বপুত্র বিলুতি; তত্ত্বপুত্র অন্ধক; তত্ত্বপুত্র পুনর্বাসি;
চতুর্বর্ণ বিভাগ।

পুনর্বর্ষিত এক পুত্র আহক ও একমাত্র কষ্ঠা আহকী। আহকের ছই পুত্র—দেবক এবং উগসেন। দেবকের চারি পুত্র ও ৭ কষ্ঠা। যথা :-—দেববান, উপদেব, স্বদেব, দেবদর্শন ও সাত কষ্ঠা যথা :-—
সৌরবী, বোহিলী, ভদ্রা, মদিরা, বোচনা, ইলা, দেবকী। এই সাত কষ্ঠাই বহুজনের সহিত বিবাহ হয়। শেষ।

উগসেনের কঃ, কঙ্ক, শঙ্ক, শ্রুত, সন্নাম, ভ্রগোধ, সুত্র, রাষ্ট্রগাল, ধাতু, তুষ্টমান প্রভৃতি ৯ পুত্র এবং কঃ, কঃ, কঃ, কঃ, কঃ, কঃ, শূরভূ রাষ্ট্রগালিকা নারী ৫ কষ্ঠা। বহুজনের অন্তজ দেবভাগাদির সহিত যথাক্রমে বিবাহ হয়। বংশ শেষ।

স্বায়স্তুব মন্ত্র বংশ বিবরণ। স্বায়স্তুব মন্ত্র ও শতরপ্তা নারী দিকথি বিভক্ত কৃষার ( যোন সমকে উক্ত ) ছই পুত্র ও তিন কষ্ঠা। পুত্র প্রিয়বর্ণ ও উত্তানপাদ রাজা, কষ্ঠা আকুতি, দেবহৃতি ও প্রস্তুত। প্রাপ্তি রূপের সঙ্গে আকুতির, কর্দমধির সঙ্গে দেবহৃতির ও দক্ষপ্রাপ্তির সঙ্গে প্রাপ্তির বিবাহ হয়। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গতির বিবরণ পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। প্রিয়বর্ণের পুত্র আরীষ। তৎপুত্র নাভি। নাভির পুত্র অহিত। ইহার কি কৃষার গর্ভে অহিতের অন্তর সূৰ্য একশত পুত্র উৎপন্ন করেন। ভরত তমধি জ্বেঠা। ভরত মহাযোগী ও অসাধারণ শূলাশী। তাহারই নামে এই বর্ষ “ভারতবর্ষ” নামে অভিহিত। অবশিষ্ট ৳৯ জন সঙ্গীতের মধ্যে কৃষারবর্ষ, ইলাবর্ষ, ক্ষাবর্ষ, মলয়, কেতু, 
ভূদেন, ইকৃপৃকৃ, বিন্ধ এবং কীূকট এই নাই প্রদান। এই সম জনই ভরতের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল পদ্মের পরবর্তী কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবৃক্ত, পিঙ্গলায়ন, আতালেী, তার্কিক, চতুর্স এবং 
করতাজন—ইহার। ভাগবত ধর্ম প্রদর্শক ও মহাভাগবত।
চতুর্থাংশ বিভাগ। 117

ইহাদিগকে নবযোগেশ্বর বলে। ঐ সকলের কনিষ্ঠ ৮১ জন পুত্রই
পিতাস্তু পালক, বিনায়কত্ব, বেদনা, সত্যবান ও বিদ্ধিক কারিল।
তাহারা সকলেই (গুণ ও কর্মপ্রভাবে ক্ষতিয় সন্তান হইয়াও)
ব্রাহ্মণ হইলেন। (দীপাকাজর্গব্রহ্ম ও রথ অধ্যায় রচনা করেন)

ভরতবংশশালী—ভরতের পুত্র সম্মতি। স্মৃতির পুত্র
লভতাজ্ঞা। তৎপুত্র লজ্জায়; তৎপুত্র পরেন্দ্র; তৎপুত্র
গ্রাহী। প্রতিপুত্রের সন্তান পুত্র, যথা:—প্রতিহর্ষ, প্রতিদত্ত, উলালা। ২য় ও ৩য় অগ্নিক, প্রতিহর্ষের পুত্র অক্ষ ও ভূম।
অক্ষ নিঃস্তান। ভূমার হৃত পুত্র—উকীগীথ ও প্রাচ। উকীগীথ
নিঃস্তান। প্রতাপের পুত্র বিভূত। বিভূত পুত্র পুষ্পভাস; পুষ্পভাসের পুত্র নর; নরের পুত্র গোর। ইনি রাজা ছিলেন।
রাজার গোরের তিন পুত্র—চিত্ররথ, স্বগতি, অবিবর্ধন। ২য়,
৩য়, নিঃস্তান। চিত্ররথ বংশ। চিত্ররথের পুত্র সরাট; সরাটের
পুত্র মহীচ। মহীচের পুত্র বিদ্যাম। বিদ্যামের পুত্র মধুমান।
মধুমানের পুত্র বীরবর্ত। বীরবর্তের হৃত পুত্র—মধুসুদন ও গ্রন্থিত।
মধুসুদন নিঃস্তান। মধুসুদনের পুত্র তৌষণ। তৌষণের পুত্র হন।
হনের পুত্র বিজয়। বিজয়ের শতজ্ঞ প্রমুখ শত পুত্র। (প্রিয়-
ম্বর বা তরত বংশ শেষ।) (ভাগবত, ৫ম রথ, ১৫ শ অধ্যায়)

উত্তানপাদ রাজার পুত্র মহাশ্ব এব। উত্তানপাদের হৃত
মহীচি—স্নীতি ও সুরুচি। স্নীতির উপদেশে পঞ্চম বর্ষের শিশ্ব
এব মধুসুদনে পন্থাপলাশলেচন স্রীহরির আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া
মনোরথ সিদ্ধ হন। সুরুচির পুত্র উত্তম—বালাকালেই অরণ্য
মধ্যে এক বলবান যুক্ত কর্তৃক নিহত হন। মাতা সুরুচিও পুত্রের
অধিকারে বহির্গত হইয়া পুত্রের দশাই প্রাপ্ত হন।
চতুর্ভুজন বিভাগ।

এই শিখান্ত তাহাকে প্ৰথমে বিবাহ করেন। তাহার গর্ভে তাহার কন্যাকে বিবাহ করলে বৎসরের নামে ছই পুত্র জন্মে। কনের অন্য নাম (বোধ হয়) উৎকল। ভ্রম ব্যাপিত যায় পুত্রী ইলাও গর্ভের আর এক মহিষী। এইরূপ গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে।

উৎকল ভগবৎ প্রেমে দিব্যোমান অবস্থায় থাকায়, দ্বিতীয় পুত্র বৎসর রাজা হইলেন। বৎসর স্বর্ণীয় নারী রাজাধীনীর গর্ভে পুত্রাণ, ভিক্ষাকেতু, ইষ্ট, উজ্জ্বল, বস্তু, ও অর্জন নামক পুত্র উৎপন্ন করেন।

পুত্রাণ ভিন্ন আর সকলেই নিঃসন্তান।

পুত্রাণ প্রভাবে গর্ভে প্রার্থী নারী রাজাধীনীর গর্ভে পুত্রাণ এবং দোষা নারী গর্ভের গর্ভে প্রদোষ, নিশীথ ও বৃষ্টি প্রস্ফুট ও পুত্র উৎপন্ন করেন।

উহার মধ্যে বৃষ্টি ব্যাপিত আর সকলেই নিঃসন্তান। বৃষ্টিকের পুত্র সবর্বতেজ; সবর্বতেজীর পুত্র মহু।

মহুর একাদ্ধী পুত্র জন্মে—নাম যথা:—উল্যুক, অয়ুষ্টোম, অতিরত্ন, পুরুষ, শিং, পুরু, কৃত্তি, ভ্রস্ত, হামান, হাতবান, ধূতবত। এক উল্যুক ব্যাপিত আর সকলেই নিঃসন্তান। উল্যুকের ৬ ছয় পুত্র, যথা:—অর্জন, হর্মান, বার্তি, কৃত্তি, অজীরা, গয়।

অর্জন ব্যাপিত আর সকলেই নিঃসন্তান। অর্জনের পুত্র বেন।

বেনের পুত্র পুঞ্জ। ইনি শত অখেলে বজ্র সম্পর্ক করিয়া ইঙ্গিৎ আপনি হন। পুঞ্জকুন্তলা রাজাধীনী অচিল গর্ভে যথাক্রমে বিজিতাখ, হর্কুক, ধূতবতেশ্বর, বৃক্ষ ও বিহির নামে ৫ পাচ পুত্র উৎপাদন করেন। বিজিতাখে শিখিলী নারী তার্কাম গর্ভের
চতুর্বর্ণ বিভাগ।

পাবক, পবনান ও শুচি নামক তিন পুত্র জন্ম দান করেন। এবং অষ্ট ভার্ষ্যা নভগ্নালয়ের গর্ভে হরিষ্কান্ন নামে এক পুত্র উৎপন্ন করেন।

হরিষ্কান্ন হরিষ্কালী নারী পত্রীর গর্ভে ছয়টি পুত্র জন্মদান করেন। তাহাদের নাম—বর্ষিয়া, গার, শুল, কুর্ক, সত্য ও জিতেন্দ্র। ঐ ছয় পুত্রের মধ্যে বর্ষিয়া অসাধারণ ব্যক্তি। তাহার অন্য নাম প্রাচীনবর্ম। প্রাচীনবর্ম সমুদ্রবন্ধু। শতদ্রুতিকে বিবাহ করেন। শতদ্রুতির গর্ভে প্রাচীন বর্মের দশ টি পুত্র জন্মে।

পুত্রগণের সকলেরই নাম ‘প্রচোতা’ এবং সকলেই প্রতিভারী ও ধন্যদাতা।

এই দশ প্রচেতাই ভগবান বিষ্ণুর আদেশে কঠো মুনি ও প্রলোচ্ছাপ নামে অগ্রসর সংযোগ জাত। মারিদি নারীর পরম লাভযোগ্যতা কর্মকালে ( পঞ্চ পাথরের দোপদি বিবাহ করার স্থায় ) বিবাহ করেন। ঐ কর্মের গর্ভে দক্ষ উৎপন্ন হয়। এই দক্ষ, ত্রিন্দাত্রীর পুত্র; কিন্তু ইনি পৰ্য্যন্ত একবার মহাদেবকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই অপরাধে এবার ক্ষত্রিয় বংশে তাহার জন্ম হইল।

সমাপ্ত।